সেবার মহিমা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ

মূল্য এক টাকা

মেবার মহিমা



শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

আমার পরম স্নেহময়ী জননীর

করকমলে

ভক্তি ও স্নেহের

ক্ষুদ্র নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

দিল্লী
কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

আমি একবার চিতোর দেখিতে গিয়াছিলাম। চারিদিকে ভগ্নস্তূপের মধ্যে সেই স্বদেশ-প্রেমের মহাতীর্থে দাঁড়াইয়া আমার হৃদয় এক অপূর্ব্বভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যে সকল বীরপুরুষ এবং রমণীরত্ন স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় অবনত হইল। তাঁহারা ভারতবাসীদের জন্য তাঁহাদের কীর্ত্তিরূপ অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইল। রামায়ণ এবং মহাভারতের পুণ্যকাহিনী সরল কবিতার সাহায্যে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, মেবারের গৌরবময় কীর্ত্তিকাহিনীও সেইভাবে বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইবে ইহা আমার উচ্চ আশা। আমি জানি আমার অক্ষমতা এ বিষয়ে প্রবল প্রতিবন্ধক। তথাপি আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিলাম। কারণ ভগবান বলিয়াছেন, "তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই।"

প্রধানতঃ উদারহৃদয় মহাত্মা টডের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। তিনি বিদেশী এবং বিজেতা জাতির অন্তর্গত হইয়াও যেরূপ উদারতা এবং গুণানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে দুর্লভ। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে আমি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

দূরদেশে থাকিয়া গ্রন্থ ছাপাইতে হইল। এজন্য কতকগুলি ছাপার ভুল হইয়াছে। একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

দিল্লী
মাঘ ১৩৩৭। } গ্রন্থকার

মেবার মহিমা

শ্রীহরির পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
করিব তাঁহার বংশ গুণানুকীর্ত্তন॥
অসম্ভব সম্ভব করেন যিনি গুণী।
কৃপা করি আমারে শকতি দিন তিনি॥
সূর্য্য হইতে যেই বংশ হইল উদ্ভব।
রঘু ও শ্রীরামচন্দ্র যে বংশ-সম্ভব॥
সেই বংশে কলিযুগে জন্মে বহুবীর।
বাপ্পা কুম্ভ রাণাসঙ্গ রাজসিংহ ধীর॥
মহাত্মা লক্ষ্মণ সিংহ যিনি দেশ তরে।
একাদশ পুত্র বলি দেন অকাতরে॥
বীর জননীর পুত্র নামেতে হামীর।
চিতোর উদ্ধার করে সেই মহাবীর॥
সকল বীরের শ্রেষ্ঠ শকতি বিপুল।
প্রতাপ তাহার নাম জগতে অতুল॥
একই বংশ ভিন্ন শাখা চন্দ শক্তাবৎ।
যাহাদের কীর্ত্তি রাশি অতীব মহৎ॥
বাগ্‌জি হইল রাজা এক দিন তরে।
প্রাণ বলি দিতে বসে সিংহাসন পরে॥
পুত্তজি ষোড়শ বর্ষ বয়স যাঁহার।
যুদ্ধ করি প্রাণ দেন শত্রুর মাঝার॥

মেবার মহিমা

ভিন্ন বংশে জন্ম লয়ে বহু মহাবল।
মেবারের ইতিহাস করিল উজ্জ্বল।।
দ্বাদশ বর্ষীয় বীর বাদল নামেতে।
পাঠান সেনানী মাঝে পশে হৃষ্টচিত্তে।।
রাঠোর বংশীয় বীর নাম জয়মল।
যার মূর্ত্তি নিজদ্বারে স্থাপিল মোগল॥
ঝালা অধিপতি বীর মান্না যাঁর নাম।
কাড়িয়া প্রভুর ছত্র যান স্বর্গ ধাম॥
ভারত উজ্জ্বল করে সে রমণীকুল।
সতীত্ব সাহস আর সৌন্দর্য্য অতুল॥
কত যে রমণী হায় সতীত্বের তরে।
জ্বলন্ত অনলে পশি দেহত্যাগ করে॥
প্রয়োজন হলে করে লয়ে তরবারি।
শত্রু-সৈন্য মাঝে যান ভয় লজ্জা ছাড়ি
পদ্মিনী, জহরবাঈ, পুত্তের জননী—
পুত্রবধূ লয়ে সাথে রণে যান যিনি॥
এ সকল পুণ্য কথা করিলে শ্রবণ।
হৃদয় পবিত্র হয় শান্ত হয় মন॥
অনিত্য সংসার সুখ করি পরিত্যাগ।
কর্ত্তব্য সাধন তরে হয় অনুরাগ॥

সূর্য্যবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যস্থাপন

সরযূর তীরে শোভে অযোধ্যা নগরী।
আধুনিক ফৈজাবাদ অদূরে তাহারি॥
সেথায় গোপ্তার ঘাট কি অপূর্ব্ব শোভা।
আকাশ, পৃথিবী নদী মিশে মনোলোভা॥
গোপ্রতর তীর্থ সে প্রাচীন তার নাম।
যথায় সরযূ জলে পশেন শ্রীরাম॥
রাম সনে জলে পশে প্রজাগণ সবে।
জানিছে মৃত্যুর পর স্বর্গবাস হবে॥
এরূপে শ্রীরামচন্দ্র ত্যজেন জীবন।
কুশলব পুত্রদ্বয় তবে রাজা হন॥
কুশাবর্তী নগরেতে কুশ রাজা হন।
শ্রাবস্তী নগরী লব করেন শাসন॥
সুদূর পশ্চিমে পুরী লবের স্থাপিত।
লবকোট লবপুরী ভারতে বিদিত॥
এই দুই নাম যাহা আছিল প্রথমে।
লাহোরেতে পরিণত তাহা কালক্রমে॥
এ বংশের অনেক বিখ্যাত রাজগণ।
দীর্ঘকাল পঞ্জাবেতে করেন শাসন॥

মেবার মহিমা

গ্রীক সিকন্দর যবে ভারতে আইল।
এই বংশোদ্ভব পুরু নৃপতি আছিল॥
জয় করি তুর্কীস্থান পারস্য কাবুল।
আসিতেছে সিকন্দর হৈল মহাগোল॥
তক্ষশিলা নরপতি অস্তি তার নাম।
ভয় পেয়ে সিকন্দরে করিল সেলাম॥
গর্ব্বভরে সিকন্দর দূত পাঠাইল।
পুরুর নিকটে গিয়া সে দূত কহিল॥
"মম প্রভু সিকন্দর মহাবীর্য্যবান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তাহার সমান॥
করেছেন তিনি তক্ষশিলা অধিকার।
শীঘ্র আসিবেন তিনি এ রাজ্যে তোমার॥
তোমারে আদেশ তিনি করেন সম্প্রতি।
শীঘ্র গিয়া তাঁর কাছে জানাও প্রণতি॥"
হাসিয়া কহেন পুরু দূতেরে উত্তর।
"যাও দূত কর তব প্রভুর গোচর॥
তাঁহার নিকটে আমি যাইব সত্বরে।
প্রণতি জানাতে নহে, যুদ্ধ করিবারে॥"
"তথাস্তু" বলিয়া দূত ফিরিয়া চলিল।
সব কথা প্রভুর সমীপে নিবেদিল॥
শীঘ্রগতি অগ্রসর হন গ্রীকবীর।
যথাকালে উপস্থিত বিতস্তার তীর॥

দেখেন পুরুর সৈন্য বিপরীত তীরে।
চিন্তেন কিরূপে যাই নদীপরপারে ॥
হেথা বসি কিছুদিন করেন যাপন।
লুকাইয়া নিশাযোগে নদীপার হন ॥
প্রভাতে তুমুল রণ হৈল আরম্ভন।
কখনও বা হিন্দু হারে কখনও যবন ॥
বীরত্বে দুর্জ্জয় হিন্দু দেখি সিকন্দর।
কৌশল প্রয়োগ করি জিতিল সমর ॥
পুরু দেখে আর জয় আশা নাহি রয়।
তথাপি অকুতোভয়ে সংগ্রাম করয় ॥
যুদ্ধে পলায়ন কভু নাহি জানে বীর।
হয় জয়লাভ, নয় মরণ সুস্থির ॥
নয়টি অস্ত্রেব চিহ্ন শরীরে হইল।
শোণিতের ধারা সর্ব্ব দেহ ভাসাইল ॥
যুঝিছে নির্ভীক বীর অতুল প্রতাপে।
গ্রীক সৈন্য নাহি পারে যাইতে সমীপে ॥
সার্দ্ধ চারি হস্ত হয় দীর্ঘ তাঁর দেহ।
এ হেন বিশাল কায় দেখে নাই কেহ ॥
অবশেষে সংজ্ঞালোপ হৈল পুরুরায়।
ছিন্ন মহীরুহ প্রায় ভূমিতে লুটায় ॥
তখন যবন সৈন্য তুলিয়া তাঁহারে।
লয়ে যায় ধীরে ধীরে নিজের শিবিরে ॥

মেবার মহিমা

কিছুক্ষণ পরে বীর সংজ্ঞা ফিরে পায়।
"কোথা আসিলাম" বলে চারিদিকে চায়।।
সুস্থ হৈলে সৈন্যগণ তাহারে ধরিয়া।
লয়ে যায় সিকন্দর যথায় বসিযা।।
গর্ব্বভরে সিকন্দব তাঁহাবে জিজ্ঞাসে।
"পাঠায়ে ছিলাম পূর্ব্বে দূত তব পাশে।।
তখন লইতে যদি শবণ আমার।
থাকিত তোমার বাজ্য পাইতে নিস্তার।
যুদ্ধ নাহি হইত, বাঁচিত সৈন্যচয়।
শবীরে আঘাত নাহি পাইতে নিশ্চয়।।
করিযাছ অপমান দূতে ফিরাইয়া।
কিবা ব্যবহাব চাহ সংগ্রামে হারিয়া ?"
উত্তব কবেন পুরু ধীব শান্ত স্ববে।
নাহি ভয় ব্যাকুলতা কিছুই অন্তরে।।
"কৃপা চাহি নাই, ইথে নাহি অনুতাপ
যদি নাহি যুঝিতাম হৈত তাহে পাপ,
কর্ত্তব্য আছিল যুদ্ধ দেশের কারণ,
প্রাণপণে কবিযাছি কর্ত্তব্য পালন,
যুদ্ধে জয় পরাজয় কর্ম্মফলে হয়
কর্ম্মেঅধিকাব মম কর্ম্মফলে নয়;
তুমি রাজা আমি রাজা ইহা বিচারিয়া
সমুচিত ব্যবহার করিবে চিন্তিয়া।"

এতবলি পুরুরাজা মৌন যদি হয়
আশ্চর্য্য যবন বীর তাহারে কহয়—
"এমন সুন্দর কথা শুনি নাই কভু
জিনিযাছি বহু রাজা হইয়াছি প্রভু।
করিয়াছি বটে তব সৈন্য পরাজয়
হৃদয তোমার কিন্তু রয়েছে নির্ভয়
তোমার যে রাজ্য ছিল রহিবে তেমনি
আজি হৈতে তুমি মম মিত্র বলি জানি।"
এতবলি সিকন্দর তার হাত ধরে
সম্মান করিয়া দেয় বিদায তাহারে
পুরু পায় নিজ রাজ্য হরষিত মন
সন্তানের ন্যায করে প্রজার পালন ॥

সূর্য্যবংশের দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার

কালক্রমে সূর্য্যবংশ পঞ্জাব ছাড়িয়া
স্থাপিল নূতন রাজ্য দক্ষিণে যাইযা
নৃপতি কনকসেন দ্বারকা যাইল
প্রমার বংশীয় রাজে যুদ্ধে হারাইল
সেথায় বল্লভীপুরে রাজধানী হৈল
বহু বংশধর সেথা রাজত্ব করিল
শিলাদিত্য রাজা যবে বল্লভীপুরেতে
উত্তর হইতে শত্রু আইল দেশেতে

মেবার মহিমা

হইল ভীষণ যুদ্ধ শত্রুর সহিত
বারম্বার শত্রু সৈন্য হয় পরাজিত
আছিল পবিত্র তীর্থ নগর মাঝারে
সূর্য্যকুণ্ড নাম তার সবে পূজা করে।
আহ্বান করিত যবে শিলাদিত্য বীর
উঠে অপরূপ রথ ছাড়ি তীর্থ নীর
সপ্তাশ্ব রথের নাম সূর্য্যের বাহন
তাহা চড়ি শিলাদিত্য করে ঘোর রণ
কেহ নাহি পারে শিলাদিত্যের সহিত
শত্রুর শিবিরে সবে হইল চিন্তিত
বিশ্বাসঘাতক এক মন্ত্রী ছিল সেথা
শত্রুরে কহিয়া দিল তীর্থের বারতা
মন্ত্রী বলে গরু কাটি ফেলহ সলিলে
সূর্য্য-রথ আর না উঠিবে তাহা হৈলে
সেই মত কাজ করে অরাতির দল
লুকাইয়া অপবিত্র করে তীর্থ জল।
পরদিন শিলাদিত্য তীরে দাঁড়াইয়া
বার বার ডাকে, রথ না আসে উঠিয়া।
তখন নগরবাসী প্রমাদ গণিল
দেবতা বিমুখ বলি ভয় উপজিল।
রমণীরা অগ্নি জ্বালি প্রাণ তেয়াগিল
পুরুষ নগর ছাড়ি বাহিরে আসিল

মেবার মহিমা

শত্রুদের ছিল সেথা বিপুল সেনানী
নির্ম্মূল হইল শিলাদিত্যের বাহিনী।
চন্দ্রাবতী রাজকন্যা পুষ্পবতী নাম
শিলাদিত্য নৃপতির রাণী গুণধাম
যুদ্ধের প্রাকালে দেখি রাণীরে গর্ব্বিণী।
পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন নরমণি॥
পিতৃগৃহপার্শ্বে অম্বাভবানী মন্দিরে
পূজা দিতে গেল রাণী তনয়ের তরে
পূজা দিয়া ফিরে যবে শুনে আচম্বিত
হয়েছে বল্লভী ধ্বংস স্বামী তার মৃত।
শোকে মুহ্যমান রাণী না পারে যাইতে
পথপাশে গুহামাঝে পশে সখী সাথে
হইল রাণীর তথা তনয় প্রসূত
তনয়ে দেখিয়া রাণী কান্দে অবিরত।
নিকটে নগরে ছিল ধার্ম্মিকা রমণী
নামেতে কমলাবতী, জাতিতে ব্রাহ্মণী
কমলাবতীরে ডাকি পুষ্পবতী কহে
"যাব আমি পতি পাশে, বিলম্ব না সহে
সদ্যোজাত পুত্র মোর দিলাম তোমারে
আপন তনয় বলি পালিবে ইহারে
ব্রাহ্মণ তনয় মত শিক্ষা দিবে তারে
করিবে বিবাহ কিন্তু রাজপুতনীরে।

সখিগণ রচ এক চিতা শীঘ্র করে
ঐ যে আমার স্বামী ডাকিতেছে মোরে।"
জ্বলিল চন্দন চিতা, রমণী রতন
পতি চিন্তা হৃদে ধরি ত্যজিল জীবন।
শাস্ত্রে কহে মৃত্যুকালে যেই চিন্তা হয়
সেইরূপ গতি হয় নাহিক সংশয়
পতি চিন্তা হৃদে ধরি ত্যজিলে জীবন
পরলোকে পতিসনে হইবে মিলন।

গোহ কর্ত্তৃক রাজ্যপ্রতিষ্ঠা

কমলাবতীর পিতা থাকেন মন্দিরে
বিগ্রহ করেন সেবা অতি যত্ন ভরে
রাজপুত্র সেইখানে পাইল আশ্রয়
যতন আদর পেয়ে ক্রমে বড় হয়।
গুহা মধ্যে জন্ম হৈল এই কথা স্মরি
গোহ নাম দেন তার ব্রাহ্মণ কুমারী।
রাজপুত বালকেরা যেথা বাস করে
গোহ যায় তথা খেলা করিবার তরে
কোন দিন যায় তারা করিতে শিকার
পাখী মেরে আনে কিম্বা আনে জানোয়ার
দেখিয়া কমলাবতী বলে, "কি বিপদ!
হায় হায় বাছা, কেন কর প্রাণী বধ?"

মেবার মহিমা

ব্রাহ্মণ কুমারী তার কোমল হৃদয়
রক্তপাত দেখি মনে বড ভয় হয়
কত করি বোঝায় সে বালক গোহেরে
কখনও মিনতি করে, কভু ভৎর্সে তারে
কিন্তু কিছুতেই গোহ কথা নাহি শুনে
দুরন্ত প্রকৃতি তার কারেও না মানে।
নিকটে অরণ্য মাঝে থাকে ভীলগণ
তাহাদের সাথে গোহ করিল মিলন।
একদিন খেলা করে সকলে মিলিয়া
কে হবে মোদের রাজা ভাবিছে চিন্তিযা
একজন বলে, "গোহ আমাদেব রাজা"
সবে বলে, "ঠিক কথা মোরা হব প্রজা"
একটি বালক ভাল আঙ্গুল কাটিয়া
গোহের কপালে দেয় রাজটীকা দিয়া
ভীলদের দলপতি বৃদ্ধ মাণ্ডলিক
শুনিল গোহের শিরে পড়ে রক্তটীকা
বলিল, "সত্যই তবে গোহ হবে রাজা
এদুরের* সব ভীল হবে তার প্রজা"
এই মতে করে গোহ রাজত্ব স্থাপন
অরণ্য পাহাড রাজ্য করিল শাসন

*ভীলদের দেশের নাম এদুর।

বৃদ্ধ সর্দ্দারের সাথে হইল বিরোধ
মাথা কাটি করে গোহ ঋণ পরিশোধ।
মেবারের ইতিহাস করি আলোচনা
দেখি ভবিষ্যতে কষ্ট পায় বহু রাণা।
বৃদ্ধকে মারিয়া গোহ কৃতঘ্নতা করে
বুঝি সেই হেতু কষ্ট পায় বংশধরে।
গোহ বংশে আট জন নৃপতি হইল
এদূরে ভীলের রাজ্য পালন করিল।
কমলাবতীর যারা আছিল সন্তান
রাজ-পুরোহিত হয়, পায় বহু মান।
অষ্টম নৃপতি নাম নাগাদিত্য ধীর
ভীলেরা বিদ্রোহ করি কাটে তার শির
নাগাদিত্য তনয় সে বাপ্পা নাম ধরে
কমলার বংশধর রক্ষা করে তারে।।

বাপ্পার শৈশব এবং রাজ্যলাভ

বাপ্পার শৈশব কাটে অরণ্যে পর্ব্বতে,
চরায়ে বেড়ায় গরু খেলে নানামতে।
নাগদা রাজার কন্যা খেলিতে ঝুলন
উপবন মাঝে যায় সহ সখীগণ।
বাপ্পাকে দেখিয়া তারা বলিল বচন—
"কে তুমি মোদের বনে কর বিচরণ ?

যদি প্রহরীর হাতে না চাহে বন্ধন
রজ্জু আনি দাও শীঘ্র খেলিব ঝুলন।"
বাপ্পা বলে, আনি আমি দিব রজ্জু ডোর
যদি বিবাহের খেলা খেল সাথে মোর।"
যথাকালে রজ্জু ডোর বাপ্পা আনি দিল
সখীগণ কুতূহলে ঝুলন খেলিল
হইল খেলার শেষ, বাপ্পা তবে বলে
"বিবাহের খেলা বাকী তাহা কি ভুলিলে ?"
বাপ্পার বসনে রাজবালার আঁচলে
বাঁধে গাঁটছড়া সখী মহাকুতূহলে
হাত ধরাধরি করি সব সখীগণ
মিলাইয়া দেয় দোঁহে হরষিত মন।
অতি পুরাতন বৃক্ষ নিকটে আছিল,
শতবার প্রদক্ষিণ সকলে করিল।
আজি রাজবালা আর সখী ছয়শত
খেলার বিবাহে হৈল পত্নী রীতিমত।
রাজবালা করে ইহা পিতারে গোপন,
দৈববশে রাজা কিন্তু করিল শ্রবণ।
রাজা মনে ভাবে দিব বিবাহ কন্যার,
জ্যোতিষী আনিয়া হাত দেখাইল তার।
জ্যোতিষী বলিল, "দিবে বিবাহ কি আর,
পূর্ব্বেই ত হইয়াছে বিবাহ ইহার।"

মেবার মহিমা

শুনিয়া নৃপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন,
লোক মুখে শুনি বাপ্পা করে পলায়ন।
দুইজন ভীল যায় বাপ্পার সহিত,
নগেন্দ্র পাহাড়ে তারা হয় উপনীত।
সেথা রহে কৃষক লইয়া পরিবার
গোচারণ-ভৃত্য বাপ্পা হইল তাহার
দলেতে আছিল গরু পিঙ্গল বরণ,
নাহি দেয় দুধ কেহ না বুঝে কারণ
তখন সন্দেহ হয় কৃষকের মনে,
বাপ্পা বুঝি দুধ খায় লুকাইয়া বনে।
লোক মুখে এই কথা ক্রমে বীর শুনে,
কি দিবে উত্তর তাহা ভাবে মনে মনে।
পরদিন বাপ্পা অন্য গরু ছাড়ি বনে
পিঙ্গল গাভীর পাছে চলিল কাননে।
গহন বনের মাঝে শিলা এক ছিল,
গাভী আসি তদুপরি দুধ ঢালি দিল।
নিকটে আছিল মুনি ধ্যানেতে গমন,
ধ্যান ভাঙ্গি বাপ্পা তারে পুছযে কারণ।
হারীত তাহার নাম, বলেন বাপ্পারে—
"অনাদি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, শিলা ভাব যারে।"
দেখিয়া শুনিয়া বাপ্পা হরষিত অতি,
মুনি পাশে গিয়া নিত্য করেন প্রণতি।

মেবার মহিমা

বাপ্পার সেবায় মুনি তুষ্ট অতিশয়,
আশীর্ব্বাদ করে তারে রাজা যেন হয়।
সেই শিবলিঙ্গোপরে মন্দির রচিল,
একলিঙ্গ শম্ভু নামে বিখ্যাত হইল।
আজিও দেখিবে পান্থ উদয়পুরের
নিকটে মন্দির বড় শ্বেতমর্ম্মরের।
আজও পরিচয় দেন মেবার রাণারা—
একলিঙ্গ স্বয়ম্ভুর দেওয়ান তাঁহারা।
একদিন ভগবতী প্রসন্ন অন্তর
দেখা দেন বসি এক সিংহের উপর।
নানা অস্ত্র প্রহরণ দিলেন বাপ্পারে,
অজেয় হইল বাপ্পা পৃথিবী মাঝারে।
পূর্ব্বে শুনেছিল বাপ্পা নিকটে মাতার -
চিতোরের মোরি রাজা মাতুল তাহার
সম্ভাষণ করিবারে মাতুলের সাথে
চলিলেন বাপ্পা বীর অরণ্য হইতে।
গোরক্ষনাথের সাথে দেখা হয় পথে
যোগিরাজ তরবারি দেন তার হাতে।
দুইপাশে ধার ছিল সেই তরবার
পাথর কাটিতে পারে এত ধার তার।
আজিও সে তরবারী উদয়পুরেতে,
রাণাগণ পূজে ভক্তি পরিপূর্ণ চিত্তে।

মেবার মহিমা

প্রামার বংশীয় রাজা আছিল চিতোরে,
বাপ্পারে ডাকিয়া ল'ন অতি সমাদরে।
বিজাতীয় শত্রু আসি আক্রমে চিতোর,
সেনাপতি হয়ে বাপ্পা যুদ্ধ করে ঘোর।
পরাস্ত হইয়া শত্রু পলাইয়া যায়,
পশ্চাতে পশ্চাতে বাপ্পা তাহারে খেদায়
সুদূর পশ্চিমে আছে গজনী নগর,
শত্রু তাড়াইয়া তথা যায় বীরবর।
সেলিম নামেতে তথা যবন-নৃপতি,
দূর করি দেয় তারে বাপ্পা মহামতি।
রাজপুত রাজ্য তথা স্থাপন করিয়া
চিতোর নগরে বাপ্পা আসিল ফিরিয়া।
মাতুল প্রামার রাজে করি বিতাড়িত
চিতোরের সিংহাসন কৈল অধিকৃত।
রাণাদের ইতিহাসে কলঙ্ক হইল,
কর্ম্মফলে পরে শত দুঃখ উপার্জিল।
প্রায় শতাবধি পুত্র বাপ্পা জন্ম দিল,
বিভিন্ন প্রদেশে তারা রাজ্য বিস্তারিল।
ছিল বীর পূর্ব্বকালে রঘু নাম-ধারী ?
রাখিল অতুল কীর্ত্তি দিগ্বিজয় করি।
বাপ্পাবীর সেই পূর্ব্বপুরুষের ন্যায়
দিগ্বিজয় করিবারে এবে বাঞ্ছিবায়।

মেবার মহিমা

ভারত বাহিরে বাপ্পা করেন গমন,
কাশ্মীর ও কান্দাহার আর ইস্পাহান।
ইরাক ইরাণ দুই অধিকৃত হয়,
তুরাণ কাফিরী স্থান করিল বিজয়।
বংশের বিস্তার হবে করিয়া মানসে
যবনী বিবাহ করে এই সব দেশে।
শতাধিক পুত্র হৈল যবনীতনয়,
নাশরা পাঠান নামে পরিচিত হয়।
বৃদ্ধবয়সেতে বাপ্পা ফকির হইল,
মেরু পাহাড়ের তলে তপস্যা করিল।
শতবর্ষ বয়সে জীবন তেয়াগিল,
হিন্দু ও যবন পুত্রে বিরোধ হইল।
হিন্দু চাহে পোড়াইতে, পুঁতিতে যবন,
কিন্তু দেখে ফুলরাশি তুলি আবরণ।
এই মতে বিবাদ মিটিল দুই দলে,
মহাত্মা বলিয়া তারে মানিল সকলে।

বাপ্পার বংশধরগণ এবং রাণা সমরসিংহ

অপরাজিত খলভোজ এই দুই রাজা।
বাপ্পার মৃত্যুর পরে পালিলেন প্রজা
তারপর রাজা হন খোমন নামেতে।
আবার যবন আসে চিতোর লইতে॥

বীরেন্দ্র খোমন তারে দেয় হারাইয়া।
বন্দী করে লয়ে আসে চিতোরে ধরিয়া॥
চতুর্বিংশ যুদ্ধে জয় লভিল খোমন।
খোমনের যশোগানে ভরিল ভুবন॥
ভর্ত্তৃভট রাণা হয় খোমনের পর।
মেবার রাজ্যের সীমা বাড়ায় বিস্তর॥
তারপর পঞ্চদশ রাণা একে একে।
রাজত্ব করিয়া ক্রমে যান পরলোকে॥
বিখ্যাত সমরসিংহ তবে রাজা হন।
মহাজ্ঞানী আর বীর্য্যবান অতুলন॥
তাঁহার শ্যালক হন পৃথ্বী মহাবীর।
শাসন করেন যিনি দিল্লী আজমীর॥
কনোজে আছিল রাজা জয়চন্দ্র নাম।
পৃথ্বী সাথে শত্রুতা করেন অবিরাম॥
জয়চাঁদ পৃথ্বী সাথে যুদ্ধে নাহি পারে।
ভাবিছে কেমনে জব্দ করিব তাঁহারে॥
অবশেষে আর কোন উপায় না পায়।
যবনে ডাকিয়া লয় তাহার সহায়॥
ডাকিয়া গজনী রাজে ভাবে জয়চাঁদ।
পৃথ্বী যদি হারে হবে বড়ই আহ্লাদ॥
মূর্খ চয়চাঁদ তুই করিলি এ কিরে।
গৃহের বিবাদে কেন ডাকিলি শত্রুরে॥

পৃথ্বীরে মারিলি তুই সবংশে মরিলি।
মাতৃভূমি গলে অধীনতা পাশ দিলি॥
ক্রোধ হৈলে নাহি রহে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান
এই মহাবাক্য তুই করিলি প্রমাণ॥
পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদ মরেছে উভয়ে।
জয়চাঁদে নিন্দে সবে পৃথ্বীরে পূজয়ে॥
ভারতের অভিশাপ গৃহের বিবাদ।
ইহাতেই কতবার ঘটেছে প্রমাদ॥
জগতে ঐশ্বর্য্য-মান কয়দিন তরে।
প্রাজ্ঞ ইহা বুঝি চিত্তে বিবাদ সম্বরে॥
শাহাবুদ্দিনঘোরি যবন-সেনাপতি।
জয়চাঁদ ডাকে যবে আসিল ঝটিতি॥
পৃথ্বীরাজ সমরসিংহেরে ডাকি আনে।
উভয়ে মিলিয়া যুঝে যবনের সনে॥
ভীষণ সমর হয় যবনেরা হারে।
সেনাপতি ঘোরী বন্দী হইল সমরে॥
অতি ঘোর শত্রু যদি রণে বন্দী হয়।
করিবে তাহারে দয়া হিন্দু-শাস্ত্র কয়॥
ঘোরীকে দিলেন মুক্তি পৃথ্বীরাজ বীর।
ঘরে ফিরে যায় ঘোরী লাজে নত শির॥
সমর সংগ্রাম জিনি চলে নিজ ঘরে।
আনন্দ উৎসব বহু হইল চিতোরে॥

এইরূপে কিছুদিন কাটিল যখন।
আবার করেন পৃথ্বী তাঁহারে স্মরণ॥
সমর দূতের মুখে শুনেন সংবাদ।
আসিতেছে ঘোরী পুনঃ করিতে বিবাদ।
চলেন সমর লয়ে বিপুল বাহিনী।
মিলিল তাঁহার সাথে পৃথ্বীর সেনানী॥

রাজপুত সেনার রণগীতি।

(১)

স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই
দৃঢ় করে মোরা ধরি তরবার
দেখি কত বল যবন সেনার
সম্মুখ রণে আর্য্য পুত্র কখনও ত ফিরে নাই
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

(২)

স্নিগ্ধ-পবন-স্বচ্ছ সলিল আমাদের এই দেশ
বিদেশী সেনার উদ্ধত পদে হবে আহা বড় ক্লেশ

সেই ক্লেশ মোরা হতে নাহি দিব
প্রাণ পণ করি সমর করিব
স্বাধীনতা বিনা জীবনেতে ভাই নাহিক সুখের লেশ
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

(৩)

বিদায় লইযা প্রিয়ারে যখন কহিনু কাতর স্বরে
যদি নাহি ফিরি বড় ক্লেশ তুমি পাইবে আমার তরে
সজলনেত্রে কহে মোরে প্রিয়া
"বিচ্ছেদ দুখ সহিবে না হিযা
অনলে পশিয়া তব সাথে আমি মিলিব ক্ষণেক পরে"
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

(৪)

এই দেশে মোরা লভেছি জনম, লভেছিল পিতৃগণ
পালিযাছে এই ভূমি জল বায়ু আমাদের সযতন
আবার যখন মরণ আসিবে
ভূমি বায়ু জলে এ দেহ মিশিবে
কিবা দুখ বল আজি মার তরে তেয়াগিতে এ জীবন
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

সেবার মহিমা

(৫)

কাল প্রাতে যবে পূর্ব্ব গগন রাঙ্গা হবে রবি করে
কমল ফুটিবে ফুলায়ে বিহগ জাগিবে মধুর স্বরে
সমর তখন শেষ হয়ে যাবে
রক্তে রঙীণ রণভূমি হবে
মোরা কয়জন থাকিব তখন ? হবে জয় কোন ধারে ?
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

(৬)

স্বজন বন্ধু যেথায় যে আছ বিদায় লইনু আজি
যদি জয় হয় মিলিব আবার উৎসব বেশে সাজি
যদি পরাজয়,—বিদায় বিদায়
মিলন হইবে মায়ের সভায়,
তোমরা রহিলে মায়ের সেবায় রহিও সদাই রাজি
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

(৭)

মায়ের দুঃখ সন্তান ছাড়া ঘুচাইবে আর কারা ?
মায়ের বিপদে জীবনের মায়া করিবে কি তনয়েরা ?
যে থাকে থাকুক চল মোরা যাই
হৃদয়েতে ভয় কেন হবে ভাই ?

মেবার মহিমা

শত্রু যে মাকে পীড়ন করিবে যদি নাহি যুঝি মোরা
স্বদেশের তরে মরণ লভিলে কিবা শোক তাহে ভাই
হাসিতে হাসিতে সমরভূমিতে চল চল সবে যাই।

তরাইনের যুদ্ধ

দিল্লীর উত্তরে পুরী নাম থানেশ্বর।
তাহার নিকটে আছে বিশাল প্রান্তর॥
তিন দিন ব্যাপী সেথা সংগ্রাম হইল।
ছল করি শেষ দিনে যবন জিতিল॥
সংগ্রামে সমর রাণা ত্যজিল জীবন।
পৃথ্বীরাজে বন্দী করি লইল যবন॥
যে ঘোরীরে পৃথ্বী প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছিল।
সেই ঘোরী বন্দী পৃথ্বীরাজেরে বধিল॥
এরূপে সমরে প্রাণ ত্যজিয়া সমর।
লভিয়া বীরের গতি হইল অমর॥
সমরের স্মৃতি আজো করিয়া যতন।
পূজে ভক্তিভরে সব রাজপুতগণ॥
গলে রুদ্রাক্ষের মালা কপালে চন্দন।
করিত যোগীন্দ্র নামে তারে সম্বোধন॥
যুদ্ধের সময় যবে মন্ত্রণা হইত।
সমর বলিত যাহা সকলে শুনিত॥

মেবার মহিমা

যুদ্ধক্ষেত্রে কেমনে সাজাতে হবে সেনা।
সমরসিংহের মত কেহ জানিত না ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বীর ভয় নাহি জানে।
সকল বিষযে শ্রেষ্ঠ সবে তারে মানে ॥
পৃথ্বীর ভগিনী পৃথা সমর-মহিষী।
দিল্লী নগরীতে ছিল স্বামী সাথে আসি।
যখন শুনিল পৃথা স্বামীর মরণ।
চিতা প্রজ্বলিত করি ত্যজিল জীবন ॥
সংযুক্তা পৃথ্বীর রাণী জ্বলন্ত চিতায।
পরাণ ত্যজিয়া সতী পতি পাশে যায ॥
সহস্র সহস্র বীর স্বদেশের তরে।
দিযাছেন শ্রেষ্ঠ দান প্রাণ অকাতরে ॥
কত যে রমণী সংখ্যা করা নাহি যায়।
সতীত্বের তরে পুড়ি মরেণ চিতায ॥
হে ভারতবাসী তুমি তাঁহাদের তরে।
যতনে স্থাপিও স্মৃতি হৃদয-মন্দিরে ॥
সবে মিলি এক পুণ্য তিথি করি স্থির।
স্মরিযা তাঁদের কথা ফেলো নেত্রনীর ॥
যেন সেই বীরদের আত্মার কল্যাণ।
দয়াময ভগবান করেন বিধান ॥

রাণী কর্ম্মদেবী।

যখন সমর রাণা ত্যজিল জীবন।
পুত্র কর্ণ নয় বর্ষ বয়স তখন॥
কর্ণমাতা কর্ম্মদেবী লয় রাজ্যভার।
সুযোগ বুঝিয়া শত্রু আসিল আবার॥
কুতুবউদ্দিন নামে দিল্লী সেনাপতি।
লইয়া বিপুল সেনা আসিল ঝটিতি॥
কর্ম্মদেবী সৈন্য লয়ে যায় রণস্থলে।
সংগ্রামে যবন-সেনা হারিল সকলে॥
কুতুব আহত হ'য়ে পলাইয়া যান।
রমণী কাছে হেরে হয় অপমান॥
কর্ণের মৃত্যুর পর জামাতা তাহার।
চিতোরের সিংহাসন করে অধিকার॥
না পারে রোধিতে তারে কর্ণের তনয়।
গেল বুঝি বাপ্পাবংশ সবে করে ভয়॥
দেখিয়া বিপদ এক প্রাচীন চারণ।
সুদূর সিন্ধুর তীরে করেন গমন॥
বাপ্পাবংশধর বীর রাহুপ নামেতে।
রাজত্ব করেন সেথা আরোর দেশেতে।
শুনিয়া চারণ মুখে সব বিবরণ।
চিতোরের অভিমুখে করেন গমন॥

যুদ্ধ করি করিলেন চিতোর উদ্ধার।
বাহুপ হইল রাণা আনন্দ সবার ॥
শামসুদ্দিন করে দেশ আক্রমণ।
হারাইয়া দেন তারে রাহুপ তখন ॥
অষ্টাবিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া পালন।
গেলেন রাহুপ রাণা শমন ভবন ॥
যবনেরা গয়াধাম করে আক্রমণ।
রাহুপের বংশধর করেন শ্রবণ ॥
উদ্ধারিতে গয়াধাম করিলেন ব্রত।
ঘোর রণ করি রাণা হয়েন নিহত ॥
এই ব্রত উদ্‌যাপনে আরও পাঁচজন।
চিতোরের মহারাণা ত্যজেন জীবন ॥
তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যে হয়ে চমৎকৃত।
যবন লইতে গয়া হয়েন বিরত ॥
পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে রাণা ছয়জন।
একে একে পরলোক করেন গমন ॥

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

বালক লক্ষ্মণ সিংহ যবে রাণা হন।
তাঁর খুড়া ভীম রাজ্য করেন রক্ষণ ॥
আলাউদ্দিন নামে ছিল দিল্লীর সম্রাট।
চিতোর লইতে আসে লয়ে সৈন্য ঠাট ॥

দীর্ঘকাল অবরোধ করিল চিতোর।
রাজপুত বীরগণ যুদ্ধ করে ঘোর ॥
চিতোর লইতে নাহি পারিল যখন।
আলাদিন দুষ্ট বুদ্ধি করিল তখন ॥
সিংহল রাজের কন্যা নামেতে পদ্মিনী।
রূপে গুণে অনুপম ভীমের রমণী ॥
লোকমুখে শুনি আল্লা পদ্মিনীর কথা।
পাঠাইল দূত এক লইয়া বারতা ॥
"নাহি চাহি আমি আর চিতোর লইতে।
পদ্মিনীরে পাই যদি যাব হৃষ্ট চিতে ॥"
দূত গিয়া বলে ইহা করিয়া প্রণতি।
রাজপুত বীরগণ ক্রুদ্ধ হন অতি ॥
পরামর্শ করি সবে করিল উত্তর।
"তোমার প্রভুকে দূত বলিবে সত্বর ॥
নাহি জানে তব প্রভু নারীর সম্মান।
নির্লজ্জ প্রস্তাব মোরা করি প্রত্যাখ্যান ॥
যতক্ষণ এক রাজপুত বেঁচে রবে।
নারীর সম্মান তরে প্রাণ সমর্পিবে ॥
হেন কথা মোদেরে যে করে বিজ্ঞাপিত।
নিশ্চয় দিতাম তারে শাস্তি সমুচিত ॥
অবধ্য সর্ব্বদা দূত এই সে কারণ।
অক্ষত শরীরে তুমি করিছ গমন ॥

বলিও প্রভুরে তব তাঁর ব্যবহার।
আস্পর্দ্ধা ও অভদ্রতা করিছে প্রচার॥
মনে হয় যদি তিনি পড়েন বিপদে।
নিজরাণী শত্রু হাতে পারেন সঁপিতে॥”
দূত মুখে আলাদিন সকল শুনিল।
হৈল অপমান তবু কুবুদ্ধি রহিল॥
পুনরায় দূতেরে চিতোর পাঠাইল।
দূত গিয়া রাজপুত সভাতে বলিল॥
“মোর প্রভু পুনরায় পাঠান আমারে।
পদ্মিনীরে দেখিয়া যাবেন তিনি ফিরে॥”
রাজপুত বীরগণ না হয় সম্মত।
ভীমসিংহ তাহাদেরে বুঝাইল কত॥
“যবনেরে দেখা দেয় যদ্যপি পদ্মিনী।
কিবা ক্ষতি নাহি তাহে কোন ধর্ম্মহানি॥
প্রত্যহ যুদ্ধেতে দেখ বীর-ক্ষয় হয়।
যুদ্ধফল কিবা হবে তাহা অনিশ্চয়॥”
অবশেষে একজন করিল প্রস্তাব।
আদর্শের সম্মুখেতে দাঁড়াবে নবাব॥
দূরেতে পদ্মিনী রাণী যাইবে চলিয়া।
নবাব দেখিবে বিম্ব আদর্শে চাহিয়া॥”
দূত গিয়া সম্রাটেরে করিল বিদিত।
দুষ্ট বুদ্ধি আল্লা তাহে হইল সম্মত॥

স্বল্প অনুচর সহ দুর্গে প্রবেশিল।
রাজপুত বাক্যে তার বিশ্বাস আছিল॥
আপন প্রাসাদে ভীম লয়ে যান তাঁরে।
দেখে সে পদ্মিনীরূপ আদর্শ মাঝারে॥
ফিরে যায় আল্লা যবে আপন শিবিরে।
ভদ্রতা দেখাতে ভীম সাথে চলে ধীরে॥
দুর্গদ্বার ছাড়ি যবে চলেন বাহিরে।
বিশ্বাসঘাতক আল্লা ধরিল তাঁহারে॥
বলিয়া পাঠায় আল্লা চিতোর রাণারে।
পদ্মিনীরে পায় যদি ছাড়িবে ভীমেরে॥
দুর্গমধ্যে হাহাকার হইল তখন।
সবে দেখে আল্লা করে বিশ্বাস হনন॥
পদ্মিনীর খুল্লতাত গোরা তার নাম।
থাকিত চিতোর গড়ে বীরত্বের ধাম॥
পদ্মিনী তাহার সাথে করেন মন্ত্রণ।
আল্লার সমীপে দূত করেন প্রেরণ॥
দূত কহে "পদ্মিনী যাবেন দিল্লীপুরী।
যদি আল্লাদিন দেয় ভীমসিংহে ছাড়ি॥
পদ্মিনীর সহিত অনেক সখী যাবে।
দিল্লী যাবে কেহ, কেহ ফিরিয়া আসিবে
কিন্তু এক কথা আমি করি বিজ্ঞাপন।
ইহা যেন মনে রাখে সকল যবন॥

সূর্য্য না দেখিতে পায় রাজপুত নারী।
পাঠান যেন না দেখে শিবির উঘারি ।।"
দুষ্ট আলাদিন তাহে হইল সম্মত।
যবন পরিখা ছাড়ি হয় অপসৃত ।।
সাতশ' শিবিকা বাহিরায় দুর্গ হতে।
বাহক ছয়টি থাকে প্রতি শিবিকাতে ।।
থামিল শিবিকা সব আল্লার শিবিরে।
ভীম পশে শিবিকা বিদায় লইবারে ।।
কিছু পরে ভীম এক শিবিকা চড়িয়া।
চিতোরের অভিমুখে চলেন ফিরিয়া ।।
আবার বিশ্বাসঘাতকতা আল্লা করে।
বলে, "সেনাগণ, আন ভীম সিংহে ধরে ।।
সম্রাটের আজ্ঞা মত ছুটিল যবন।
হঠাৎ সম্মুখে বাধা দেখিল ভীষণ ।।
দেখিল যবন সেনা,—আশ্চর্য্যে বিহ্বল।
কোথা হৈতে আসে রাজপুত সেনাদল ।।
শিবিকার মধ্যে কোন রমণী ছিল না।
ভিতরে লুকায়ে ছিল সাতশত সেনা ।।
বাহকের বেশ ধরি এসেছিল যারা।
তারাও সেনানী গুপ্ত ছিল অসি ছোরা ।।
আলাদিন ভেবেছিল বাধা কেবা দিবে।
যবনেরা অনায়াসে ভীমকে আনিবে ।।

মেবার মহিমা

যবনেরা ভাবে, "একি দেখিলাম ভ্রম
রাজপুত সেনা যেন কালান্তক যম ॥"
পদ্মিনীর খুল্লতাত গোরা নাম তাঁর।
থাকিয়া সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ করে দুর্নিবার ॥
গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল নামেতে।
বয়স বৎসর বার বালক দেখিতে ॥
কিন্তু সে করিল যুদ্ধ দেখিতে বিস্ময়।
সম্মুখে দাঁড়ায় কার হেন সাধ্য হয় ॥

গোরা ও বাদল

স্বদেশ রক্ষার তরে রাজপুত যুদ্ধ করে
হৃদয়েতে অসীম উৎসাহ
রাজপুত একজন অনায়াসে করে রণ
পাঁচটি যবন সেনা সহ ॥
শরীরে শোণিত-স্রোত বহিতেছে অবিরত
তাহা কেহ চাহি না দেখে।
"মার মার শত্রু মার" "স্বদেশ উদ্ধার কর"
এই বাক্য সকলের মুখে ॥
কিন্তু কতক্ষণ কহ বিশ গুণ শত্রু সহ
যুদ্ধ করা হইবে সম্ভব।
যবন পড়িল যত নূতন যবন তত
তার স্থানে হইল উদ্ভব ॥

এক এক হিন্দুবীর অনেক যবন শির
কাটিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
অবশেষে ধীরে ধীরে শ্রান্ত ক্ষত কলেবরে
লুটায়ে পড়িল রণস্থলে ॥
ক্ষিপ্রগতি অশ্বোপরি ভীমসিংহ উঠে চড়ি
দুর্গ অভিমুখে অশ্ব ধায়।
যবন ধরিতে যায় হিন্দু পথ আগুলায়
রক্তস্রোত ধরণী ভিজায় ॥
হেনকালে বীরবর গোরা ত্যজে কলেবর
রাজপুত হাহাকার করে।
এ দারুণ সঙ্কটেতে কেবা দিবে বক্ষ পেতে
রোধিবে কে কাল যবনেরে ॥
পলকে তীরের প্রায় বাদল ছুটিয়া যায়
দ্বাদশ বর্ষীয় বীরবর।
দুই হাতে দৃঢ় করি ধরিয়া সে তরবারি
ঘুরাইছে অতি ঘোরতর ॥
দেখি তার দৃঢ় মতি নবীন সাহসে মাতি
রাজপুত দাঁড়াইল ফিরে।
ভীম এই অবসরে উঠে যায় দুর্গপরে
হিন্দু-সেনা জয়ধ্বনি করে ॥
শিকার পলায়ে যায় যবন উন্মত্ত প্রায়
বাদলেরে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

শত্রুব্যূহ মাঝখানে   বাদল নির্ভীক প্রাণে
যুঝে বীর অভিমন্যু প্রায় ।।
অসীম বীরত্ব সহ   ভেদ করি শত্রুব্যূহ
বালক বাহিরে আসে শেষে ।
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ঝরে   মুখে বাক্য নাহি সরে
চিতোরের দুর্গমাঝে পশে ।।
চলিতে না পারে আর   চক্ষে দেখে অন্ধকার
অজ্ঞান হইল ফেলি শ্বাস ।
মাতা শীঘ্র ছুটে আসে   পুত্রে ক্রোড়ে লয়ে বসে
জল দিয়া করেন বাতাস ।।
ক্ষণ পরে পুনরায়   নয়ন মেলিয়া চায়
জল চাহে করিয়া ইঙ্গিত ।
সুমিষ্ট পানীয় আনি   সকলে ধরে তখনি
পান করি হয় তিরপিত ।।
আল্লার যতেক সাধ   বিধি সাধিলেন বাদ
আল্লা ফিরে যায় নিজঘর ।
হিন্দুরা লভিল জয়   শ্রেষ্ঠবীর হত হয়
ঘরে ঘরে অশ্রু ঝর ঝর ।।

আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় অভিযান

আল্লা বহু সৈন্য অস্ত্র একত্রিত করে ।
অপমান প্রতিশোধ লইবার তরে ।।

মেবার মহিমা

দীর্ঘকাল পরে আসে চিতোর সমীপে।
অভিযান করি পুনঃ বিপুল প্রতাপে ॥
গত যুদ্ধে বহুবীর হয়েছে পতিত।
ভাবিয়া লক্ষ্মণ রাণা বড়ই চিন্তিত ॥
দীর্ঘকাল ঘোর যুদ্ধ করিয়া যবন।
দক্ষিণ পর্ব্বত-প্রান্তে করে আরোহণ ॥
সারাদিন যুদ্ধ করি নিশীথ সময়।
পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করে রাণা মহাশয় ॥
আর ত চিতোর দুর্গ রক্ষা নাহি পায়।
ভাবে রাণা, নিদ্রা নাহি হয় দুশ্চিন্তায় ॥
মরণ নিশ্চয় এবে হবে উপস্থিত।
কিন্তু মরণের ভয়ে নাহি কাঁপে চিত ॥
আছিল রাণার বীর দ্বাদশ তনয়।
একটিও না বাঁচিলে বংশ লোপ হয় ॥
কেমনে একটী পুত্র রাখিবে জীবন।
বিনিদ্র লক্ষ্মণ রাণা করেন চিন্তন ॥
নিশীথের নীরবতা করি আলোড়ন।
অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর পশিল শ্রবণ ॥
"ক্ষুধিত হয়েছি আমি" এই শব্দগুলি।
শুনিয়া চাহেন রাণা নিজ দেহ তুলি ॥
দেখে রাণা মশালের অস্পষ্ট আলোতে
দিব্যমূর্ত্তি নারী এক আসে ধীর পদে ॥

"আমি এই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী রাণী।
হয়েছি ক্ষুধিত আমি," বলিলেন তিনি ॥
"খেয়েছ সহস্র অষ্ট আমার জ্ঞাতিরে।
তবুও মিটেনি ক্ষুধা ?" রাণা পুছে তারে ॥
"চাহি আমি রাজবলি" বলিলেন দেবী।
"অন্য বলি মোর উপযুক্ত নাহি ভাবি ॥
মুকুট পরিয়া যদি যোদ্ধা বার জন।
চিতোরের তরে করে প্রাণ সমর্পণ ॥
তবেই রাণাব বংশ লোপ নাহি হয়।
অপর উপায় নাই জানিহ নিশ্চয় ॥"
এত বলি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
অন্তর্হিত হন যেন মরীচিকা ছবি ॥
পরদিন রাণা সভা ডাকি কহিলেন।
নিশিকালে যাহা কিছু তিনি দেখিলেন ॥
সবে কহে ভ্রম ইহা সত্য কভু নয়।
রাণা কহে "অদ্য সবে রহিবে নিশ্চয় ॥
অদ্য পুনঃ দেবী মোরে দিবে দরশন।
দেখিবে তোমরা ইহা লয় মোর মন ॥"
সেদিন গভীর রাত্রে সভাসদ্‌গণ।
রাণা সহ সেই স্থানে করে জাগরণ ॥
ঠিক সেই কাল যবে হয় উপনীত।
দেবীমূর্ত্তি সকলে দেখিল আচম্বিত ॥

দেবী আসি পুনঃ পূর্ব্বমত কথা কয়।
শুনি সভাসদ্‌গণ মানিল বিস্ময়॥
"এক রাজপুত্র সিংহাসনে বসাইয়া।
প্রতিদিন সেবহ চামর ছত্র দিয়া॥
ঘোষহ নূতন রাজা হইল সেজন।
তিন দিন তার আজ্ঞা পাল সর্ব্বজন॥
চতুর্থ দিনেতে সেহ চিতোর ছাড়িয়া।
দিক আপনারে বলি সংগ্রাম করিয়া॥
এই হৈলে থাকি আমি চিতোর নগরী।
নহিলে থাকিতে হেথা আর নাহি পারি"॥
পরদিন প্রাতে সব রাজপুত্রগণ।
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার শুনে বিবরণ॥
ইহা শুনি দ্বন্দ্ব করে রাজপুত্রগণে।
সবে কহে অগ্রেতে বসিব সিংহাসনে॥
অরি সিংহ কহে আমি জ্যেষ্ঠ সবাকার।
অগ্রে রাজা হৈব ইহা মম অধিকার॥
তার কথা ন্যায্য ভাবি সকলে বিচারে।
অরিসিংহ রাণা হয় তিনদিন তরে॥
চতুর্থ দিবসে অরি যুঝিয়া যবন।
আনন্দিত মনে করে স্বর্গে আরোহণ॥
দ্বিতীয় অজয় সিংহ করিয়া প্রণতি।
পিতারে বলেন "মোরে, কর অনুমতি॥"

অজয় রাণার হয় প্রিয়তম ধন।
রাণা তার ধরি হাত বলেন বচন॥
"পিতা তব এই ভিক্ষা যুক্তকরে মাগে।
কনিষ্ঠ ভ্রাতারে তুমি যেতে দাও আগে॥"
বলিতে বলিতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়।
ঝর ঝর ধারে অশ্রু নয়নে বহয়॥
অজয় বলিল ধরি পিতার চরণ।
"তোমার যেমন ইচ্ছা হউক তেমন॥"
একে একে একাদশ রাজার তনয়।
দিলেন জীবন বলি, এক বাকি রয়॥
সর্ব্ব পরিষদগণে একত্র করিয়া।
বলিলেন রাণা তবে বিনয় করিয়া॥
এবে আমি বসি সিংহাসনের উপর।
দেহ অনুমতি সবে হইয়া সত্বর॥
ভীমসিংহ উঠি তবে বলেন বচন।
"বাকী আছে আর এক কর্ত্তব্য করণ॥
নারীরা জহর ব্রত করিবে পালন।
করিতে হইবে অগ্রে তার আয়োজন॥"
সুরঙ্গের মাঝে দীপ্ত অনল জ্বলিল।
একে একে রমণীরা তাহে প্রবেশিল॥
রাজপুতগণ সবে দাঁড়ায়ে দেখিল।
পত্নী কন্যাগণ সবে প্রাণ তেয়াগিল॥

সকলের শেষে যান পদ্মিনী সুন্দরী।
ভীমসিংহ পানে তাঁর দৃষ্টি বদ্ধ করি॥
চির জীবনের মত দেখেন স্বামীরে।
প্রার্থনা মৃত্যুর পর পান যেন তাঁরে ॥
ধন্য সতী ধন্য তব সৌন্দর্য্য অতুল।
তব আচরণে ধন্য রমণীর কুল॥
সতী দময়ন্তী সীতা সাবিত্রীর সাথে।
আসন তোমার মাতঃ রহিবে জগতে॥
একরূপে জহর ব্রত হয় সমাপন।
বাকী রহে রাজবলি আর একজন॥
অজয় আবার ধরি রাণার চরণ।
যুদ্ধতরে অনুমতি করেন ভিক্ষণ॥
যদিও অজয় করে আকিঞ্চন অতি।
রাণা কিছুতেই নাহি দেন অনুমতি॥
অবশেষে বলে পুত্র বিষণ্ণ বদন।
তোমারি আদেশ পিতা করিব পালন॥
হরষিত রাণা পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে।
"জগদীশ তুষ্ট হোন তোমার উপরে॥
প্রত্যূষে লইয়া সৈন্য চলি যাহ তুমি।
শত্রুব্যূহ ভেদ করি কৈলবারা ভূমি॥"
পিতার চরণদ্বয় করিয়া বন্দন।
প্রভাতে অজয় তবে করিল গমন॥

অসীম সাহসে ভেদ করি সৈন্যব্যূহ।
চলি যান কৈলবারা সৈন্যদল সহ ॥
বংশ লোপ নাহি হবে ভাবি হৃষ্ট মনে।
লক্ষ্মণ ডাকেন সব রাজপুতগণে ॥
"দুর্গদ্বার খুলি চল যাই কাল প্রান্তে।
সম্মুখ সমর করি যবনের সাথে ॥"
সম্মত হইল সবে রাণার প্রস্তাবে।
কি কাজ জীবনে আর সবে মনে ভাবে ॥
চিতোর প্রান্তর মধ্যে তার পরদিনে।
হইল ভীষণ রণ যবনের সনে ॥
একদিকে যবনের সেনা অগণিত।
অন্যদিকে স্বল্পমাত্র সেনা রাজপুত ॥
সংগ্রামে জয়ের আশা কিছুই না ছিল।
তথাপি অসীম শৌর্য্যে হিন্দুরা যুঝিল ॥
যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু শত্রু করিয়া হনন।
একে একে হিন্দুবীর লভিল মরণ ॥
জনশূন্য দুর্গে আল্লা প্রবেশ করিয়া।
ক্রোধে গৃহ দেবালয় ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
কেবল পদ্মিনী-গৃহ নাহি ধ্বংস করে।
আজিও শোভিছে তাহা চিতোর নগরে ॥

হামীরের জন্ম ও রাজ্যলাভ

আরাবল্লী গিরিশ্রেণী বেষ্টিত নগরে।
অনুচর সহিত অজয় বাস করে॥
পিতার আদেশ ছিল মরিলে অজয়।
হবে রাণা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরির তনয়॥
অজয় পিতার আজ্ঞা করিল পালন।
তারপর হামীর আরোহে সিংহাসন॥
হামীরের বীরত্ব আছিল অতুলন।
যবন বিতাড়ি করে চিতোর গ্রহণ॥
হামীরের জন্মকথা শুনহ সকলে।
রাজপুত কবি যাহা গাহে কুতূহলে॥
অরিসিংহ মৃগয়া করিব কৈল মন।
ওন্ডয়া কাননে পশে লয়ে বন্ধুগণ॥
বন্য বরাহের পাছে ছুটিয়া চলিল।
ভুট্টার ক্ষেত্রের মাঝে বরাহ পশিল॥
ক্ষেত্রমাঝে ছিল এক যুবতী রমণী।
কহিল সে, "এখনি বরাহ দিব আনি॥
তোমরা বরাহ নাহি মারিতে পারিবে।
অনর্থক শস্য মোর বিনষ্ট হইবে"॥
ভুট্টাগাছ এক টানি তুলে সেই বালা।
তাহা লয়ে মঞ্চোপরি যাইয়া উঠিলা॥

তীক্ষ্ণ করি বৃক্ষ প্রান্ত সজোরে ছুড়িল।
তাতে বিদ্ধ হইয়া সেই বরাহ পড়িল॥
মঞ্চ হইতে নামি আসি বরাহ টানিয়া।
রাণার পুত্রের কাছে রাখিল ফেলিয়া॥
আশ্চর্য্য হইল সবে দেখি তার কাজ।
ফিরিয়া না চাহে বালা, পশে ক্ষেত্রমাঝ॥
পর্ব্বতের স্রোত এক নিকটে আছিল।
শিকারীর দল সেথা যাইয়া বসিল॥
রন্ধন করিয়া মাংস করিছে ভোজন।
নারীর অদ্ভুত শৌর্য্য করে আলোচন॥
কেহ বলে বীর নারী দেখি নাই হেন।
কেহ বলে সাক্ষাৎ সে জগদ্ধাত্রী যেন॥
অরি বলে আমাদের এই দল মাঝে।
এই নারী তুল্য শক্তি কার দেহে আছে॥
হেনকালে হ্রেষা ধ্বনি শুনি সবে চায়।
দেখিল অরির অশ্ব ভূমিতে লোটায়॥
অশ্বের একটি পদ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
নিকটে মাটির ঢেলা রয়েছে পড়িয়া॥
দূরে মঞ্চোপরি সেই রাজপুত-বালা।
ঢিল ছুড়ি খেদাইছে ক্ষেত্রে পাখিগুলা॥
যখন দেখিল বালা তাহার ঢিলেতে
আহত হইয়া অশ্ব পড়েছে ভূমিতে॥

মঞ্চ হৈতে নামি আসে করে আপশোষ।
বলিল, "ক্ষমহ মোরে, হইয়াছে দোষ" ॥
বালিকার ব্যবহার দেখি সবে কয়।
"সামান্য রমণী কভু এ বালিকা নয় ॥"
দিবা অবসানে সবে গৃহেতে ফিরয়ে।
দেখিল বালিকা যায় আপন আলয়ে ॥
দুগ্ধভাণ্ড আছে তার মাথার উপরে।
দুই মহিষের রজ্জু আছে দুই করে ॥
তাহারে দেখিয়া সবে পরামর্শ করে।
ফেলি দিব দুগ্ধভাণ্ড মজা দেখিবারে ॥
একটি শিকারী তার অশ্ব ছুটাইয়া
প্রায় বালিকার গায়ে যাইল পড়িয়া ॥
ভ্রূক্ষেপ না করি বালা একটি মহিষে।
আনিল সজোরে টানি সেই অশ্ব পাশে ॥
অশ্বটি পাইয়া বাধা পড়িল ধরায়।
অশ্ব সাথে অশ্বারোহী গড়াগড়ি যায় ॥
হইল নিরতিশয় অরির বিস্ময়।
দেখিয়া আসিল গিয়া বালার আলয় ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া শুনে বালিকার কথা।
দরিদ্র চৌহান এক হয় তার পিতা ॥
পরদিন প্রাতঃকালে সহ বন্ধুগণ।
অরিসিংহ পুনঃ করে তথায় গমন ॥

সেথা গিয়া বালিকার পিতাকে ডাকিল।
অরি পার্শ্বে আসি এক কৃষক বসিল ॥
অরির যতেক বন্ধু বলে পরিহাসে।
"দেখ মূর্খ চাষা বসে রাজপুত পাশে ॥
নীচে যদি আশা করে উচ্চ হব আমি।
হাস্য করে লোকে তার দেখিয়া বোকামি"
এই মত পরস্পর সবে কথা হয়।
ক্রুদ্ধ হবে অরি সবে করিল নিশ্চয় ॥
অরির বচন কিন্তু শুনিল যখন।
গভীর বিস্ময়ে সবে হইল মগন ॥
রাজপুতে বলে অরি বিনয় করিয়া।
"বিবাহ করিতে চাহি তোমার তনয়া" ॥
উপস্থিত সকলের বাড়িল বিস্ময়।
চাষা যবে এ কথায় রাজি নাহি হয় ॥
কৃষক বলিল "অসম্ভব এই কথা।
নিশ্চয় জাননা তুমি মোর কুলপ্রথা ॥
বিখ্যাত চন্দনা বংশে আমার জনম,
কোন্ রাজপুত কুল আছে তার সম?
মম কন্যা তব হস্তে দিতে নাহি পারি"।
এত বলি রাজপুত চলে ঘরে ফিরি ॥
রাজপুত গৃহে গিয়া পত্নীরে বলিল।
"দেখ দেখি, অরি মোর অপমান কৈল" ॥

মেবার মহিমা

পত্নী কহে, "কেবা অরি ? কিবা অপমান ?"
স্বামী কহে, বলি শুন করি অবধান ॥
রাণার প্রথম পুত্র, অরি নাম তার ।
বিবাহ করিতে চাহে তনয়া আমার ॥
চন্দনা বংশের নাম নাহি জানে যুবা ।
চন্দনা হইয়া তারে কন্যা দিবে কেবা ॥
নেহাৎ রাণার পুত্র হোত অন্য কেহ ।
দিতাম তাহারে শিক্ষা নাহিক সন্দেহ ॥"
আশ্চর্য্য হইয়া পত্নী বলেন স্বামীরে ।
"বিবাহ দিবনা—ইহা বলেছ কি তারে ?"
গর্ব্ব ভরে বলে স্বামী, "সন্দেহ কি তার,
বংশের মর্য্যাদা জ্ঞান নাহি কি আমার ?"
শিরে কর হানি পত্নী বলয়ে স্বামীরে ।
"তব তুল্য মূর্খ নাই পৃথিবী-মাঝারে ॥
রাণার প্রথম পুত্র যাচক হইয়া ।
চাহিল আমার কন্যা এখানে আসিয়া ॥
অপমান তারে তুমি করিলে বিস্তর ।
হায় ভাগ্য ! হেন মূর্খ সাথে করি ঘর ॥
জিজ্ঞাসা কি করিয়াছ রাজপুত্র কাছে ।
আর অন্য কোন পত্নী তাহার কি আছে ?"
স্বামী বলে, "পুছি নাই, কেন পুছ তুমি ।"
পত্নী বলে, "হেন বুদ্ধি তাই চষ জমি ॥

আমার কন্যার গর্ভে প্রথম তনয়।
হইলে সে সিংহাসনে বসিবে নিশ্চয়॥
এই দণ্ডে যাহ তুমি চিতোর নগরে।
অরিরে আনাহ কন্যা সমর্পিব তারে॥
অন্যথা করিলে আমি না রাখি জীবন।
কূপের জলেতে ডুবি লভিব মরণ॥"
প্রমাদ গণিল স্বামী, হাতে পায়ে ধরে।
বলে, "আমি চলিলাম রহ তুমি ঘরে॥
কাল সূর্য্য ডুবিবার পূর্ব্বে ত নিশ্চয়।
আনিব অরিরে হেথা নাহি কোন ভয়॥
এই মতে মিটিল সে দাম্পত্য কলহ।
অরি আসি সেই কন্যা করিল বিবাহ॥
হামীর সে কন্যা গর্ভে জনম লভয়।
মাতুল আলয়ে থাকি ক্রমে বড় হয়॥
হেথা মুঞ্জা নামে এক পার্ব্বত্য রাজন।
অজয় রাণার সাথে করে ঘোর রণ॥
অজয়ের দুই পুত্র আজিম সুজন।
মুঞ্জাকে হারাতে নাহি পারিল যখন॥
তখন অজয় রাণা ডাকিল হামীরে।
প্রতিপক্ষ মুঞ্জা সাথে যুদ্ধ করিবারে॥
রাজপুত সেনা লয়ে চলিল হামীর।
মুঞ্জাকে পরাস্ত করি কাটে তার শির॥

লইয়া মুঞ্জার শির হামীর ফিরেন।
পিতৃব্যের পদপ্রান্তে উপহার দেন ॥
শত্রুর শোণিত বিন্দু অজয় লইল।
হামীরের কপালেতে রাজটীকা দিল ॥
অজয়ের পুত্রদ্বয়, আজিম সুজন।
বুঝিল পাবে না তারা রাজ-সিংহাসন ॥
আজিম ত্যজিল কলেবর কালবশে।
সুজন চলিয়া যায় দক্ষিণ প্রদেশে ॥
সুজনের বংশধর শিবাজী নামেতে।
বহুপরে স্থাপে রাজ্য দক্ষিণ দেশেতে ॥
ছত্রপতি হয় হারাইয়া মোগলেরে।
হিন্দুর প্রাধান্য স্থাপে ভারত মাঝারে ॥

হামীর কর্ত্তৃক চিতোর উদ্ধার

সিংহাসন পাইলেন হামীর যখন।
স্বদেশ করিব ত্রাণ করে দৃঢ় পণ ॥
হেথা মলদেও ছিল চিতোর নগরে।
যবনের ভৃত্য হয়ে রাজ্য ভোগ করে ॥
যত ছিল দেশ চিতোরের চারিধার।
হামীর করিয়া দেন সর্ব্বত্র প্রচার ॥

"প্রজাগণ গৃহ ছাড়ি চল সবে বন।
শ্মশান মাঝারে রাজ্য করুক যবন॥
মোর আজ্ঞা অবহেলি থাকিলে এখানে।
ঘর দোর সব আমি পোড়াব আগুনে"॥
যত সমতল ভূমি আছিল তাঁহার।
হামীর করিয়া দেন সব ছারখার॥
যাইয়া অরণ্য আর পর্ব্বত মাঝারে।
হামীর আপন স্বাধীনতা রক্ষা করে॥
একদিন দূত এক করি আগমন।
হামীরের সমীপে করিল নিবেদন॥
"মোর প্রভু মলদেও পাঠাইল মোরে।
জামাতা করিতে তিনি চাহেন তোমারে॥
করেছেন তোমারে চিতোরে নিমন্ত্রণ।
সেথা গিয়া তাঁর কন্যা করিও গ্রহণ॥
আনিয়াছি নারিকেল লও তাহা তুমি।
শীঘ্র করি চলহ চিতোর পুণ্য ভূমি"॥
হামীরের ছিল যত সভাসদ্‌গণ।
সম্মত হইতে সবে করিল বারণ॥
তাহাদের বাক্য রাণা গ্রহণ না করে।
বলে, "দূত নারিকেল দাও মম করে॥"
পরিজনগণ বলে বিপদ্ নিশ্চয়।
হাসিয়া হামীর বলে, "তাহে নাহি ভয়॥

বন্ধু বলি রাজপুত মানিবে বিপদ।
তুল্য বলি মানিবেক বিপদ্ সম্পদ্ ॥
একারণে এ সম্বন্ধ করিনু স্বীকার।
দেখিতে পাইব আমি চিতোর পাহাড় ॥”
এত বলি বীরবর নীরব হইল।
যথাকালে চিতোরাভিমুখে যাত্রা কৈল ॥
যে চিতোর তরে প্রাণ দিল পিতৃগণ।
ধন্য হয় তাহার পাইয়া দরশন ॥
চিতোরে প্রবেশ কিন্তু করিল যখন।
অভ্যর্থনা না পাইয়া ক্ষুব্ধ হয় মন ॥
দ্বারপথে হয় নাই তোরণ-রচনা।
নহবত মিষ্ট-সুর নাহি যায় শোনা ॥
কন্যা আনি মলদেও করে সম্প্রদান।
না হইল কিন্তু সব শুভ অনুষ্ঠান ॥
ইহা দেখি ক্ষুব্ধ অতি হইল হামীর।
বলিল কাটিব আমি শ্বশুরের শির ॥
বধূ বুঝাইয়া তারে বলিল বচন।
“একা তুমি কি করিবে শত্রু অগণন ॥
করিয়া নিষ্ফল ক্রোধ কি হইবে বল।
ভাবি দেখ কিসে কার্য্য হইবে সফল ॥
প্রতিশ্রুতি করি আমি হইব সহায়।
দুর্গজয় করিবার বলিব উপায়” ॥

বধূর বচনে রাণা চিত্ত স্থির করে।
ক্রোধে বিঘ্ন হবে বুঝি ক্রোধেরে সম্বরে ॥
নব বধূ লৈয়া রাণা চলে নিজ ঘর।
ক্ষেত্রনামে হয় তার পুত্র গুণধর ॥
রাণী লিখে পত্র এক পিতাকে তাহার।
"চিতোর যাইতে হয় বাসনা আমার ॥
অসুস্থ হয়েছে পুত্র তাহার কল্যাণে।
পূজা দিতে চাই আমি দেবতার স্থানে" ॥
তনয়ারে মলদেও করে নিমন্ত্রণ।
চলিল তনয়া তার পিতার ভবন ॥
রাণীর সহিত চলে বহু সেনাদল।
সবে জানে রক্ষি-সৈন্য ইহারা সকল ॥
প্রবেশ করিল তারা যখন চিতোরে।
নাহি ছিল মলদেও নগর মাঝারে ॥
গিয়াছিল দূরদেশ যুদ্ধ করিবারে।
প্রধান প্রধান সৈন্য লয়ে সাথে করে ॥
সুযোগ দেখিয়া এবে তনয়া তাহার।
দুর্গের সেনার মাঝে করিল প্রচার ॥
"যবনের দাস হয়ে আছ কি প্রকারে।
হামীরের পক্ষ লহ, দাও দুর্গ তারে" ॥
কতক সৈনিক যবে জানাল সম্মতি।
হামীর সমীপে বার্ত্তা যায় শীঘ্রগতি ॥

হামীর নিকটে ছিল সেনাদল লয়ে।
শীঘ্র আসি চিতোরেতে প্রবেশ করয়ে ॥
হইল ভীষণ যুদ্ধ উভয় দলের।
শৌর্য্যের প্রভাবে জয় হয় হামীরের ॥
বহুদিন পরে পুনঃ দুর্গের প্রাচীরে।
পতাকায় সূর্য্য ছবি * বড় শোভা ধরে ॥
অরণ্য পর্ব্বত হ'তে রাজপুত ফিরে।
নিজ গৃহে আবার আসিল হর্ষভরে ॥
মেবারের পাশে যত সমতল দেশ।
লোক জনে পরিপূর্ণ হইল বিশেষ ॥
হেথায় মামুদ নামে দিল্লীর সম্রাট।
চিতোর লইতে আসে লয়ে সৈন্য ঠাট ॥
হামীর চিতোর হৈতে চলিল বাহিরে।
যবন সম্রাট সাথে যুদ্ধ করিবারে ॥
হইল ভীষণ যুদ্ধ সিঙ্গোলি প্রান্তরে।
হামীর যবনগণে পরাজিত করে ॥
মামুদে করিয়া বন্দী চিতোরে আনিল।
তিন মাস কারাগারে মামুদ রহিল ॥
লইল নিষ্ক্রয়-মূল্য মুদ্রা অৰ্দ্ধ কোটি।
লইল নগর বহু আজমীর প্রভৃতি ॥

* চিতোরের রাজকুল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া পতাকায় সূর্য্যের ছবি অঙ্কিত থাকিত।

মেবার মহিমা

একশত হস্তী নিল হামীর তখন ।
অবশেষে মুক্তি পায় মামুদ যবন ।।
হামীর রাজত্ব সুখে করে দীর্ঘকাল ।
বাড়িতে বাড়িতে রাজ্য হইল বিশাল
সুখে প্রজাগণ গাহে হামীরের জয় ।
মন্দির প্রাসাদ আদি বহুতর হয় ।।
এখনও সকলে পূজে তাঁর পুণ্য স্মৃতি
বীর জ্ঞানী দয়াশীল বলি তাঁর খ্যাতি

লক্ষরাণা ও চণ্ড

হামীরের পরে ক্ষেত্রসিং রাণা হয় ।
পিতৃতুল্য বীর ক্ষেত্র আছিল নিশ্চয় ।।
বহু যুদ্ধ জয় করি রাজ্য বাড়াইল ।
দিল্লীশ্বর হুমায়ুনে পরাস্ত করিল ।।
গৃহ বিবাদেতে তিনি ত্যজেন জীবন ।
লক্ষ রাণা তারপর পায় সিংহাসন ।।
মাড়বার জয় করি স্থাপে বেদনোর ।
নগরচল জয় করে করি যুদ্ধ ঘোর ।।
দিল্লীর সম্রাট সাথে করিল সংগ্রাম ।
হারায় দিল্লীর সৈন্য লক্ষ গুণ-ধাম ।।

রূপা ও টিনের খনি প্রকাশ পাইল।
তাহা হৈতে দেশে বহু ধনাগম হৈল ॥
প্রজা-হিতকর কার্য্য অনেক করিল।
বাঁধ সরোবর আদি বহু নির্ম্মাইল ॥
মন্দির প্রাসাদ দুর্গ রচিল বিস্তর।
শিল্পীর আদর জানে লক্ষ গুণধর ॥
ব্রহ্মার মন্দির এক করেন স্থাপন।
চিতোর যাইলে তুমি করিবে দর্শন ॥
একদিন লক্ষরাণা আছে সিংহাসনে।
চারিদিকে শোভা করে পাত্রমিত্রগণে ॥
হেনকালে দূত এক আসিল তথায়।
হাতে তার নারিকেল ফল শোভা পায় ॥
নারিকেল দেখি সকলের বোধ হয়।
বিবাহসম্বন্ধ দূত এনেছে নিশ্চয় ॥
সমাদর করি সবে দূতে বসাইল।
রাণার সমীপে তবে দূত নিবেদিল ॥
"মোর প্রভু মাড়বার-পতি রণমল।
শত্রু কাঁপে থরহরি হেন তাঁর বল ॥
দুহিতার বিবাহ দিবেন এ কারণ।
আপনার কাছে মোরে করেন প্রেরণ ॥
আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড মহাবীর।
ধার্ম্মিক উদারচেতা বুদ্ধিমান ধীর ॥

চণ্ড করিবেন তাঁর কন্যারে গ্রহণ।
এই ইচ্ছা মোর প্রভু করেন পোষণ॥"
দূতেরে বসিতে রাণা বলেন সাদরে।
"বাহিরে গিয়াছে চণ্ড আসিবে অচিরে॥
ফিরে আসি নারিকেল করিবে গ্রহণ।"
এত বলি হাসি পুনঃ বলেন বচন॥
"বৃদ্ধতরে নারিকেল কেহ নাহি আনে।
দূত বলিবার আগে জানিতাম মনে॥"
পরিষদ্‌গণ সবে উঠিল হাসিয়া।
হাসি দূত সভামাঝে রহিল বসিয়া॥
যথাকালে চণ্ডবীর ফিরিয়া আসিল।
পরিষদ্‌গণ মুখে সকলি শুনিল॥
পিতারে গম্ভীর স্বরে বলিল বচন।
"পারিব না নারিকেল করিতে গ্রহণ॥
পরিহাস করিয়াও যে কন্যারে পিতা।
ভাবিতে পারেন মনে আপন বনিতা॥
কেমনে করিব আমি তারে পরিণয়।"
শুনি তার কথা রাণা চমৎকৃত হয়॥
চণ্ডরে সম্বোধি তবে বলিল বচন।
"শুনি মোর বাক্য, ক্রোধ ছাড় অকারণ।
তুমি যদি এ কন্যারে কর পরিণয়।
তার গর্ভজাত পুত্র তবে রাণা হয়॥

নৃপতির এই ইচ্ছা আছিল অন্তরে।
তাই নারিকেল দিয়া প্রেরিল দূতেরে ।।
এখন এ দূত যদি প্রত্যাখ্যান করি ।।
রণমল অপমান হইবেন ভারি।"
বৃদ্ধরাণা বহুমতে বুঝায় চণ্ডরে।
চণ্ডের প্রতিজ্ঞা কিন্তু টলাইতে নারে ॥
অবশেষে লক্ষরাণা বলেন চণ্ডরে।
"তুমি না লইলে, নিতে হইবে আমারে ॥
এই কন্যা গর্ভে যদি মোর পুত্র হয়।
হইবেক সেই রাণা জানিহ নিশ্চয় ॥"
চণ্ড কহে, "একলিঙ্গ * নামে করি পণ।
দিলাম ছাড়িয়া চিতোরের সিংহাসন ।।
আমি কিম্বা মোর বংশধর অন্য কেহ।
সিংহাসনে বসিবে না সকলে জানহ ।।"
নারিকেল লয় রাণা দূত যায় ফিরে।
বৃদ্ধরাণা বিবাহ করিল সে কন্যারে ।।
সেই কন্যা-গর্ভে এক তনয় জন্মিল।
আদর করিয়া নাম মুকুল রাখিল ।।
মুকুল হইল পঞ্চ বর্ষের যখন।
চণ্ডে ডাকি লক্ষ রাণা বলেন বচন ।।

---

* চিতোরের কুলদেবতা মহাদেবের বিগ্রহের নাম একলিঙ্গ।

"হইলাম বৃদ্ধ আমি জানি না কখন।
সময় হয়েছে বলি ডাকিবে শমন ॥
উচিত না হয় আর বিষয় বাসনা।
ধর্ম্মযুদ্ধে ত্যজি প্রাণ হয়েছে কামনা ॥
যবনেরা গয়াধাম অপবিত্র করে।
ইচ্ছা হয় সেথা গিয়া যুদ্ধ করিবারে ॥
দেখি যদি পারি আমি খেদাতে যবন।
হবে মোক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে লভিলে মরণ ॥
চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন মহেশ।
বর্ণ অনুসারে কর্ম্ম হয়েছে নির্দ্দেশ ॥
বর্ণের বিহিত কার্য্য করিলে নিশ্চয়।
অন্তকালে সকলের ব্রহ্মলাভ হয় ॥
ন্যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের হয় নিজ কর্ম্ম।
হেন যুদ্ধে মৃত্যুলাভ মোর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥
ভয় হয় আমি গেলে তোমরা সকলে।
পাইবে অশান্তি ঘোর কলহ করিলে ॥
মুকুলে সম্পত্তি কোন্ দিব বল তুমি।
করিয়াছি স্থির অন্য সকলের ভূমি ॥"
এত বলি নরপতি যদি মৌন হন।
চণ্ড তাঁরে ধীর ভাবে বলেন বচন ॥
"ভ্রাতা সহ কলহ না করিব কখন।
মুকুলের তরে আছে রাজ-সিংহাসন ॥"

আশ্চর্য্য হইয়া রাণা বলেন বচন।
'কেন সে অতীত কথা করিছ স্মরণ।।
তুমি জ্যেষ্ঠ,—রাজ্যে হয় তব অধিকার।
কনিষ্ঠ মুকুলে দেহ ভূমি খণ্ড আর।।"
হাসিয়া বলেন চণ্ড "তাহা নাহি হয়।
প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা পালিব নিশ্চয়।।'
এতবলি মুকুলেরে সিংহাসনে স্থাপে।
হাঁটুগাড়ি নিজে বসে তাহার সমীপে।।
শপথ করিয়া বলে "শুনহ সকলে।
চিরকাল রাণা বলি মানিব মুকুলে।।
রাণার অধীনে থাকি সালুম্ব্রা পালিব।
প্রাণ দিয়া রাজ-আজ্ঞা পালন করিব।।
শুধু চাহি রাজ-দত্ত দানপত্র যত।
সালুম্ব্রার চিহ্ন, বর্ষা রহিবে অঙ্কিত।।"
চণ্ডরে তুলিয়া তবে বলে লক্ষরাণা।
"ধন্য চণ্ড, তব ভিক্ষা অপূর্ণ রবে না।।"
যথাকালে লক্ষরাণা গয়াধাম যায়।
আত্মীয় স্বজন কাছে লইয়া বিদায়।।

চণ্ডের নির্ব্বাসন এবং চণ্ড কর্ত্তৃক চিতোর উদ্ধার

বালক মুকুল বসে সিংহাসন পরে।
নিকটে বসিয়া চণ্ড রাজকার্য্য করে॥
নিরন্তর মুকুলের ভাবে হিতকথা।
তথাপি সন্দেহ করে মুকুলের মাতা॥
ভাবে রাণী "প্রকৃত রাজত্ব চণ্ড করে।
নামেতে মুকুল বসে সিংহাসন পরে॥
যতদিন এই চণ্ড মেবারে থাকিবে।
পুত্রের মঙ্গল কোন মতে নাহি হবে॥"
একদিন চণ্ডরে ডাকিয়া রাণী বলে।
"বুঝিলাম সব আমি কর যাহা ছলে॥
নামে মাত্র মুকুল বসেছে সিংহাসনে।
তুমিই প্রকৃত প্রভু সকলে তা জানে॥
তব ইচ্ছামত মন্ত্রী করেন শাসন।
তব আজ্ঞা পালন করিছে সেনাগণ॥
এ ব্যবস্থা নহে কভু মোর অভিমত।
হবে মোরে দেখিতে পুত্রের ভবিষ্যৎ"॥
এত বলি মৌন যদি হইলেন রাণী।
অভিমান ভরে চণ্ড বলে তারে বাণী॥
"জেনো মাতা হোত যদি বাসনা আমার।
চিতোরের সিংহাসন পরে বসিবার॥

কেবা বাধা দিত মোরে স্বকার্য্য সাধিতে।
কেবা বল বসাইল মুকুলে গদিতে॥
তথাপি সন্দেহ যদি হইয়াছে তব।
আর আমি চিতোরের সীমান্তে না রব॥
যাইবার কালে মাতঃ বলিনু বচন।
একথা সর্ব্বদা মাতা রাখিও স্মরণ॥
বংশের মঙ্গল সদা ভাবিও জননী।
ন্যায্য অধিকার যেন নাহি হয় হানি'' ॥
এত বলি চিতোর ছাড়িয়া চণ্ড চলে।
রাম বনবাস যান সব লোক বলে॥
মুকুলের মাতা যবে করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহার অগ্রজ যোধা করে আগমন॥
পরে পিতা রণমল আসিল চিতোরে।
ক্রমশঃ রাঠোর বহু আগমন করে॥
মুকুলে করিয়া কোলে বৃদ্ধ রণমল।
চিতোরের সিংহাসন করিল দখল॥
ক্ষণপরে চলি যায় মুকুল খেলিতে।
রণমল বসে থাকে রাজছত্র মাথে॥
ইহা দেখি মুকুলের ধাত্রী অতি বৃদ্ধ।
রাণীকে বলিল হয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ॥
"তোমার পিতার গোষ্ঠী, বল না খুলিয়া,
মুকুলের প্রাপ্য রাজ্য লবে কি বঞ্চিয়া?"

ইহা শুনি রাণী চিন্তা করেন বিস্তর।
একদিন জনকেরে করেন গোচর ॥
দুষ্ট রণমল তবে ক্রুদ্ধ হৈল অতি।
বলিল কন্যারে "তুমি হও অল্পমতি ॥
তা না হলে কন্যা করে পিতারে ভৎসনা।
হেন অসম্ভব কথা কখনো শুনি না।
নিশ্চয় করিয়া ধর এ মম বচন।
আমার দয়াতে তব পুত্রের জীবন" ॥
ইহা শুনি রাণী বড় ভয় পায় মনে।
কেমনে উদ্ধার পাবে কিছু নাহি জানে ॥
রঘুদেব নামে আ৷ গা চণ্ডের মধ্যম।
চিতোর ছাড়িয়া থাকে কৈলবারা ধাম ॥
সকলের প্রিয় রূপে গুণে অনুপম।
সাহসে সৌজন্যে কেহ নহে তার সম।
ভূসম্পত্তি হৈতে তাঁর আয় যাহা হয়
দেবতা দরিদ্র দ্বিজে করেন তা ব্যয় ॥
নিজ পরিবার তরে সামান্য নিয়ম।
মোটা খায় মোটা পরে দরিদ্রের সম ॥
এ হেতু সকল লোক সমগ্র মেবারে ॥
দেবতার মত করি তাঁরে ভক্তি করে ॥
রণমল ভাবে, "রঘুদেব যদি মরে।
মোর পথে বাধা দিতে কেহ নাহি পারে ॥

এত ভাবি দুইজন ঘাতকের হাতে।
পরিচ্ছদ উপহার ভেজে রঘুনাথে ॥
আছিল নিয়ম যেবা পরিচ্ছদ পাবে।
প্রাপ্তিমাত্র পরিধান অবশ্য করিবে ॥
রঘুদেব পরিচ্ছদ পরিছে যখন।
নিষ্ঠুর ঘাতক তার বধিল জীবন ॥
সমুদয় দেশভরি পড়ে হাহাকার।
হেন সাধু কেবা আছে দেশের মাঝার ॥
মুকুলের মাতা যবে শুনিল ঘটনা।
মুকুলের তরে হৈল দ্বিগুণ ভাবনা ॥
যেই জন রঘুদেবে পারে মারিবারে।
হেন পাপ নাই যাহা করিতে সে নারে ॥
বিপদের পারাবার দেখে চারিভিতে।
উদ্ধার করিবে কেবা এ বিপদ হতে ॥
ধাত্রী কহে "জানি আমি শুধু একজন।
এ বিপদ হতে পারে করিতে তারণ" ॥
রাণী কহে "কে সে বীর, কিবা তার নাম ?"
ধাত্রী কহে "চণ্ডনাম সর্ব্বগুণধাম ॥"
রাণী কহে "কোন লাজে ডাকিব তাহারে।
অপবাদ দিয়া আমি খেদাইনু যারে ॥
পিতৃদত্ত সিংহাসন যেবা ত্যাগ করে।
স্বার্থপর মিথ্যাচার বলিনু তাহারে ॥

তাড়াইয়া তারে আমি পিতারে ডাকিনু ।
ঔষধ ফেলিয়া দিয়া গরল সেবিনু ॥
কেমনে তাঁহারে আমি পাঠাই বারতা ।
ডাকিলে বা কেন তিনি আসিবেন হেথা ॥”
ধাত্রী বলে “বৃথা তুমি করিতেছ ভয় ।
চণ্ডের সমান কেবা আছে মহাশয় ॥
ক্রোধ কিম্বা প্রতিশোধ নাহি তার মনে ॥
তুমি যদি ডাক তারে আসে এইক্ষণে ॥”
তারপর দুইজনে করিয়া যুকতি ।
পুরোহিতে পাঠাইলা চণ্ডের বসতি ॥
পুরোহিত মুখে চণ্ড সকল শুনিল ।
চিতোর উদ্ধার তরে উপায় ভাবিল ॥
পুরোহিতে বলে চণ্ড, “বলিও রাণীরে ।
আছে যত গ্রাম চিতোরের চারিধারে ॥
চিতোর হইতে যেন মুকুল নামিয়া ।
প্রতিদিন এক এক গ্রামেতে যাইয়া ॥
যত গ্রাম বাসিগণে ভোজন করায় ।
সঙ্গে বহু অনুচর যেন লৈয়া যায় ॥
দেওয়ালির দিন যেন গণ্ডগা গ্রামেতে ।
ভোজন উৎসব বহু করে নানামতে ॥
সেদিন সন্ধ্যার পর আমিও যাইয়া ।
মিলিব সবার সাথে সৈন্যদল নিয়া ॥

পুরোহিত এত শুনি চিতোর চলিল।
চণ্ডের নিদেশ মত কার্য্য আরম্ভিল॥
মুকুল প্রত্যহ প্রাতে চিতোর হইতে।
নামি পরিজন সহ যায় চারিভিতে॥
প্রতিদিন অল্প অল্প যায় বেশী দূরে।
সন্ধ্যাকালে ফিরে আসে দুর্গের মাঝারে॥
চণ্ডের আছিল দুই শত অনুচর।
চিতোর পাহাড়ে ছিল তাহাদের ঘর॥
অনুচরগণে চণ্ড কাছে ডাকি বলে।
"গৃহ গিয়া সেনাদলে পশিবে কৌশলে॥"
হেথা দেওয়ালির দিন আগত হইল।
মুকুল গণ্ডুণ্ডা গিয়া উৎসব করিল॥
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যা রাত্রি সমাগত।
তথাপি না হয় চণ্ড তথায় আগত॥
"আর না আসিল চণ্ড, "বলি সবে ফিরে।
আঁধারে দুর্গের আলো দেখা যায় দূরে॥
অশ্বপদধ্বনি সবে পশ্চাতে শুনিল।
দেখে বহু অশ্বারোহী ছুটিয়া চলিল॥
সকলের অগ্রে চণ্ড ছদ্ম বেশে যায়।
ইঙ্গিতে মুকুলে দেখি প্রণতি জানায়॥
দুর্গের প্রহরী পুছে, "কে যাও তোমরা।"
চণ্ড বলে, "শিশোদীয় দলপতি মোরা॥

গণ্ডগুার কাছে হয় আমাদের ঘর।
রাণার সহিত আসি হৈয়া অনুচর ॥”
প্রহরী দরজা খুলি দেয় প্রবেশিতে।
দুর্গ-পথে সপ্তদ্বার পশে এই মতে ॥
সর্ব্ব উচ্চ রামপোল দ্বারে আসে যবে।
বহুশত চণ্ড অনুচর পোঁছে তবে ॥
দুর্গের সৈনিক সবে বুঝিল এবার।
শত্রু পশে করিবারে দুর্গ অধিকার ॥
পথ রোধে তারা, চণ্ড তরবারি খোলে।
হইল ভীষণ রণ অতি ঘন রোলে ॥
দুর্গপতি ভট্টিবীরে চণ্ড করে বধ।
তার সৈন্য সবে দেখে বড়ই বিপদ ॥
“রাঠোর বিশ্বাসঘাতী মারহ তাহারে।”
চারিদিকে হয় শব্দ কে দেখে কাহারে ॥
সেথায় রাঠোর যত মরিল সকল।
রণমল কোথা গেল হৈল কোলাহল ॥
অহিফেন ঘোরে ছিল বৃদ্ধ রণমল।
পশে ঘরে সেনাদল করি কোলাহল ॥
অস্ত্র নাই লোটা এক তুলি ধরে হাতে।
লোটার আঘাতে মারে শত্রু পাঁচ সাতে ॥
হেনকালে বন্দুকের গুলির আঘাতে।
বিশ্বাসঘাতক লোভী লোটায় ভূমিতে ॥

এই মতে রণমল মরণ লভিল।
নিরুদ্বেগে রাজা হয়ে মুকুল বসিল ॥

রাণা কুম্ভ ও মীরাবাঈ

সংগ্রামে নিপুণ বীর মুকুল আছিল।
দিল্লীর সম্রাটে যুদ্ধে হারাইয়া দিল ॥
চাচা মিয়া নামে দুই দাসীপুত্র ছিল।
মুকুলে বাঁধিয়া তারা চিতোর চলিল ॥
মুকুলের পুত্র কুম্ভ বালক আছিল।
মাড়বার-রাজ তারে সাহায্য করিল ॥
নিশীথে আক্রমি দুর্গ বধি বিদ্রোহীরে।
রাণা হয়ে বসে কুম্ভ সিংহাসন পরে ॥
কুম্ভ রাণা করে যবে রাজত্ব মেবারে।
মেবারের প্রতিপত্তি বাড়ে চারি ধারে ॥
আছিল যবন রাজা মালবে গুর্জরে।
মিলিয়া তাহারা উভে আক্রমে চিতোরে ॥
মেবারের লক্ষ সৈন্য চলে কুম্ভ সাথে।
হইল ভীষণ যুদ্ধ উভয় দলেতে ॥
বীরের অগ্রণী কুম্ভ হারাণ শত্রুরে।
মামুদ মালব-রাজে লয়ে যান ধরে ॥
'বিজিত শত্রুরে কর দয়া প্রদর্শন"।
এই শাস্ত্র বাক্য কুম্ভ করেন পালন ॥

নিষ্ক্রমের তরে মূল্য গ্রহণ না করি ।
উদারতা করিয়া মামুদে দেন ছাড়ি ॥
রাখিতে গৌরবপূর্ণ বিজয়ের স্মৃতি ।
নির্ম্মাইল স্তম্ভ এক কুম্ভ মহামতি ॥
নির্ম্মাণ করিতে লাগে দশবর্ষ কাল ।
আজো শোভে উজলিয়া চিতোরের ভাল ॥
কতশত দেবদেবী প্রস্তর মুরতি ।
শোভিছে স্তম্ভের গায়ে মনোহর অতি ॥
সুন্দর সোপানাবলি তাহার মাঝারে ।
তাহা দিয়া উঠি যায় স্তম্ভের শিখরে ॥
কুম্ভের সৌজন্যে মুগ্ধ মামুদ হইল ।
যুদ্ধকালে রাণারে সে সাহায্য করিল ॥
দিল্লীর সম্রাট সাথে হয় ঘোর রণ ।
পরাজিত হইল দিল্লীর সেনাগণ ॥
মেবার রাজ্যে সীমা পঞ্চ পঞ্জাব অবধি ।
বিস্তৃত করেন কুম্ভ হরষিত অতি ॥
বত্রিশটি দুর্গ কুম্ভ করেন নির্ম্মাণ ।
কুম্ভমীর দুর্গ হয় তাদের প্রধান ॥
কুম্ভের বীরত্বে হয় নাগোর বিজিত ।
মূর্ত্তি আনি চিতোরেতে করেন স্থাপিত ॥
আবু পাহাড়েতে দুর্গ করেন নির্ম্মাণ ।
সেথায় কুম্ভের মূর্ত্তি লভিছে সম্মান ॥

অনেক মন্দির কুম্ভ নির্ম্মাণ করয়।
মেবারের নানাস্থানে আজো শোভা পায়॥
শুধু বীর নহে, কুম্ভ ছিলেন পণ্ডিত।
গীত-গোবিন্দের টীকা তাঁহার রচিত॥
বিবাহ করেন কুম্ভ রাঠোর-দুহিতা।
মীরাবাঈ নাম তাঁর ভারত বিদিতা॥
যেমন সুন্দরী মীরা তেমনি ধার্ম্মিক।
তাঁহার রচিত গান ঘোষে দশদিক॥
যাপে দিন কৃষ্ণগুণ সঙ্গীত গাহিয়া।
কৃষ্ণ তারে দেখা দেন সদয় হইয়া॥
গৃহে না রহিতে পারে কৃষ্ণের আহ্বানে।
পদব্রজে যায় মীরা দূর বৃন্দাবনে॥
দিবস রজনী কাটে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে।
কৃষ্ণ বই আর কিছু মীরা নাহি জানে॥
অবশেষে মীরা প্রতি সদয় হইয়া।
সিংহাসন হৈতে কৃষ্ণ আসেন নামিয়া॥
প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন মীরারে।
মিশাইয়া যান মীরা কৃষ্ণের শরীরে॥
পঞ্চাশৎ বর্ষ কুম্ভ রাজত্ব করিল।
ভারতে প্রধান রাজ্য মেবার হইল॥
হাম্মীরের ন্যায় বীর কুম্ভরাণা ছিল।
লক্ষের মতন শিল্প-উৎসাহী আছিল॥

রাজ্যের সর্ব্ব শত্রু পরাস্ত হইল।
মেবারে মন্দির স্তূপ বিস্তর গঠিল॥
হেনকালে লজ্জাকর ঘটনা ঘটিল।
চিতোরের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপিল॥
কুম্ভের তনয় ছিল ঊদা নাম ধরে।
রাজ্য লোভে নীচাশয় পিতৃহত্যা করে॥
আজিও উদার নাম নাহি কেহ লয়।
নরহন্তা "হাতিয়ার" সবে তারে কয়॥
কুম্ভের প্রথম পুত্র রায়মল নাম।
হাতিয়ারে পরাস্ত করিল গুণধাম॥
রায়মল লয় চিতোরের সিংহাসন।
প্রাণ ভয়ে হাতিয়ার করে পলায়ন॥
কাহারও সাহায্য ঊদা না পাইয়া দেশে।
দিল্লীর সম্রাট কাছে ধায় অবশেষে॥
সম্রাটে বলিল সেই কাপুরুষ ঊদা।
দিব মোর কন্যা যদি কর সহায়তা॥
সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে দেয় আশা তারে॥
আনন্দে উৎফুল্ল উদা চলিল বাহিরে॥
ছাড়িয়া দেওয়ান খানা যেই বাহিরিল।
মাথার উপর বজ্র অমনি পড়িল॥
এইরূপে হতভাগ্য গেল যমালয়।
কেহ না তাহার তরে বলে হায় হায়॥

মেবার মহিমা

দিল্লীর সম্রাট তবে আক্রমে মেবার।
তার সাথে চলে দুই তনয় উদার ॥
রাণা রায়মল যুঝে তাহাদের সনে।
হারাইয়া দেন রাণা অতি ঘোর রণে ॥
দুই ভাই পিতৃব্যের অনুগত হয়।
রাণা ঠাঁই পায় ক্ষমা উদার তনয় ॥
মালবের রাজা "গিয়াসুদ্দী" নাম তার।
সৈন্য লয়ে গর্বভরে আক্রমে মেবার ॥
বহুবার যুদ্ধ হয় তাহার সহিত।
প্রতিবার যুদ্ধে হয় মেবারের জিত ॥
উদার তনয়গণ বিক্রমে যুঝিল।
পিতার কলঙ্ক-রাশি কতক মুছিল ॥

পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গের ভ্রাতৃবিরোধ

রায়মল্ল নৃপতির তিনটি তনয়।
সঙ্গ পৃথ্বী আর জয়মল্ল নাম হয় ॥
সঙ্গ পৃথ্বী দুইজন সহোদর ভ্রাতা।
জয়মল্ল কনিষ্ঠের ছিল অন্য মাতা ॥
সঙ্গ পৃথ্বী দুইজন হয় তুল্য বীর।
পৃথ্বী কিছু হঠকারী সঙ্গ হন ধীর ॥
পৃথ্বীর কৈশোর হতে আছিল ধারণা।
বিধাতার ইচ্ছা তারে করিবারে রাণা ॥

মেবার মহিমা

দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ আছিল যে জন।
তার সহ নাম-সাম্যে ভাবিল এমন॥
শুধু দর্পভরে হেন ভাবে তাহা নয়।
সাহসে ও বীর্য্যে উভে তুলনীয় হয়॥
ভবিষ্যতে কে হইবে চিতোরের রাণা।
তিন ভাই একদিন করে আলোচনা॥
পিতৃব্য সূরযমল আছিল সেখানে।
পৃথ্বী পুছে, "ভবিষ্যৎ গণিতে কে জানে॥"
বলিল সূরযমল "আছেন রমণী।
ব্যাঘ্রগিরি * মন্দিরের তিনি পূজারিণী॥
তিনি অতি দক্ষ ভবিষ্যৎ গণিবারে।
চল সেথা তোমাদের ভাগ্য জানিবারে॥"
সঙ্গ কহে, "বিবাদে কেবল বল ক্ষয়।
জানি যদি ভবিতব্য কলহ না হয়॥
যদ্যপি চিতোর মম ন্যায্য অধিকার।
ছাড়িব আমার স্বত্ব বচনে তাহার॥"
এতবলি চারজন চলেন মন্দির।
আগে যায় জয়মল্ল আর পৃথ্বী বীর॥
মন্দিরের মাঝে এক খাটিয়া আছিল।
দুই ভাই খাটিয়ার উপরে বসিল॥

---

*চলিত নাম, "নাহ্‌রামুগ্রো"

ধার পদে প্রবেশিল সঙ্গ তার পর।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম দেখি বসে তাহার উপর॥
সর্ব্বশেষে সূর্য্যমল হইল প্রবিষ্ট।
চর্ম্মে বাঁধি জানু রহে অর্দ্ধ উপবিষ্ট॥
অসহিষ্ণু পৃথ্বীরাজ রমণীরে পুছে।
"ভাবী রাণা কেবা হয় আমাদের মাঝে॥"
পূজারিণী তাহাদি'কে বলেন বচন।
"ব্যাঘ্রচর্ম্ম ভাবী রাজা করেছে গ্রহণ॥
সঙ্গ হবে রাণা, অংশ সূরয পাইবে।
মিথ্যা নহে মম বাণী, সকলে দেখিবে।"
এত বলি পূজারিণী হলেন বিরত।
পৃথ্বীর চীৎকারে সবে হন চমকিত॥
"মিথ্যা তব বাণী করি এখনি প্রমাণ।"
খুলি তরবার পৃথ্বী সঙ্গ পানে ধান॥
সূর্য্যমল মধ্যে পড়ি বাঁচান সঙ্গেরে।
পৃথ্বীর আঘাত লন নিজ দেহ পরে॥
বার বার পৃথ্বীরাজ করিল আঘাত।
সঙ্গের শরীরে হয় ক্ষত পাঁচ সাত॥
ভ্রাতার সহিত দ্বন্দ্ব সঙ্গ নাহি চায়।
মন্দির হইতে দ্রুত পলাইয়া যায়॥
তাঁহার চক্ষুতে বিদ্ধ হয় এক তীর।
এক চক্ষু চির অন্ধ হয় সঙ্গ বীর॥

সূর্য্য পৃথ্বী দুইজন আঘাত পাইল।
পূজারিণী দেবালয় ছাড়ি পলাইল ॥

সঙ্গের পলায়ন এবং অজ্ঞাতবাস

প্রাণভয়ে সঙ্গ করে দ্রুত পলায়ন।
উদাবৎ রাঠোরের লইল শরণ ॥
উদাবৎ নিজ অশ্ব দিলেন সঙ্গেরে।
হেনকালে পৃথ্বী আসে মারিতে তাহারে ॥
সঙ্গকে বাঁচাতে উদাবৎ দেয় প্রাণ।
সেই অবসরে সঙ্গ পলাইয়া যান ॥
দীর্ঘকাল ধরি সঙ্গ থাকে লুকাইয়া।
চরায় গরুর পাল রাখাল সাজিয়া ॥
কোন দিন ছাগবৎস হারাইয়া যায়।
অকর্ম্মণ্য বলি সঙ্গ তিরস্কার পায় ॥
একদিন প্রভুপত্নী করিছে রন্ধন।
হেনকালে শিশু তার করিল ক্রন্দন ॥
প্রভুপত্নী ডাকি সঙ্গে বলেন তাহারে।
"কান্দিছে তনয় আমি যাই তার ঘরে।
দেখহ পিষ্টকগুলি এখানে বসিয়া ;
এক পার্শ্ব ভাজা হলে দিবে ঘুরাইয়া ॥"
এত বলি প্রভুপত্নী যায় ভিন্ন ঘরে।
সঙ্গ তথা বসি ভাবে বিষণ্ণ অন্তরে ॥

"কতদিন এই ভাবে কাটিবে জীবন।
আর কি দেখিব কভু পিতার ভবন॥"
পিষ্টক যাইছে পুড়ি নাহি দেখে চেয়ে।
শৈশবের শত স্মৃতি ফেলে চিত ছেয়ে॥
খাওয়াতেন মাতা করি কত না যতন।
পিতা কত মূল্যবান দিতেন বসন॥
কত দাস দাসী আজ্ঞা করিত পালন।
ভাবী-রাণা বলি সবে করিত বন্দন॥
এই সব কথা সঙ্গ ভাবে অন্য মনে।
হেনকালে প্রভুপত্নী পশে শিশু সনে॥
পুড়িছে পিষ্টক দেখি উঠিল রাগিয়া।
সজরে বলিল বহু ভৎর্সনা করিয়া॥
"খাইবার কালে দেখি বিস্তার বদন।
প্রস্তুত করিতে কিন্তু নাহি দাও মন॥
এ হেন অলস লোক নাহি চাহি আমি।
কাল হৈতে অন্য স্থানে চলে যাও তুমি॥
নিরাশ্রয় হয়ে সঙ্গ করেন ভ্রমণ।
অবশেষে করম চাঁদের ভৃত্য হন॥
সারাদিন প্রভু কার্য্যে কাতর হইয়া।
নিদ্রা যান বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া॥
সূর্য্যরশ্মি এক পত্রাবলির অন্তরে।
আসিয়া পড়িল তাঁর মুখের উপরে॥

মেবার মহিমা

কৃষ্ণবর্ণ সর্প ফণা করিয়া বিস্তার।
রৌদ্র হইতে রক্ষা করে বদন তাঁহার ॥
মেক নামে মেষপাল দেখিতে পাইল।
সঙ্গর প্রভুকে সব ঘটনা বলিল ॥
"জানিও সামান্য ভৃত্য নহে এই জন।
ভবিষ্যতে পাইবে সে রাজসিংহাসন ॥"
কর্ম্মচাঁদ ইহা শুনি সন্তুষ্ট হইল।
সঙ্গ হাতে আপনার কন্যা সমর্পিল ॥
সেই হতে সঙ্গবীর আদর পাইল।
প্রবাসের দুঃখ তার কতক ঘুচিল ॥
হেথা রাণা রায়মল শুনেন যখন।
পৃথ্বীরাজ সঙ্গকে করেছে আক্রমণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে রায়মল কহিলেন তারে।
"আজি হৈতে নির্ব্বাসন করিলাম তোরে ॥
বাহুবল হেতু নাহি মান গুরুজন।
এই বাহুবলে কর জীবিকা অর্জ্জন ॥"
পৃথ্বী হয় নির্ব্বাসিত সঙ্গ নিরুদ্দেশ।
ভাবি রাণা জয়মল রহে অবশেষ ॥
কিন্তু হায় দেখ সবে দৈব বিড়ম্বন।
জয়মল হঠকার্য্যে ত্যজিল জীবন ॥
তোড়ার সোলাঙ্কি রাজা রাও সুরতান।
তার রাজ্য অধিকার করিল পাঠান ॥

তারাবাঈ নামে কন্যা আছিল তাহার।
রাজা করে বিবাহের নিয়ম প্রচার॥
"সবে জান এই কন্যা হইবে তাহার।
যেই বীর মম রাজ্য করিবে উদ্ধার॥"
জয়মল বলে যুদ্ধ পশ্চাতে করিব।
আগেতে যাইয়া তার কন্যারে লইব॥
এত বলি জোর করি কন্যা নিতে যায়।
ক্রোধেতে কন্যার পিতা বধিল তাহায়॥
সবে ভাবে রায়মল বড় ক্রুদ্ধ হবে।
পুত্রের মৃত্যুর কথা যখন শুনিবে॥
কিন্তু ক্রুদ্ধ না হইয়া বলে রায়মল।
"জয়মল লভিয়াছে যোগ্য প্রতিফল॥
অপমান করি যেবা কন্যার পিতারে।
তাহার কন্যারে চায় নিতে জোর করে॥
বিশেষতঃ সেই পিতা বিপন্ন যখন।
সে জনের যোগ্য শাস্তি অবশ্য মরণ॥"
এত বলি রায়মল উদার মহান।
সোলাঙ্কিরে ভূসম্পত্তি করিলেন দান॥
হেথা পৃথ্বীরাজ যবে হন নির্ব্বাসিত।
গডওয়ার দেশে গিয়া করে অধিকৃত॥
পার্ব্বতীয় জাতি তথা করিছে উৎপাত।
পৃথ্বীরাজ তাহাদের করেন নিপাত॥

জয়মল যবে নিজ দোষেতে মরিল।
রায়মল পৃথ্বীরাজে ডাকিয়া আনিল॥
সূর্য্যমল রাজ্যলোভে বিদ্রোহ করিল।
মালবের রাজা তারে বহু সৈন্য দিল॥
ক্ষিপ্র আসি বহুভূমি অধিকার করে।
রায়মল নাহি পারে হটাতে তাহারে॥
পৃথ্বী আসি যুদ্ধে বহু শৌর্য্য প্রকাশিয়া।
বিদ্রোহীর সৈন্যগণে দেন হারাইয়া॥
বিশ্রাম করিতে পৃথ্বী নাহি দেন তারে।
খেদাইয়া যান স্থান হৈতে স্থানান্তরে॥
গহন অরণ্যে সূর্য্য করি পলায়ন।
দেওলা নগর তথা করেন স্থাপন॥
পৃথ্বার ভগিনীপতি অতি দুরাচার।
বিষ দিয়া পৃথ্বীরাজে করেন সংহার॥
অল্পপরে রায়মল লভেন মরণ।
সঙ্গ আসি আরোহণ করে সিংহাসন॥
মেবার সৌভাগ্য সূর্য্য সর্ব্বোচ্চ শিখরে।
সঙ্গের রাজত্ব কালে আরোহণ করে॥

রাণা সঙ্গের রাজত্ব এবং হিন্দুর উন্নতি

রাজ্য লভি সঙ্গ বীর অল্পদিন পরে।
শৃঙ্খলা স্থাপন করে রাজ্যের মাঝারে॥

বিপদে যে কর্ম্মচান্দ সাহায্য করিল।
তাহাকে আজমীর ভূমি প্রদান করিল॥
কখনও মালবরাজ কভু দিল্লীপতি।
বার বার সঙ্গ সনে করে যুদ্ধ অতি॥
অষ্টাদশ বার ঘোর সংগ্রাম হইল।
প্রতি বার সঙ্গ বীর বিজয় লভিল॥
দুই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি দিল্লীশ্বর।
নিজে আসি যুদ্ধক্ষেত্রে করেন সমর॥
বহু সৈন্য ধ্বংস করি সঙ্গ লভে জয়।
সম্রাটের পুত্র এক যুদ্ধে বন্দী হয়॥
উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে রাজ্যের সীমানা।
বহুদূর বিস্তারিত করে সঙ্গ রাণা॥
প্রাধান্য মানিল তার বহু নরপতি।
দিল্লীর ক্ষমতা ক্রমে হয় অধোগতি॥
সংগ্রামে বিক্রম করে সিংহের সমান।
সার্থক সংগ্রামসিংহ হৈল তার নাম॥
দূরদর্শী সূক্ষ্মবুদ্ধি ধৈর্য্যের আধার।
ক্ষমাশীল দয়াবান গুণ পারাবার॥
হইল হিন্দুর মনে আশার উদয়
ভারতের অধীশ্বর হিন্দু বুঝি হয়॥
কিন্তু বিধাতার মনে ছিল অন্য মতি।
ভারতে আসিল তাই বাবর ভূপতি॥

বাবরের ভারত আগমন এবং রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধ

ভারতের বহির্ভাগে সুদূর পশ্চিমে।
আছিল প্রদেশ এক সমরখন্দ নামে॥
বাবরের রাজ্য ছিল তথা প্রতিষ্ঠিত।
যুদ্ধে হারি দেশ হৈতে হয় বিতাড়িত॥
বয়স যখন তার দ্বাদশ বৎসর।
তখন হইতে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
কভু করে জয়লাভ কভু যুদ্ধে হারে।
রাজা হয় কোন দিন, কভু ভিক্ষা করে॥
অবশেষে রাজ্য হতে হৈয়া বিতাড়িত।
সৈন্য সহ সিন্ধুতীরে হয় উপস্থিত॥
পানিপথে দিল্লীশ্বর সাথে যুদ্ধ হয়।
বাবর জিতিল দিল্লীশ্বর হত হয়॥
দিল্লী আগ্রা দুই স্থান লভিল বাবর।
আল্লার গাহিল জয় কৃতজ্ঞ অন্তর॥
লইয়া বিশাল সেনা চলে সঙ্গবীর।
যুঝিব বাবর সাথে ইহা করি স্থির॥
বাবর ছাড়িয়া আগ্রা চলিল ত্বরিত।
ফতেপুর শিক্রি গ্রামে হয় উপনীত॥
যেই সেনাদল তাঁর অগ্রেতে চলিল।
রাজপুত সাথে রণে নির্মূল হইল॥

বাবরের সৈন্য মাঝে আতঙ্ক হইল।
অগ্রে যেতে কেহ নাহি সাহস পাইল॥
গভীর পরিখা সেথা খনন করিয়া।
বাবর সেনানীসহ রহিল বসিয়া॥
না ছিল সেনানী মাঝে হেন কোন জন।
সাহস প্রদান করি বলয়ে বচন॥
বাবর রহিল সেথা পক্ষকাল বসি।
কেমনে উদ্ধার হবে চিন্তে দিবানিশি॥
বাবর ঈশ্বরে ডাকি বলে সর্ব্বক্ষণ।
"বিপদ হইতে মোরে করহ মোচন"॥
"আর না খাইব মদ" প্রতিজ্ঞা করিল।
স্বর্ণ রৌপ্য পান পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
ভগ্ন খণ্ডগুলি সব দেয় ভিখারীরে।
শ্মশ্রু কাটিবে না বলি দৃঢ়পণ করে॥
সেনাপতিগণ সবে বলিল ডাকিয়া।
"করহ প্রতিজ্ঞা সবে কোরাণ ছুঁইয়া॥
যুদ্ধক্ষেত্র হতে কেহ নাহি পলাইবে।
হয় জয় নয় যুদ্ধে মরণ লভিবে"॥
শত্রুর শিবিরে তবে চর পাঠাইল।
চর গিয়া শিলাইদি রাজারে বলিল॥
"যুদ্ধক্ষেত্রে বাবরের দলে যোগ দিবে।
বহু পুরস্কার তবে তোমার মিলিবে"

আরম্ভ হইল শেষে ঘোরতর রণ।
বিপুল বিক্রমে সজ করে আক্রমণ ॥
সাহসে ও বীর্য্যে হিন্দু যদিও প্রবল।
অগ্নি অস্ত্রে তাহারা আছিল হীনবল ॥
কামান হইতে হয় গোলা বরিষণ।
বহু হিন্দুবীর তাহে করিল শয়ন ॥
হিন্দু অশ্বারোহী তবে ছুটিল নির্ভয়ে।
কাড়িব কামান ইহা ভাবিল হৃদয়ে ॥
কিন্তু যবে মোগলের নিকটে আসিল।
গভীর-পরিখা এক সম্মুখে দেখিল ॥
অতিক্রম করি তাহা যাইতে না পারে।
মুহুর্মুহু কামানেতে অগ্নি বৃষ্টি করে ॥
তথাপি করিছে যুদ্ধ হিন্দুবীরগণ।
কোন পক্ষ জয়ী হবে না যায় গণন ॥
হেনকালে কালিমা লেপিয়া হিন্দুকুলে।
শিল্লাইদি রাজা যায় শত্রুপক্ষে চলে ॥
হিন্দু হটি যায় মোগলের হয় জয়।
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ মৃতদেহ হয় ॥
হিন্দুপক্ষে বহুবীর না যায় গণন।
অতুল প্রতাপে যুঝি লভিল মরণ ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সঙ্গ না লভিয়া জয়।
চিতোর প্রবেশ নাহি করিব নিশ্চয় ॥

পুনরায় আয়োজন করিবার আশে।
একবর্ষ কাল তিনি রহেন বিদেশে॥
কিন্তু ব্যর্থ করি তার সব আয়োজন।
হিন্দুর আশার সাথে নিবিল জীবন॥

গুর্জরপতি বাহাদুর সাহ কর্তৃক চিতোর আক্রমণ

সঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার তনয়।
রত্ন নামধারী চিতোরের রাণা হয়॥
রত্ন পঞ্চবর্ষ মাত্র করেন শাসন।
বুন্দিরাজ সহ দ্বন্দ্বে ত্যজেন জীবন॥
তখন তাহার ভ্রাতা বিক্রম নামেতে।
সিংহাসন আরোহণ করে বিধিমতে॥
রাণা হইবার যোগ্য না ছিলেন তিনি।
দাম্ভিক ক্রোধনশীল নির্দয় ব্যসনী॥
এই হেতু মেবারে যতেক সর্দার।
বিরক্ত হয়েন দেখি তার ব্যবহার॥
বিশৃঙ্খলা হয় রাজ্যে করিয়া শ্রবণ।
আক্রমণ তরে শত্রু করে আয়োজন॥
বাহাদুর নামে তবে গুর্জর নৃপতি।
লইয়া বিশাল সেনা চলে শীঘ্রগতি॥

ভুলে নাই বাহাদুর সেই অপমান।
মণ্ডুরাজ তার সাথে করে যোগদান॥
যদ্যপি আক্রমে দেশ শত্রু-সেনাগণ।
রাজপুত তবু গৃহবিবাদে মগন॥
গৃহ-বিবাদেই ভারতের সর্ব্বনাশ।
বার বার এই কথা বলে ইতিহাস॥
বাহাদুর সৈন্য লয়ে চলে যুদ্ধ তরে।
বিক্রমকে জ্ঞাতিগণ সাহায্য না করে॥
বিক্রমজিতের ছিল এই মাত্র গুণ।
নির্ভীক আছিল আর সংগ্রামে নিপুণ॥
শত্রুপক্ষে সেনাদল ছিল বহুতর।
তথাপি বিক্রম করে প্রবল সমর॥
বিক্রম যবন-সাথে না পারে আঁটিতে।
বাহাদুর চলে তবে চিতোর লইতে॥
চিতোর বিপন্ন যবে শুনে রাজপুতে।
দলে দলে আসে সবে চিতোর রক্ষিতে॥
বুন্দিরাজ আনে পাঁচশত বীরবর।
বাগ্‌জি চলেন ছাড়ি দেওলা সত্বর॥
ঝালোর হইতে আসে সোনি গুরা রাজ।
আবু হতে আসে সব দেওরা সমাজ॥
চিতোর নামের কিবা মহিমা আছিল।
ভুলি দ্বন্দ্ব রাজপুত সমরে সাজিল॥

য়ুরোপীয় গোলন্দাজ আনে বাহাদুর।
দুর্গ অবরোধ চেষ্টা করিল প্রচুর ॥
দুর্গের প্রাচীর তল খনন করিয়া।
গোলন্দাজ দিল তাহা বারুদে ভরিয়া ॥
অগ্নিযোগে সে বারুদ জ্বলিয়া উঠিল।
হইল ভীষণ শব্দ প্রাচীর পড়িল ॥
পাঁচশত হয় বীর প্রাচীর উপরে।
থাকিয়া অকুতোভয়ে দুর্গ রক্ষা করে ॥
প্রাচীর সহিত তারা বিক্ষিপ্ত হইল।
সকলে ত্যজিল প্রাণ কেহ না বাঁচিল ॥
দুর্গ প্রবেশের পথ পাইল বলিয়া।
দলে দলে যবনেরা চলিল ধাইয়া ॥
সমুদ্র-তরঙ্গ, প্রায় আসিছে যবন।
কে রোধিবে করি নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন।
সর্ব্ব অগ্রে রাও দুর্গা হন অগ্রসর।
সুত্ত দুদু দুই বীর চণ্ডবংশধর ॥
আর যান সঙ্গে বহু রাজপুতবীর।
যুদ্ধে জয় কিম্বা মৃত্যু করি ইহা স্থির ॥
বারবার যবনেরা করে আক্রমণ।
ফিরাইয়া দেয় হিন্দু করি ঘোর রণ ॥
সুদৃঢ় পর্ব্বত যথা সমুদ্রের তীরে।
স্থির হয়ে তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করে ॥

আস্ফালন করি জল পড়ে তার গায়।
চূর্ণ হয়ে চারিধারে ছড়াইয়া যায়॥
সেই মত দলে দলে যবন ছুটিল।
হিন্দুর আঘাত লাগি ছত্রভঙ্গ হৈল॥

রাণী জোয়াহির বাঈ ও বাগ্‌জির বীরত্ব এবং দ্বিতীয় বার চিতোর ধ্বংস

জোয়াহির বাঈ রাণী রাঠোর-বংশীয়া।
রাজপুত বীরবৃন্দে বলে সম্বোধিয়া॥
"দুর্গ ছাড়ি শত্রু মাঝে যাইব সমরে।
কে যাবে আমার সাথে চল ত্বরা করে॥"
এত বলি রাণী বর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিল।
সঙ্গে যেতে বহুবীর সমরে সাজিল॥
উঠে ধ্বনি বারবার "রাণী মাকি জয়"।
শত্রুমাঝে বীরদল অগ্রসর হয়॥
পশিয়া শত্রুর মাঝে করি ঘোর রণ।
রাণী সাথে সব বীর লভিল মরণ॥
কিন্তু বল কতদিন হতে পারে রণ।
রাজপুত মুষ্টিমেয় শত্রু অগণন॥
ক্রমে ক্রমে যবনেরা আগাইয়া চলে।
দুর্গ রক্ষা অসম্ভব বুঝিল সকলে॥

তবে হিন্দু নেতাগণ বসি ভাবে সবে।
কেমনে সঙ্গের শিশু সঙ্কটে বাঁচিবে॥
উদয় শিশুর নাম পরে রাণা হয়।
বহুচেষ্টা করি তার প্রাণ রক্ষা হয়॥
প্রভুভক্ত চুকাসেন চেষ্টি নানামতে।
উদয়ে লইয়া যান বুন্দি নগরেতে॥
তখন হইল সবে নিশ্চিন্ত অন্তর।
কি করিতে হবে বসি ভাবে অতঃপর॥
শেষ সভা করি বসে রাজপুতগণ।
এক বৃদ্ধ উঠি সবে করে নিবেদন॥
"দুর্গ রক্ষা করা বটে সাধ্যাতীত হয়।
করিতে ইজ্জত রক্ষা পারিব নিশ্চয়॥
অসি হস্তে রণ ক্ষেত্রে ত্যজিব জীবন।
নারীরা জহর-ব্রত করিবে পালন॥
এক চিন্তা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
রাজবলি বিনা নহে সন্তুষ্ট কদাপি॥
নচেৎ চিতোর পুনঃ হবে না উদ্ধার।
রাজা নাহি হেথা বলি হবে কি প্রকার?"
তবেত দেওলা রাজ বাগ্জি উঠিয়া।
নিবেদন করিলেন সবে সম্বোধিয়া॥
"রাজ-রক্ত বহে মোর ধমনী ভিতরে।
পিতা মম চেয়েছিল রাণা হইবারে॥

পুরে নাই তাঁর ইচ্ছা দৈব ছিল বাম।
তোমরা সদয় হলে পুরে মম কাম॥
রাণা হইবার মোর হয়েছে বাসনা।
তোমরা সকলে মিলি কর মোরে রাণা॥
রাণা হৈয়া যুদ্ধে গিয়া দিব প্রাণ দান।
তুষ্ট হৈয়া দেবী নাহি ত্যজিবে এ স্থান॥'
বাগ্‌জির বাক্যে সবে সাধুবাদ দিল।
অভিষেক কার্য্য তবে আরম্ভন কৈল।
সিংহাসনে বসিলেন বাগ্‌জি তখন।
ছত্র ধরি লোকে করে চামর-ব্যজন॥
মেবারের পতাকা উড়িল বায়ুভরে।
সূর্য্য চিহ্ণ ধ্বজা তবে উচ্চ করি ধরে॥
"বাগ্‌জি রাণার জয়" সবে ধ্বনি করে।
বাগ্‌জি হইল রাণা একদিন তরে॥
বলিলেন রাণা, "শীঘ্র কর আয়োজন।
নারীগণ করিবেন জহর পালন"॥
বারুদের স্তূপ শীঘ্র হইল রচিত।
নারীগণ চলিলেন হরষিত চিত॥
সকলের অগ্রে যান কর্ণাবতী রাণী।
উদয়ের মাতা আর সঙ্গের রমণী॥
অগ্নি যোগে মহাশব্দে বারুদ জ্বলিল।
রাজপুত নারীগণ ভস্মীভূত হৈল॥

ত্রয়োদশ সহস্র রমণী এই ভাবে।
সতীত্ব করিয়া রক্ষা চলেন ত্রিদিবে॥
বাগ্‌জি লইয়া সব রাজপুত বীর।
খুলিয়া দুর্গের দ্বার চলেন বাহির॥
শত্রু মাঝে পশি করে ভীষণ সংগ্রাম।
যুদ্ধে প্রাণ ত্যজি লভে বীরোচিত ধাম॥
বাহাদুর রাজা তবে চিতোরে পশিল।
কিন্তু বেশী দিন সেথা থাকিতে নারিল।
হুমায়ুন বাদশাহ আসেন চিতোরে।
ইহা শুনি বাহাদুর পলায়ন করে॥
চিতোর উদ্ধার তরে কেন হুমায়ুন।
আসিলেন কেন শোন তার বিবরণ॥
বাহাদুর যখন চিতোর আক্রমিল।
চিতোর রক্ষার যবে আশা না রহিল॥
রাণী কর্ণাবতী তবে সাহায্যের তরে।
রাখি পাঠালেন হুমায়ুন বাদশারে॥
বাদশা সাদরে রাখি করেন স্বীকার।
বিপদে সাহায্য দিব করে অঙ্গীকার॥
সে সময় হুমায়ুন আছিলেন দূরে।
নচেৎ পাইত রক্ষা চিতোর সেবারে॥
হুমায়ুন আসি দূর করিল শত্রুরে।
বিক্রম্ পাইল পুনঃ নিজ রাজ্য ফিরে॥

বিপদ হইল এত তথাপি বিক্রম।
নিজের স্বভাব নাহি করে অতিক্রম॥
বার্দ্ধক্যের প্রতি যোগ্য সম্মান না করে
সভাতে আঘাত করে সঙ্গের শ্বশুরে॥
অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে দলপতিগণ।
সভাস্থল ত্যাগ করি করেন গমন॥
হীনবর্ণ পুত্র এক আছিল পৃথ্বীর।
দাসীগর্ভে জন্ম হয় নাম বনবীর॥
মেবার সর্দ্দারগণ করিয়া মন্ত্রণা।
বিক্রমে সরায়ে করে বনবীরে রাণা॥
রাজারে দেবতা বলি মানে হিন্দুগণ।
কিন্তু অত্যাচারী হৈলে করে বিতাড়ন॥

ধাত্রী পান্নার অক্ষয় কীর্ত্তি

সঙ্গের মহিষী যবে রাণী কর্ণাবতী।
জহর করিয়া প্রাণ ত্যজিলেন সতী॥
তাঁর শিশু উদয়েরে করিয়া যতন।
স্নেহময়ী পান্না-ধাত্রী করেন পালন॥
রজনী আগত শিশু দুধ ভাত খায়।
ক্ষণপরে ধাত্রীক্রোড়ে ঘুমাইয়া যায়॥

ঘোর কোলাহল হৈল প্রাসাদ-মাঝারে।
রোদন করেন রাণীগণ উচ্চৈঃস্বরে॥
কিবা হৈল বলি ধাত্রী হয়েন অস্থির।
ভৃত্য কহে বিক্রমে বাঁধিছে বনবীর॥
ধাত্রী বুঝে নিরাপদে রাজ্য ভুঞ্জিবারে।
বিক্রমজিৎকে বনবীর হত্যা করে॥
উদয়ের পালা হবে বিক্রমের পরে।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধাত্রী তাহা পারে বুঝিবারে॥
কি করিয়া উদয়ের প্রাণরক্ষা পায়।
ভাবি অবশেষে এক চিন্তিল উপায়॥
ফলের ঝুড়ির মাঝে উদয়ে রাখিল।
পাতা দিয়া তাহার উপর ঢাকি দিল॥
ভৃত্য নাপিতের হাতে দিল সেই ঝুড়ি।
বলিল ইহারে লইয়া যাও দুর্গ ছাড়ি॥
আপন তনয়ে ধাত্রী আচ্ছাদন করি।
শোয়াইয়া রাখে উদয়ের শয্যাপরি॥
সেই ক্ষণে বনবীর পশে সেই ঘরে।
"উদয় কোথায় আছে" পুছিল ধাত্রীরে॥
ভয়ে নাহি সরে বাক্য ধাত্রীর বদনে।
অঙ্গুলিতে দেখাইয়া দেয় শয্যাপানে॥
ধাত্রীর সম্মুখে অসি খুলে বনবীর।
বসাইল বালকের হৃদয়ে গভীর॥

মেবার মহিমা

ক্রন্দনের ধ্বনি পুনঃ উঠে অন্তঃপুরে।
সবে ভাবে সঙ্গের তনয় বুঝি মরে॥
সেই রাত্রে অগ্নি যোগে বালকের দেহ।
ভস্মসাৎ হৈল সত্য না জানিল কেহ॥
কান্দিতে কান্দিতে ধাত্রী চিতোর ছাড়িয়া।
চলিল উদয়ে যথা দিল পাঠাইয়া॥
হেথা ভৃত্য চিতোর হইতে কিছু দূরে।
উদয়ে লইয়া দাঁড়াইল নদীতীরে॥
সেথা আসি মিলে ধাত্রী ভৃত্যের সহিত।
চলিল উভয়ে মিলি দেওলা ত্বরিত॥
দেওলা রাজার চিত্তে উপজিল ভয়।
উদয়ে আশ্রয় দিতে স্বীকার না হয়॥
ডোঙ্গার পুরে তবে তাহারা চলিল।
সে রাজাও ভয় পেয়ে সাহায্য না দিল॥
বহু গিরি উপত্যকা অরণ্য প্রান্তর।
অতিক্রম করি তারা চলিল ইদর॥
বনবাসী ভীলগণ সাহায্য করিল।
আরাবল্লী অতিক্রমি কুম্ভমীর গেল॥
"আশা সাহ" জৈন তথা দুর্গ অধিপতি।
ক্রোড়ে শিশু দিয়া বলে ধাত্রী বুদ্ধিমতী॥
"দেখহ তোমার ক্রোড়ে তোমার রাজারে।
বিপন্ন হয়েছে এবে বাঁচাও তাহারে॥

ভয় পেয়ে আশা সাহ ইতস্ততঃ করে।
মাতা তার কাছে ছিল বলিল তাহারে ॥
"বিপদ লইতে শিরে পাও যদি ভয়।
প্রভু প্রতি ভক্তি নাই বুঝিনু নিশ্চয় ॥
প্রভুকে রক্ষিয়া কর কর্ত্তব্য পালন।
বিধির ইচ্ছায় হবে মঙ্গল সাধন ॥"
মাতার আদেশে সাহ হইল সম্মত।
উদয়ে রাখিয়া ধাত্রী হয় তবে গত ॥
উদয় কমলমীরে ক্রমে বড় হয়।
সবে শোনে শাহজীর ভ্রাতার তনয় ॥
দেখি বালকের রাজোচিত ব্যবহার।
ক্রমে লোকে জানে পরে রাজার কুমার

উদয়সিংহের রাজ্যাভিষেক

সালুম্ব্রা হইতে আসে বীর সহিদাস।
জগ আসে ছাড়ি তাঁর কৈলবা আবাস ॥
বাগোর হইতে সঙ্গ আর বীরগণ।
প্রামার চৌহান বীর করে আগমন ॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে পান্না বলে সকলেরে।
বাঁচাইল কেমনে সে উদয় সিংহেরে ॥
সত্য বলি তার কথা জানিল সকলে।
রাজটীকা পরাইল উদয়ের ভালে ॥

রাণা হৈয়া বনবীর গর্ব্বিত হইল।
চন্দ্রাবৎ বংশীয়েরে অপমান কৈল॥
তার ব্যবহার দেখি সকল সর্দার।
ক্রুদ্ধ হৈয়া ভাবে কিসে হবে প্রতিকার॥
এবে সবে শুনে যবে উদয় জীবিত।
চলে কুম্ভমীরে সবে হরষিত চিত॥
একে একে সব বীর ছাড়ে বনবীরে।
স্বল্পবল বনবীর রহিল চিতোরে॥
হেথা উদয়ের পক্ষ লয়ে মন্ত্রিবর।
আনিল সহস্র উদয়ের অনুচর।
প্রবেশ করিয়া তারা চিতোর মাঝারে।
দুর্গরক্ষাকারী সৈন্যগণে বধ করে॥
উদয় হইল রাণা ঘোষণা হইল।
বনবীর অসহায় চিতোর ছাড়িল॥
নাগপুর গিয়া রাজ্য করিল স্থাপন।
বংশধর তাহার ভোঁশলা রাজগণ॥
কুম্ভমীর হৈতে ফিরি আসিল উদয়।
আনন্দের রোল বড় চিতোরেতে হয়॥
অনেক তোরণ সৃষ্টি হইল নগরে।
পত্র পুষ্প মাল্য দোলে তাহার উপরে॥
কদলী বৃক্ষের সারি রোপে গৃহদ্বারে।
বৈতালিকগণ মঙ্গলগীত করে॥

"কমলমীর বিদাওনা" নাম সেই গান
আজিও উদয়পুরে গায় নারীগণ ॥
রাজপথ দিয়া করে উদয় গমন।
রমণীরা লাজাঞ্জলি করে বরিষণ ॥
সার্থক হইত সব উৎসব বিজয়।
বংশোচিত বীর যদি হইত উদয় ॥
কাপুরুষ কিন্তু হায় আছিল উদয়।
তার দোষে চিতোরের বড় দুঃখ হয় ॥

আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ

তখন বসিয়াছিল দিল্লী সিংহাসনে।
আকবর বাদশাহ বিখ্যাত ভুবনে ॥
আছিল যতেক রাজা ধরার উপর।
সকলের বড় বাদশাহ আকবর ॥
মোসলেম রাজা কোন শৌর্য্য ও বুদ্ধিতে।
আকবর সম হয় নাই পৃথিবীতে ॥
ভারতে বিশাল রাজ্য করিয়া স্থাপন।
রাজস্থান লৈতে তবে হয় তার মন ॥
মারবার রাজ্য তবে করে আক্রমণ।
তথায় মহর্ত্তা দুর্গ করিল গ্রহণ ॥
অম্বরের রাজা তবে ভীরু জয়মল।
তুলিয়া লইল গলে দাসত্ব-শৃঙ্খল ॥

মেবার মহিমা

প্রভুকে অধিক তুষ্ট করিবার তরে।
নিজ কন্যা দেয় রাজা আকবর করে ॥
আকবর অম্বর লইল যখন।
চিতোর লইতে তবে করে আয়োজন ॥
লইয়া বিশাল সৈন্য চলে আকবর।
চারিদিকে অবরোধ করিল চিতোর ॥
উদয়সিংহের ছিল রক্ষিতা রমণী।
অপরূপ রূপ তার অতি তেজস্বিনী ॥
সেনাদের অগ্রে থাকি করে ঘোর রণ।
তাহার দৃষ্টান্তে ভয়ে ছাড়ে সেনাগণ ॥
অকস্মাৎ অন্ধকার গভীর নিশীথে।
সৈন্য লৈয়া নামে নারী চিতোর হইতে ॥
মোগল সেনানী সব শীঘ্রগতি সাজে।
বহু সৈন্য বধি নারী ফিরে দুর্গ মাঝে ॥
মোগল সেনার মাঝে আতঙ্ক হইল।
হিন্দুদেবী করে রণ গুজব রটিল ॥
একবার মোগলের ব্যূহ ভেদ করি।
সম্রাট শিবির কাছে গিয়াছিল নারী ॥
অবশেষে বাধ্য হয়ে সেনা উঠাইয়া।
আকবর চলে দিল্লী নগরে ফিরিয়া ॥
চিতোর উৎসব সাজে সাজিল আবার।
আনন্দে উজ্জ্বল মুখ হয় সবাকার ॥

মেবার মহিমা

সভা মাঝে বসে রাণা উজ্জ্বল-বসন।
পরিহাস করি তিনি বলেন বচন॥
এবার মোগল সাথে যুদ্ধ যে হইল।
পুরুষ অপেক্ষা নারী শৌর্য্য দেখাইল॥
শুনি অপমানে ক্ষুব্ধ হয় বীরগণ।
রাণার রক্ষিতা স্ত্রীরে করিল হনন॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া রাণা বহুলোকে শাস্তি দিল।
বিবাদ ও অসন্তোষ অধিক বাড়িল॥
গৃহ বিবাদের কথা শুনে আকবর।
ভাবিল এ সুসময় লইতে চিতোর॥
পূর্ব্ব হৈতে বেশী সৈন্য সংগ্রহ করিল।
বহু আগ্নেয়াস্ত্র তার সঙ্গেতে লইল॥
চিতোরের কাছে গিয়া ফেলিল ছাউনি।
পাণ্ডালি হইতে বুঝি পাঁচ ক্রোশ জিনি॥
উপলক্ষ্য করি রাণা চিতোর ছাড়িয়া।
পরিবার সহ যান দূরে পলাইয়া॥
তথাপি আছিল সেথা বহু বীরগণ।
চিতোর রক্ষার তরে করে প্রাণপণ॥

পুত্ত ও জয়মল

চণ্ডবংশধর সেথা সহিদাস বীর।
রক্ষে সূর্য্যপোল দ্বার বিপদে সুস্থির॥

তাহার সাহস শৌর্য্য হয় চমৎকার
প্রতাপে শত্রুরে ব্যর্থ করে বার বার ॥
ত্যজে প্রাণ শেষে করি ভীষণ সমর।
সেনাপতি হয় তবে পুত্রবীরবর ॥
ষোড়শবর্ষীয় বীর অভিমন্যু প্রায়।
পূর্ব্ব যুদ্ধে তাহার পিতার প্রাণ যায় ॥
রাজপুত বীরগণ সকলে মিলিয়া।
সেনাপতি করে সবে পুত্রকে ডাকিয়া ॥
পুত্রের জননী ইহা করিয়া শ্রবণ।
তনয়ে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥
তোমার অদৃষ্ট বড় ভাল বলি মানি।
এত ছোট সেনাপতি কভু নাহি শুনি ॥
তব পিতা যুদ্ধে যবে ত্যজিল জীবন।
সহমৃতা হৈব বলি মোর হয় মন ॥
অতি শিশু ছিলে তুমি তোমার কারণ।
তোমারে পালিব বলি রেখেছি জীবন ॥
সার্থক হয়েছে শ্রম আজি মানিলাম।
তোমার বীরত্ব কথা কর্ণে শুনিলাম ॥
যাও পুত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে ত্যজহ জীবন।
তোমার বীরত্ব-যশে ভরুক ভুবন ॥
আমিও সুযোগ এই করিব গ্রহণ।
তোমার পিতার সাথে করিতে মিলন ॥

এত বলি বীরমাতা অসি বর্ম্ম লয়ে।
যুদ্ধযাত্রা করিলেন স্বামী চিন্তা করে॥
হেনকালে পুত্রপত্নী করি আগমন।
শ্বশ্রূরে বিনয় করি বলেন বচন॥
আমারে ফেলিয়া মাতঃ যাহ কি কারণ।
অনুমতি কর সাথে করিব গমন॥
শুনিয়া পুত্রের মাতা চাহে বধূ পানে।
অশ্রুজল ভরি আসে মাতার নয়নে॥
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তবে বলেন বচন।
আদরে বধূর মুখ করিয়া চুম্বন॥
যে দিন তোমারে বাছা আনিলাম ঘরে।
কতই না সাধ মোর আছিল অন্তরে॥
এ কোমল দেহ বর্ম্মে আবৃত করিয়া।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হবে যেতে সাথেতে লইয়া॥
স্বপনেও হেন চিন্তা কভু আসে নাই।
ভাবিতাম কিসে সুখী রহিবে সদাই॥
বিধাতার ইচ্ছা তবে হউক পূরণ।
যবনের সাথে চল করি গিয়া রণ॥
এতবলি বধূ দেহ বর্ম্মে আচ্ছাদিল।
তরবারি আনি তার হাতে তুলি দিল॥
প্রস্তর মূর্ত্তির সম পুত্র রহে চেয়ে।
রাজপুত বীরগণ দেখেন উভয়ে॥

সূর্য্য তাঁহাদের রূপ পাননি দেখিতে।
রাজপথে এবে সবে দেখিল চলিতে॥
রাজমার্গ অতিক্রমি চলে দুর্গদ্বারে।
মাইজিকা জয় সবে বলে সমস্বরে॥
একে একে দুর্গদ্বার সাতটি খুলিল।
দুর্গ ছাড়ি বীরনারী উভয়ে চলিল॥
কালান্তক যম সম শত্রুর মাঝারে।
পশিলেন দুইজন মৃত্যু লভিবারে॥
মাতা পত্নী উভে যবে মরে হেন মতে।
পুত্রও মরিল যুদ্ধ করি বিধিমতে॥
পুত্ত যবে লভিলেন বীরোচিত গতি।
রাঠোরিয়া জয়মল হন সেনাপতি॥
জয়মল তুল্য বীর না ছিল ভারতে।
তাহার সহিত শত্রু না পারে যুঝিতে॥
যেখানে বিপদ সেথা হন অগ্রসর।
সকলের আগে থাকি করেন সমর॥
বার বার ব্যর্থ যত্ন হন আকবর।
কেমনে লইবে দুর্গ ভাবে নিরন্তর॥
যতদিন জয়মল রহেন জীবিত।
পারিব না দুর্গ নিতে করেন নিশ্চিত।
একদিন আকবর বসিয়া শিবিরে।
দেখিলেন মূর্ত্তি এক দুর্গের প্রাচীরে॥

সৈন্য সমাবেশ করে অতি শীঘ্রগতি।
বেশ দেখি ভাবিলেন হবে দলপতি ।।
বন্দুক সংগ্রাম নামে নিজ হস্তে তুলি।
তাহারে করিয়া লক্ষ্য ছুড়িলেন গুলি ।।
সেই ব্যক্তি জয়মল নহে অন্য কেহ।
গুলি বিদ্ধ হয়ে তাঁর লোটাইল দেহ ।।
আঘাত পাইয়া মনে ভাবিলেন জয়।
চিতোর রক্ষার আর আশা নাহি হয় ।।
উত্তর প্রাচীর নষ্ট হয় গোলাঘাতে।
বেশী দিন আর না পারিবে দাঁড়াইতে ।।
কেমনে সংস্কার তার হবে বিধিমত।
গোলা গুলি বরিষণ হয় অবিরত ।।
দূর হৈতে গুলি'খেয়ে যাইবে পরাণ।
না চাহি এ হেন মৃত্যু বড় অপমান ।।
অসি হস্তে শত্রুমাঝে করিয়া গমন।
যুঝিয়া বীরের মত ত্যজিব জীবন ।।
শেষ সভা ডাকি সবে নিজ অভিপ্রায়।
বলিলেন ব্যক্ত করি জয়মল রায় ।।
সকলে বলেন এই প্রস্তাব উত্তম।
করিয়া সম্মুখ রণ ত্যজিব জীবন ।।
আবার অনলকুণ্ড জ্বালে সবে মিলে ।।
একে একে নারীগণ পশিল অনলে ।।

মেবার মহিমা

রাজপুত বীর যারা অবশিষ্ট ছিল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি জীবন ত্যজিল ॥
নয় রাণী পাঁচ রাজকন্যা দুই শিশু।
এই ঘোর মহাযুদ্ধে হইল গতাসু॥
ত্রয়োদশ সহস্র রমণী ধর্ম্ম তরে।
পশিল অনলকুণ্ডে প্রাণ ত্যজিবারে॥
ত্রিংশৎ সহস্র বীর নর নারীগণ।
স্বদেশের তরে করে জীবন অর্পণ ॥
শ্মশান সদৃশ পুরে পশে আকবর।
মন্দির প্রাসাদ আদি ভাঙ্গিল বিস্তর॥
চিতোরের রাজচিহ্ন সব লুপ্ত করে।
বৃহৎ নাকাড়া লয়ে যায় স্থানান্তরে॥
মন্দির হইতে লয় ঝাড়ের লণ্ঠন।
নিজ রাজধানী তরে লইল তোরণ॥
পুত্র জয়মল বীর দুজনার নাম।
রাজপুত গৃহে গৃহে পাইছে সম্মান॥
সিন্দূরে করিয়া লিপ্ত পুত্তের মূরতি।
দেবতার ন্যায় পূজে করিয়া ভকতি॥
আছুক হিন্দুর কথা শত্রু আকবর।
নির্ম্মাইল উভয়েরে মূর্ত্তি মনোহর॥
দিল্লীতে তাঁহার রাজপ্রাসাদ দুয়ারে।
স্থাপিল দুইটি মূর্ত্তি অতি সমাদরে॥

প্রতাপসিংহের রাজ্যাভিষেক

হেথায় উদয় রাণা ত্যজিয়া চিতোর।
কিছুদিন বেড়াইল অরণ্য ভিতর ॥
নগর উদয়পুর করিল স্থাপন।
চারি বর্ষ সেথা করে প্রজার পালন ॥
মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপে বঞ্চিয়া।
জয়মল হবে রাণা গেলেন বলিয়া ॥
জয়মল যায় সিংহাসনে বসিবারে।
প্রতাপ চড়িছে অশ্বে চলি যাইবারে ॥
হেনকালে কৃষ্ণ নামে বৃদ্ধ চন্দাবৎ।
উঠাইল জয়মলে ধরি তার হাত ॥
এই সিংহাসন তব জ্যেষ্ঠের আসন।
ভ্রম বশে তুমি ইহা কর আরোহণ ॥
একে একে উঠি সব বৃদ্ধ দলপতি।
প্রতাপে মানিল রাণা করিয়া প্রণতি ॥
রাণা হৈয়া প্রতাপের সুখ নাহি রয়।
যতদিন চিতোর না উদ্ধার করয় ॥
যে চিতোর বাপ্পাবীর করিল বিজয়।
কত পূর্ব্ব পিতৃগণ যেথা রাণা হয় ॥
কত শত বীর রক্তে ভিজে মাটি যার।
কত সতী পশিয়াছে অনল মাঝার ॥

শত্রু আজ করিয়াছে তাহা অধিকার।
প্রবেশ করিতে শক্তি নাহিক তাহার॥
এ চিন্তা হৃদয় তার দহে অবিরাম।
আহারে নাহিক সুখ শয়নে বিশ্রাম॥
নাহি তার রাজধানী কোষ শূন্য প্রায়।
বার বার যুদ্ধে সব বীর ধ্বংস পায়॥
ভারতের বাদশাহ বিপক্ষে তাঁহার।
অগণিত সৈন্য অস্ত্র অর্থবল যাঁর॥
রাজপুতনার ছিল যত নৃপবর।
মাড়বার বিকানীর বুন্দি ও অম্বর॥
এ দুর্দ্দিনে মেবারের পক্ষ ত্যাগ করি।
যায় যবনের পক্ষে ধর্ম্ম পরিহরি॥
বলিতে বিষম লজ্জা প্রতাপের ভাই।
মোগলের ভৃত্য হয়ে করিল লড়াই॥
কিন্তু প্রতাপের ছিল বীরের হৃদয়।
বিপদে কখনও নাহি মানে পরাজয়॥
বিপদ যতই বাড়ে পর্ব্বতের মত।
হৃদয়ে সঙ্কল্প তার দৃঢ় হয় তত॥
প্রতি গিরি প্রতি উপত্যকা রাজস্থানে।
তাঁহার বীরত্বে পূত চরিত্র বাখানে॥
প্রতি রাজপুত নিজ হৃদয়মন্দিরে।
স্থাপিয়া তাঁহার স্মৃতি পূজে ভক্তিভরে॥

পঞ্চ বিংশ বর্ষ ধরি আকবর সহ।
প্রতাপ করেন ঘোর রণ অহরহ ॥
কভু গিরি হইতে নামি আসেন ধাইয়া।
গিরি হইতে গিরি কভু যায় পলাইয়া ॥
আহার অভাবে হয় স্ত্রী-পুত্র কাতর।
কষ্টে বৃক্ষতলে যাপে নিশী বীরবর ॥
সন্ধি করিবারে আসে আকবর দূত।
বাদশা ছাড়িতে রাজ্য আছেন প্রস্তুত ॥
আকবরে রাজা বলি হইবে মানিতে।
এই সর্ত্ত শুধু হবে পালন করিতে ॥
প্রস্তাব শুনিয়া রাণা ক্ষুভিত অন্তর।
কিছুতে স্বীকার নাহি হয় বীরবর ॥
যতদিন বহে প্রাণ এ দেহ মাঝারে।
রাজা বলি অন্যে নাহি পারি মানিবারে ॥
বন্য ফল মূল খাব অরণ্যে রহিব।
তথাপি মোগলে প্রভু বলি না মানিব ॥
প্রতাপ রাণার ছিল যত অনুচর।
মোগল তাদিগে লোভ দেখায় বিস্তর ॥
কেন বৃথা কষ্ট পাও প্রতাপে সেবিয়া।
ভুঞ্জ সুখমান বহু তাঁহারে ত্যজিয়া ॥
বিশ্বাসঘাতক কিন্তু কেহ নাহি হয়।
আনন্দে প্রভুর সহ দুঃখ বরি লয় ॥

চন্দাবৎ জয়মল—পুত্রের সন্তান।
রাণা তরে ফুল্লমনে করে প্রাণ দান ॥
প্রতাপের শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বীরগণ।
স্বেচ্ছায় বিপদ দুঃখ করেন বরণ ॥
এই মতে যুদ্ধ করে প্রতাপের দল।
তাঁহার চরিত্রে হয় ভারত উজ্জ্বল ॥
প্রতিজ্ঞা করেন রাণা অজেয় হৃদয়।
যতদিন চিতোরের উদ্ধার না হয় ॥
ততদিন ভুর্জপত্রে করিব ভোজন।
তৃণশয্যা পাতি তাহে করিব শয়ন ॥
ত্যজিব যতনে সব বিলাস আরাম।
শত্রুজয় ভিন্ন নাহি রবে অন্য কাম ॥
আদেশ করেন রাণা তাঁর প্রজাগণে ॥
সমতল ছাড়ি যেন যায় সবে বনে ॥
মোগল বিজিত দেশ ছাড়ি সবে চলে।
সে প্রদেশে একটীও দীপ নাহি জ্বলে ॥
একদিন চলে রাণা অনুচর সহ।
দেখে যদি আদেশ অন্যথা করে কেহ ॥
নিজ চক্ষে দেশের যে অবস্থা দেখিল।
তাহে অশ্রুজলে তার নয়ন ভাসিল ॥
বহুলোক গৃহপূর্ণ আছিল যে দেশ।
মরুভূমি প্রায় হয় নাহি শব্দ লেশ ॥

মেবার মহিমা

শস্য পরিপূর্ণ যেই ছিল বসুন্ধরা।
এখন হইল তাহা তৃণ গুল্ম ভরা॥
জন্মিল বাবুল গাছ রাজপথ ভরি।
চলিতে না পারে কেহ তাহার উপরি॥
যেই গৃহমাঝে লোক করিত বসতি।
ব্যাঘ্র আদি বাস করে তাহাতে সম্প্রতি॥
বোনাস নদীর তীরে একটা রাখাল।
নাহি কেহ ভাবিয়া চরায় মেষপাল॥
হেনকালে রাণা তথা হন উপনীত।
রাখালে দেখিয়া তিনি অতি ক্রুদ্ধচিত॥
পুছে তারে কেন মেষ চরাইছ হেথা।
জানিয়া আদেশ কেন করিছ অন্যথা॥
রাজাদেশ যদি নাহি মানে একজন।
ক্রমে ক্রমে কেহ নাহি করিবে পালন॥
নিরুদ্বেগে শত্রুরা ভুঞ্জিবে এই দেশ।
ব্যর্থ হবে আমাদের প্রয়াস অশেষ॥
অবিশ্বাসী রাজদ্রোহী যেই ব্যক্তি হয়।
মৃত্যু সমুচিত দণ্ড তাহার নিশ্চয়॥
এত বলি নিজ অসি করিয়া বাহির।
হতভাগ্য রাখালের কাটিলেন শির॥

রাণা প্রতাপ ও রাজা মানসিংহ

হেথা ভরমল নামে জয়পুর পতি।
আকবরে প্রভু বলে করিয়া প্রণতি॥
বাদশাহে বেশী তুষ্ট করিবার তরে।
নিজ কন্যা সমর্পণ করে তার করে॥
ভরমল পৌত্র মানসিংহ নাম তার।
হয় বড় সেনাপতি মোগল সেনার॥
সুদূর কাবুল হৈতে বাঙ্গলা অবধি।
যুদ্ধে জয় করে মানসিংহ শৌর্য্য-নিধি॥
প্রতাপ যদিও ছিল প্রতিপক্ষ রণে।
মানসিংহ তথাপি প্রতাপে বড় মানে॥
একবার শোলাপুর করিয়া বিজিত।
মানসিংহ ফিরিছেন হরষিত চিত॥
মেবারের পাশ দিয়া চলেন যখন।
ভাবেন প্রতাপ সাথে করিব মিলন॥
প্রতাপের কাছে দূত করেন প্রেরণ।
প্রতাপ করিতে দেখা অগ্রসর হন॥
উদয়সাগর তীরে প্রতাপ আসিয়া।
মানসিংহ তরে সেথা রহেন বসিয়া॥
যথাকালে মানসিংহ হৈয়া উপনীত।
দেখেন ভোজন দ্রব্য সকলি সজ্জিত॥

প্রতাপ না ছিল তথা তাঁহার তনয়।
অমর আসিয়া মা'নে আগু বাড়ি লয়॥
প্রতাপ না আসে কেন তাহার কারণ।
মানসিংহ পুছিলেন, ক্ষুব্ধ তাঁর মন॥
ইতস্ততঃ করি তবে বলিল অমর।
"শিরঃপীড়া হেতু পিতা হয়েছে কাতর॥
অপেক্ষা করিতে পিতা করেছে বারণ।
দয়া করি এই অন্ন করুণ গ্রহণ॥"
গম্ভীর হইয়া "মান" বলেন বচন।
"কেন তার শিরঃপীড়া জানি সে কারণ॥
এই কথা পুছি তারে করিয়া বিনয়।
শিরঃপীড়া যতদিন আরোগ্য না হয়॥
ততদিন মোর সাথে একত্র আহার।
কভু নাহি হবে ইহা ইচ্ছা কি তাহার?"
ইহা শুনি প্রতাপ জানান দূতমুখে।
"একত্রে আহার করি নাই বড় দুঃখে॥
নিজ ভগ্নী মোগলের হাতে দেন যিনি।
মোগলের সাথে খানা খান মনে জানি॥
প্রতাপ তাঁহার সাথে খাইতে না পারে।
এই কথা দূত তুমি বলিও তাঁহারে॥"
অপমানে "মান" নাহি করিল ভোজন।
উঠে দেবতারে করি অন্ন নিবেদন॥

যাইবার কালে "মান" বলে রোষ ভরে।
"খর্ব্ব হবে তব গর্ব্ব আমার এ করে ।।
এই দেশে প্রতাপ না পাইবে আশ্রয়।
নচেৎ আমার নাম মানসিংহ নয় ।।"
প্রতাপ সম্মুখে আসি বলেন বচন।
"সুখী হব যদি পুনঃ পাই দরশন ।।
প্রতাপের অনুচর বলে ব্যঙ্গ ভরে।
"সঙ্গেতে আনিবে তব পিসা আকবরে ।।"
ভোজন সামগ্রী ছিল সে ভূমি উপরে।
খুঁড়ি তাহা গঙ্গাজল দিয়া শুদ্ধ করে ।।
যে সকল রাজপুত উপস্থিত ছিল।
স্নান করি বস্ত্র ছাড়ি পবিত্র হইল ।।
এ সকল কথা যবে শুনে আকবর।
হইল সে অতিশয় কুপিত অন্তর ।।
প্রতাপ সিংহেরে সমুচিত দণ্ড দিতে।
আজ্ঞা পায় সেনাপতি সৈন্য সাজাইতে ।।
দিল্লী ছাড়ি আকবর চলে আজমীর।
নিজে নিবে যুদ্ধভার করে ইহা স্থির ।।
যুবরাজ সেলিম হইল সেনাপতি।
রাজা মানসিংহ চলে সৈন্যের সংহতি ।।

হলদিঘাটের যুদ্ধ

চারিদিকে শৈলমালা মধ্যে স্রোত করে খেলা
হলদিঘাট বিশাল প্রান্তর।
সেথা লয়ে সৈন্যগণ প্রতাপ করিতে রণ
রহিলেন নির্ভীক অন্তর॥
বাইশ হাজার সেনা বহু চেষ্টা করি নানা
সংগ্রহ করিয়া রাখে সেথা।
মোগলের সৈন্যগণ সংখ্যাতীত অগণন
মানসিংহ আসে হৃষ্ট চেতা॥
কামান বন্দুক নানা আনে মোগলের সেনা
হস্তী অশ্ব বহু সাজাইয়া।
প্রতাপ পর্ব্বত শিরে তীরন্দাজ ভীলবীরে
সাজাইল কৌশল করিয়া॥
দুই সৈন্য মুখোমুখি সুযোগ হইল দেখি
গোলন্দাজ চালাইল গোলা।
প্রতাপ না পায় ভয় হৃষ্ট হইয়া অতিশয়
শত্রু সৈন্য মাঝারে ধাইলা॥
মানসিংহ স্থিরমতি আশ্চর্য্য হইল অতি
হেন রণ কভু নাহি দেখে।
মুষ্টিমেয় সৈন্য লয়ে আসিছে অকুতোভয়ে
মৃত্যুরে আনিছে রাণা ডেকে॥

সম্মুখে দক্ষিণে বামে কামান অনল হানে
রাজপুত গ্রাহ্য নাহি করে।
লোহিত পতাকা উড়ে যেন প্রলয়ের ঝড়ে
ঘর্ম্ম ঝরে অশ্ব কলেবরে ॥
শত্রু ব্যূহ ভেদ করি ছিন্ন ভিন্ন করি অরি
ছুটিলেন প্রতাপ সম্মুখে।
মানসিংহ কোথা আছে মোগল বাহিনী মাঝে
তারে খুঁজি ছুটে চারি দিকে ॥
কোথায় গেলেন রাণা বলি রাজপুত সেনা
ছুটে চলে তাহার পশ্চাতে।
বরষার ধারা সম হয় অস্ত্র বরিষণ
কেহ গ্রাহ্য করে না তাহাতে ॥
"রাণাকে বাঁচাতে হবে" বলি দলপতি সবে
ধেয়ে যায় তাঁর চারিধারে।
সমুদ্রের জল সম সেথা শত্রু অগণন
রাণা চলে তাহার মাঝারে ॥
মানসিংহে নাহি পায় কিন্তু দূরে দেখা যায়
হস্তি পৃষ্ঠে রয়েছে সেলিম।
ছুটিল প্রতাপ সেথা সবে নিষেধিল বৃথা
এ হেন বীরত্ব অপ্রতিম ॥
সেলিমের চারিধারে শরীর রক্ষক মরে
ভেদ করি প্রতাপ চলিল।

মেবার মহিমা

প্রতাপে রোধিতে পারে হেন শক্তি নাহি ধরে
রক্ত স্রোত পৃথ্বী ভাসাইল ॥
সেলিমের হস্তি শিরে দুই পদ তুলি ধরে
প্রতাপের ঘোটক চৈতক।
প্রতাপের বর্ষাঘাতে মাহুত পড়ে ভূমিতে
প্রমাদ গণিল শত্রু লোক ॥
হাওদার চারিধারে লোহার বেষ্টনী ঘিরে
সেথা বর্ষা বিফল হইল।
পৃষ্ঠে লয়ে সেলিমেরে হস্তি দাঁড়াইল ফিরে
তীর বেগে ছুটি পলাইল ॥
প্রতাপের শিরোপরে রক্তধ্বজ শোভা করে
বহুদূর হৈতে দেখা যায়।
করি ঘোর কলরব ছুটেআসে শত্রু সব
চারিদিকে বেড়িল রাণায় ॥
রাজপুত সৈন্যগণ আসি করে ঘোর রণ
বাঁচাইতে হইবে রাণারে।
কেমনে রাণারে লয়ে যাইবে বাহির হয়ে
সবে চিন্তে হৃদয় মাঝারে ॥
স্তূপাকারে হৈল শব কত মৈল কিবা কব
শোণিতের স্রোত বহি যায়।
হিন্দু আর মুসলমানে কোন ভেদ নাহি মানে
সবে শোয় অনন্ত শয্যায় ॥

"শিরে রাজছত্র শোভে, "ছত্র রাখ" বলে সবে
"ছত্র দেখি চিনেছে তোমারে"
রাণা বলে "নাহি হবে শত্রু সে হাসিয়া কবে
ভয়ে রাণা রাজচিহ্ন ছাড়ে" ॥
একবার দুইবার বার বার তিন বার
হিন্দু করে রাণারে উদ্ধার।
যত বার ত্রাণ করে পুনরায় শত্রু ঘিরে
আজিকার বিপদ দুর্ব্বার ॥
সাতটি অস্ত্রের চিহ্ন করে রাণা দেহ ছিন্ন
যুঝে রাণা ভ্রূক্ষপ না করে।
বর্ষার ক্ষত তিন একটি গুলির চিন
তিন ক্ষত হয় তরবারে ॥
আর না বাঁচান যায় সমুদ্র তরঙ্গ প্রায়
আসিতেছে শত্রু অবিরাম।
হেন কালে জোর করি রাজ ছত্র লয় কাড়ি
ঝালাপতি মান্না তার নাম ॥
শিরে রাজ ছত্র লয়ে মান্না চলিলেন ধেয়ে
আরও বেশী শত্রু সৈন্য মাঝে।
শত্রু ভাবে ঐ বুঝি রাণা চলিছেন যুঝি
ছুটে যায় ঝালাপতি কাছে ॥
নিজ বীরগণ লয়ে শত্রু পরিবৃত হয়ে
ঝালাপতি ত্যজেন জীবন।

"মোদের জীবন যাক রাণা পরিত্রাণ পাক"
শেষ চিন্তা করে বীরগণ।
"মান্না বংশধর যত আজি হৈতে অবিরত
রাজচিহ্ন সকল ভুঞ্জিবে॥
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রাণা করিলেন এ ঘোষণা
"মোর পাশে দক্ষিণে বসিবে"
চৈতক রাণার অশ্ব অবকাশ পায়।
প্রভুকে লইয়া তবে পলাইয়া যায়॥
খোরাসানি মুলতানী দুই সেনাপতি।
প্রতাপ রাণার পাছে ছুটে শীঘ্র গতি॥
সম্মুখে আছিল পথে ক্ষুদ্র এক নদী।
চৈতক লাফ দিয়া পার হয় যদি॥
নদী পার হৈতে দেরী করিল যবন।
চৈতক ছুটিয়া আগে চলে ততক্ষণ॥
কিন্তু অশ্ব হয়েছিল শ্রান্ত কলেবর।
বহু অস্ত্রাঘাতে রক্ত পড়ে নিরন্তর॥
দ্রুতপদে ছুটিবারে আর পারিল না।
শত্রু অশ্ব পদধ্বনি পাছে শোনে রাণা॥
অবসন্ন হয়ে আসে রাণার শরীর।
শত্রু হস্তে প্রাণ বুঝি ত্যজিবেন বীর॥
হঠাৎ কাহার কণ্ঠ যেন পরিচিত।
শুনি হইলেন রাণা অতি চমকিত॥

মেবার মহিমা

পিছু হতে বার বার আসে কণ্ঠধ্বনি।
*"হো নীল ঘোড়ার সোর খাড়া রহ তুমি" ॥
দেখিলেন রাণা চেয়ে পিছন ফিরিয়া।
ভ্রাতা শক্ত আসিতেছে অশ্ব আরোহিয়া ॥
বহু পূর্ব্বে শক্তসিংহ প্রতাপে ছাড়িয়া।
মোগলের পক্ষ নিয়াছিল দিল্লী গিয়া ॥
মোগলের পক্ষ হয়ে শক্ত যুদ্ধ করে।
দেখে কে পলায়ে যায় নীল অশ্বপরে ॥
প্রতাপের শৌর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল।
বিপদ দেখিয়া তার কাতর হইল ॥
অশ্ব ছুটাইয়া শক্ত চলে তার পাছে।
ক্রমে আসে শক্ত দুই মোগলের কাছে।
অসির আঘাতে তারা উভয়ে পড়িল।
ভয় নাই বলি শক্ত প্রতাপে ডাকিল ॥
দুই ভাই স্নেহভরে করে আলিঙ্গন।
সেইক্ষণে ক্লান্ত অশ্ব ত্যজিল জীবন ॥
প্রভুভক্ত অশ্বতরে স্মৃতি স্তম্ভ হয়।
চৈতকের চবুতারা লোকে আজও কয় ॥

---

*ওহে নীল অশ্বের আরোহী, তুমি দাঁড়াও।

প্রতাপের মহত্ত্ব

এই মতে হলদিঘাটে যুদ্ধ শেষ হৈল।
রাজপুত চতুর্দ্দশ সহস্র মরিল ॥
রাণার নিকট জ্ঞাতি মরে পাঁচশত।
রাণার দেড়শ অনুচর হৈল হত ॥
বহুদিন পূর্ব্বে গবালিয়র ভূপতি।
রাজ্য হারাইয়া করে মেবারে বসতি ॥
তাঁর সাথে ছিল বহু অনুচরগণ।
অতিথি বৎসল রাণা করেন পালন ॥
প্রাণ দিয়া আজ ঋণ পরিশোধ করে।
রাজা পুত্র আর পাঁচশত অনুচরে ॥
কুম্ভমীরে যায়,রাণা যুদ্ধে যবে হারে।
মোগল সেনানী তাহা অবরোধ করে ॥
রাণার বীরত্বে দুর্গ না পারে লইতে।
ষড়যন্ত্র করে কূপ-জলে বিষ দিতে ॥
দুর্গ ছাড়ি যান রাণা পর্ব্বত মাঝারে।
ভাস সোণিগুয়া রহে দুর্গ রক্ষা তরে ॥
শত্রু যবে দুর্গ লয় তাঁন দেয় প্রাণ।
সেই সঙ্গে রাজ-কবি স্বর্গধামে যান ॥
রচিল যে সব শ্লোক সেই কবিবর।
আজিও মেবারে শোনা যায় নিরন্তর ॥

মেবার মহিমা

দেশের দুর্দ্দিনে কবি ধরিলেন অসি।
ঘোর বিপদের মাঝে চলি যান হাসি ॥
মানসিংহ মহাবৎ খাঁ ফরিদ মিলে।
চারিদিক হৈতে রাণারে ঘিরি ফেলে ॥
এক গিরি হৈতে রাণা অন্য গিরি যান।
দুই দিন একস্থলে বিশ্রাম না পান ॥
তথাপি প্রতাপসিংহ ক্লান্তি নাহি মানে।
সুযোগ পাইলে যুদ্ধ করে শত্রু সনে ॥
একদা ফরিদ পান রাণার সন্ধান।
গিরি পথে চলি তারে ধরিবারে যান ॥
অকস্মাৎ প্রতাপ নামিল গিরি হৈতে।
আগে পাছে অবরোধ করিল ফরিদে ॥
দুই পাশে উচ্চ গিরি যাইবে কোথায়।
একটী মোগল সেনা রক্ষা নাহি পায় ॥
এইরূপে যুদ্ধ চলে কাটে বহুদিন।
প্রতাপের ক্ষুদ্র সেনা ক্রমে হয় ক্ষীণ ॥
পুত্র পরিবার সব পাছে বন্দী হয়।
এই ভয়ে রাণা সদা চিন্তিতহৃদয় ॥
একবার শত্রু অতি নিকটে আসিল।
প্রভুভক্ত ভীলগণ সবে রক্ষা কৈল ॥
বেতের ঝুড়ির মাঝে সকলে রাখিয়া।
কাঁধে লয়ে ভীলগণ যায় পলাইয়া ॥

খাদ্য দিয়ে বহু যত্নে পালন করিল।
অসভ্য মহৎ কত তাহা দেখাইল॥
বহু কষ্টে দুশ্চিন্তায় কাটিছে জীবন।
স্বাধীনতা রাখে তবু রাণা দৃঢ়পণ॥
এহেন মহত্ব কেহ নাহি দেখে কোথা।
প্রতি রাজপুত বীর নোয়াইল মাথা॥
শত্রু মাঝে ছিল যার উদার চরিত।
তারাও মহত্ব দেখি হইল মোহিত॥
আকবর সভাসদ প্রধান যে জন।
খান খানা নাম তার অতি উচ্চ মন॥
রচিল কবিতা এক অতি মনোহর।
প্রতাপের বীরত্বে প্রশংসে বহুতর॥
"সকলই নশ্বর এই পৃথিবী মাঝারে।
বন ভুমি কিছুই না রবে চিরতরে।
মহত্তের গুণাবলি রহিবে সতত।
প্রতাপের শৌর্য্যে দেশ হয় সমুন্নত॥
হে প্রতাপ ছাড়িয়াছ ধন রাজ্য সব।
কিন্তু সর্ব্ব উচ্চে দেখি শোভে শির তব॥
বিদেশী বিধর্ম্মী আমি চরণে তোমার।
বার বার ভক্তি-ভরে করি নমস্কার॥"
এই মতে শ্লোক লিখি পাঠায় মোগল।
ফুল্ল হয় প্রতাপের হৃদয়-কমল॥

হেথা আকবর সদা ভাবে এই কথা।
কি করিয়া প্রতাপের নোয়াইবে মাথা॥
আমি হই শ্রেষ্ঠ রাজা * পৃথিবী মাঝারে।
ভিখারী প্রতাপ মোরে মান্য নাহি করে॥
এই কথা তার মনে হয় অবিরাম।
না পায় আহারে সুখ শয়নে আরাম॥
ছিল শ্রেষ্ঠ বীর যত সেনানী মাঝারে।
পাঠান সকল জনে যুদ্ধ করিবারে॥
তথাপি অজেয় রহে প্রতাপের মন।
খাদ্য নাই গৃহ নাই তবু করে রণ॥
আকবর আদেশ দিলেন সৈন্যগণে :
"প্রতাপে করিবে জব্দ যেমন তেমনে॥
অরণ্য পর্ব্বত যেথা লউক আশ্রয়।
বিশ্রাম করিতে তারে দিবেনা সময়॥
মোগল প্রতাপে কষ্ট দেয় নানা মতে।
অবসর নাহি দেয় খাইতে শুইতে।
আছে সীমা যার বেশী না যায় সহন।
প্রতাপের কষ্ট সীমা করিল লঙ্ঘন॥

* এই সময় আকবরের ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট বাস্তবিক পৃথিবীতে ছিল না।

প্রিয়তমা পত্নী আর পুত্র কন্যাগণ।
আহার অভাবে হায় করেন রোদন ॥
দুগ্ধফেননিভ শয্যা অভ্যস্ত যে জন।
গুহা মাঝে ভূমি পরে করিছে শয়ন ॥
সেখানেও প্রিয়জন নিরাপদ নয়।
শত্রু বুঝি আসে ঐ সদা হয় ভয় ॥
আহার প্রস্তুত করি যাইছে বসিতে।
সংবাদ আসিল শত্রু আসে আচম্বিতে ॥
করে পলায়ন সবে ত্যজিয়া আহার।
একবার নয় হেন হয় পাঁচ বার ॥
পত্নী আর পুত্রবধূ মিলিয়া উভয়।
বন্য শস্য হৈতে রুটি করে খান কয় ॥
এক এক পুত্র কন্যা পায় এক রুটি।
এখন খাইবে অর্দ্ধ রাখিবে অর্দ্ধটি ॥
নিকটে খাটিয়া পাতি প্রতাপ শয়ান।
নিজ ভাগ্য কথা ভাবে মুদিয়া নয়ন।
শুনিল হঠাৎ এক করুণ চীৎকার।
উঠি দেখে কন্যা কাঁদে করি হাহাকার ॥
বনের বিড়াল এক আঁচড়ি কন্যারে।
পলায়েছে রুটি লয়ে বনের মাঝারে ॥
ক্ষুধায় কাতর বালা করিছে ক্রন্দন।
দেখিয়া এ দৃশ্য টলে প্রতাপের মন ॥

মেবার মহিমা

পূর্ব্বে দেখিয়াছে রাণা করে যবে রণ।
শত্রু অস্ত্রাঘাতে মরে নিজ জ্ঞাতিগণ ॥
প্রাণপ্রিয় পুত্র মরে তাহার পার্শ্বেতে।
তথাপি ত হয় নাই দুঃখ রাণা চিতে ॥
বীর যুদ্ধে মরে তাহে কিবা শোক আর।
এইরূপ মৃত্যু তরে জীবন তাহার ॥
কিন্তু শিশু খাদ্য তরে ক্রন্দন করয়।
এ কষ্ট তাহার আর সহ্য নাহি হয় ॥
হেন মতে আমি রাজা না চাহি থাকিতে।
আকবর পাশে রাণা পাঠাইল দূতে ॥
"আকবর আজি প্রভু মানিলাম আমি।
লয়ে যাও সৈন্য তব ছাড়ি মোর ভূমি ॥
দূত-মুখে আকবর শুনিল সংবাদ।
হৃদয়ে হইল তার বড়ই আহ্লাদ ॥
আজিকে হইল পূর্ণ তাহার বাসনা।
আনন্দের আজ তাই নাহিক সীমানা ॥
আদেশ দিলেন আজ দিল্লী নগরীতে।
দীপমালা দিয়া প্রতি গৃহ সাজাইতে ॥
রাজপথ তোরণেতে হবে অলঙ্কৃত।
শানাইয়ের মিষ্ট ধ্বনি হইবে ঝঙ্কৃত ॥
এত বলি পৃথ্বীরাজে ডাকিয়া আনিল।
সগর্ব্বে রাণার লিপি তাকে দেখাইল ॥

পৃথ্বী ছিল বিকানীর রাজার কনিষ্ঠ।
সংগ্রামে নিপুণ তথা কবিত্বে বরিষ্ঠ ॥
বাধ্য হৈয়া থাকিত সে মোগলের সাথে।
প্রতাপের প্রশংসা করিত বহুমতে ॥
পৃথ্বী আকবরে বলেছিল বহুবার।
প্রতাপে অধীন করে হেন সাধ্য কার ?
তাই আজ গর্ব্বভরে সবার মাঝারে ॥
বাদশা রাণার লিপি দেখান পৃথ্বীরে।
এক বার দুই বার পৃথ্বী লিপি দেখে।
বিশ্বাস করিতে নাহি পারে নিজ চোখে ॥
অবশেষে দিল সেই লিপি ফিরাইয়া।
"বাদশা লিপি জাল" বলিল চিন্তিয়া ॥
প্রতাপের শত্রু তাঁর অনিষ্টের তরে।
রচিয়া এই জাল লিপি পাঠায় তোমারে ॥
প্রতাপ রাণারে আমি জানি ভালমতে।
সে না পারে কভু এই লিপি পাঠাইতে ॥
দিল্লী সিংহাসন যদি পায় সেই রাণা।
তথাপি এ হেন পত্র কভু লিখিবেনা ॥
অনুমতি দেন পত্র লিখিব তাঁহারে।
জাল কিংবা সত্য তাহা জানিব উত্তরে ॥"
হাসি আকবর তারে বলেন বচন।
"এই লিপি সত্য তাহা জানে মোর মন ॥

তথাপি সন্দেহ যদি হয়েছে তোমার।
পাঠাও তোমার পত্র নিকটে রাণার॥"
প্রতাপের মনে শক্তি সঞ্চারণ তরে।
পৃথ্বী এক পত্র লিখি পাঠান তাহারে॥
"হে রাণা যে পত্র তুমি করেছ প্রেরণ।
ইহা যে তোমার লেখা নাহি মানে মন॥
মোরা সব পড়িয়াছি অপমান-পঙ্কে।
চেয়ে আছি তোমা পানে শশী অকলঙ্কে॥
সমগ্র ভারত আজি চাহে তোমা পানে।
হিন্দুকুলসূর্য্য বলি সবে তোমা মানে॥
ছাড়ি তব উচ্চস্থান নির্ম্মল আকাশে।
পড়িবে কি পঙ্কে তুমি আমাদের পাশে॥
ভারতের রাজকুল সকলের মান।
মূল্য দিয়া ক্রয় করি লয় মুসলমান॥
বাজারে গ্রাহক হইয়াছে আকবর।
গেছে সব বাকী শুধু তুমি বীরবর॥
তুমিও কি বিকাইবে আজি এ বাজারে।
করিবে হিন্দুর লক্ষ্মী আশ্রয় কাহারে॥
মান স্বাধীনতা হারায়েছি চিরতরে।
অমূল্য ইহারা এবে পারি বুঝিবারে॥
এখনো তোমার আছে মান স্বাধীনতা।
হারিও না ইহাদের এ মোর বারতা॥

এক বার মাত্র হারাইলে ইহাদেরে।
নিশ্চয় করিবে দুঃখ চিরকাল তরে ।।
আজি আকবর রাজা অমর সে নয়।
গভীর দুঃখের পরে সুখ পুনঃ হয় ॥
সহিয়াছ এত যদি আর কিছু সহ।
সৌভাগ্য উদয় হবে নিশ্চয় জানহ ॥"
যথাকালে পৃথ্বী লিপি প্রতাপ পাইল।
অসীম উৎসাহে রাণা মাতিয়া উঠিল ।।
সৈনিক সহস্র দল পেত যদি রাণা।
তথাপি উৎসাহ এত তাঁর হইত না ॥
ভাবেন প্রতাপ আমি যাব দূর স্থানে।
স্বাধীনতা রক্ষা আমি করিব সেখানে ।।
মরুভুমি পার হৈয়া যাব সিন্ধু দেশ।
রাজ্য যাক স্বাধীনতা ছাড়িব না লেশ ॥
পরিবারবর্গ লয়ে প্রতাপ চলিল।
বীর অনুচরবৃন্দ সঙ্গেতে চলিল ।।
গিরি অতিক্রমি চিন্তা হইল তাঁহার।
কেমনে দুস্তর মরু হয়ে যাব পার ॥
হেনকালে মন্ত্রী তাঁর ভাম শাহ নাম।
নিবেদন করে তাঁরে করিয়া প্রণাম ॥
আমরা করেছি বহু পুরুষ ধরিয়া।
মেবারের মন্ত্রি-কার্য্য যতন করিয়া ॥

সঞ্চয় করেছি মোরা কত রত্ন ধন।
করিলাম সব আজ তোমারে অর্পণ ॥
এই ধন লয়ে তুমি মেবার উদ্ধার।
করিবে ইহাই ইচ্ছা একান্ত আমার ॥
হাজার পঁচিশ সৈন্য দ্বাদশ বৎসর।
পালন হইবে সবে জেনো বীরবর।
প্রতাপ মন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনি।
চেয়ে রহে তার পানে নাহি সরে বাণী ॥
আজিও মেবারবাসী কৃতজ্ঞ অন্তরে।
মেবারের ত্রাতা বলি ভামশাহে স্মরে ॥
প্রতাপ ভাবিল যদি হইল সুযোগ।
একবার শেষ চেষ্টা করিব নিয়োগ ॥
পৃথ্বীরাজ-বিরচিত শ্লোকের ঝঙ্কার।
তখনও রাণার কর্ণে বাজে বারম্বার ॥
রাজপুত সৈন্য কিছু সংগ্রহ করিয়া।
আবার চলিল রাণা মেবারে ফিরিয়া ॥
শত্রু যবে ভাবে রাণা মরুর মাঝারে।
রাণা তবে বহু দুর্গ অধিকার করে ॥
দেওয়ীরে মোগল সৈন্য করি পরাজয়।
আমা হতে দুর্গ রাণা করিল বিজয় ॥
কুম্ভমীর দুর্গ তবে করে আক্রমণ।
শত্রু হারাইয়া তাহা করিল গ্রহণ ॥

যেমন বীরত্ব তাঁর তেমনি ক্ষিপ্রতা।
চমৎকৃত হৈল লোকে শুনি তাঁর কথা ॥
বত্রিশটি দুর্গ লয় দেখিতে দেখিতে।
আশ্চর্য্য হইল যেবা পাইল শুনিতে ॥
চিতোর মণ্ডলগড আজমীর ব্যতীত।
সমগ্র মেবার রাণা কৈল অধিকৃত ॥
তারপর আকবর প্রতাপের সনে।
কেন যুদ্ধ না করিল কেহ নাহি জানে ॥
কেহ বলে প্রতাপের মহত্ত্ব দেখিয়া।
বিমুগ্ধ হইয়াছিল মোগলের হিয়া ॥
কেহ বলে মোগলের হিন্দু সেনাগণ।
নাহি চাহে প্রতাপের সাথে হবে রণ ॥
চিতোর লইতে নাহি পারিয়া প্রতাপ।
দিবানিশি তাঁর হয় বড় মনস্তাপ ॥
উদয়পুরের ধারে পাহাডে উঠিয়া।
চিতোর গড়ের দিকে থাকেন চাহিয়া ॥
রাণা যবে থাকিতেন সেখানেতে বসি।
অতীতের শত ছবি হৃদে উঠে ভাসি ॥
ঐ যান বাপ্পা বীর অশ্বে আরোহিয়া।
চিতোরের সিংহাসন লয়েন কাড়িয়া ॥
ঐ যে সমরসিং চিতোর ছাড়িয়া।
চলেন লভিতে মৃত্যু সমর করিয়া ॥

একাদশ পুত্র সহ নামেন লক্ষ্মণ।
একে একে যুদ্ধ করি ত্যজিল জীবন ॥
রাজছত্র শোভে ঐ বাগ্‌জীর শিরে।
একদিন হৈয়া রাণা যুদ্ধ করি মরে ॥
পুত্রের জননী পুত্রবধূ সাথে করি।
সমরে চলেন ঐ বর্ম্ম অসি ধরি ॥
ঐ পুত্র মরে ঐ বীর জয়মল।
গোলা খেয়ে যান ছুটে মথি শত্রুদল ॥
উদয় সে কাপুরুষ করে পলায়ন।
মনঃক্ষোভে রাজলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হন ॥
ঐ নেমে আসে ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি।
দুর্গের প্রাচীর চারিদিকে ফেলে গ্রাসি ॥
কতবার কত পূর্ব্বপুরুষ শোণিতে।
ভিজিল প্রস্তর সব মনে পড়ে চিতে ॥
আজি সে চিতোর মোগলের অধিকার।
প্রবেশ করিবে হেন শক্তি নাই তাঁর ॥
ভীরু উদয়ের যদি জন্ম না হইত।
চিতোর শত্রুর হাতে কভু না যাইত ॥
প্রতাপের দেহ জীর্ণ হয় চিন্তাজ্বরে।
অকাল বার্দ্ধক্য তাঁরে আক্রমণ করে ॥
ক্রমে শেষ দিন তাঁর হইল আগত।
ক্ষুদ্র কুটিরেতে রাণা রহেন শায়িত ॥

মেবার মহিমা

তাঁর চারিধারে সমাগত বীরগণ।
রাণা ফেলে দীর্ঘশ্বাস করিল শ্রবণ॥
প্রধান সর্দ্দার তাঁরে পুছয়ে বচন।
মৃত্যুকালে শান্তি নাহি পাও কি কারণ॥
প্রতাপ বলিল ধীরে মনে ভয় হয়।
পাছে পুত্র শত্রু করে দেশ সমর্পয়॥
যুদ্ধ করা কষ্ট দেখি বিলাসী অমর।
হয়ত করিতে রণ হইবে কাতর॥

রাণা প্রতাপ কর্ত্তৃক মেবার উদ্ধার

একদিন লগ্ন হয়ে কুটিরের চালে।
অমরের শিরস্ত্রাণ পড়িল ভূতলে॥
বিরক্ত হইয়া পুত্র বলে ক্রুদ্ধ স্বরে।
হতভাগ্য যারা হেন ঘরে বাস করে॥
শুনি এইবাক্য মোর চিন্তা হয় মনে।
স্বেচ্ছা দৈন্য কি মহান্ পুত্র নাহি জানে॥
হ্রদতীরে আমি যেই রচেছি কুটির।
তাহা ভাঙ্গি তুলিবে প্রাসাদ উচ্চশির॥
এতবলি প্রতাপ নীরব যদি হয়।
পদতলে বসি তবে পুত্র তাঁরে কয়॥

মেবার মহিমা

প্রতিজ্ঞা করিনু তব চরণ ছুঁইয়া।
জন্মভূমি না সঁপিব যুদ্ধ না করিয়া॥
যতদিন চিতোর উদ্ধার নাহি হবে।
ছাড়ি দিব আমরা বিলাস চিন্তা সবে॥
আনন্দে রাণার মুখ উজ্জ্বল হইল।
প্রাণ বায়ু দেহ ছাড়ি শূন্যে মিলাইল॥
হে বরেণ্য বীর নমি চরণে তোমার।
তোমার উদয় আশীর্ব্বাদ বিধাতার॥
ভারত হইল ধন্য পাইয়া তোমারে।
পূজিব তোমার স্মৃতি মোরা ঘরে ঘরে॥
স্বদেশের কারণে সহিলে কত ক্লেশ।
ঘুরিলে কতই বনে ছাড়ি নিজ দেশ॥
অন্নাভাবে পুত্র কন্যা করে হাহাকার।
না করিলে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার॥
কর আশীর্ব্বাদ যেন আমরা সবাই।
তোমার স্বদেশ-প্রীতি এক কণা পাই॥

রাণা অমরসিংহ

অমর পাইল তবে পিতৃ-সিংহাসন।
দীর্ঘকাল শত্রু সনে নাহি হয় রণ॥
বিলাসী দুর্ব্বল ক্রমে হইল অমর।
মর্ম্মর-প্রাসাদ এক রচে মনোহর॥

কালক্রমে আকবর লভিল মরণ।
তার পুত্র জাহাঙ্গীর পায় সিংহাসন ॥
মেবার করিব জয় করি ইহা স্থির।
পাঠাইল সুবিপুল সেনা জাহাঙ্গীর ॥
ক্রমে ক্রমে অমরের কুসঙ্গী জুটিল।
না করিহ যুদ্ধ বলি কুমন্ত্রণা দিল ॥
কি করি ভাবিছে রাণা বসিয়া সভায়।
হেনকালে দলপতিগণ সেথা যায় ॥
শত্রু আসিতেছে নাহি যুদ্ধ আয়োজন।
বিলাস-সাগরে রাণা রয়েছে মগন ॥
ইহা দেখি রুষ্ট চিত্তে দলপতিগণ।
রাণারে সম্বোধি সবে বলিল বচন ॥
"তোমার পিতারে রাণা করহ স্মরণ।
মৃত্যুকালে তোমারে যে বলিল বচন ॥
তুমিও বলিলে স্পর্শি তাঁহার চরণ।
শত্রু করে না করিবে দেশ সমর্পণ ॥
শত্রু আজ দ্বারে, তবু বল কি কারণ।
যুদ্ধ তরে নাহি কর কোন আয়োজন ॥
অমর কিছুই নাহি বলিল বচন।
দর্পণ সম্মুখে রহি করে প্রসাধন ॥
তবে চন্দাবৎ বীর বড় ক্রোধ করে।
দেখিলেন উপদেশে ফল নাহি ধরে ॥

বৃহৎ পিত্তল খণ্ড নীচে পড়েছিল।
আয়নাতে তাহা জোরে ছুড়িয়া মারিল ॥
বিদেশে প্রস্তুত মূল্যবান সে দর্পণ।
চুরমার হয়ে গেল করি ঝন ঝন ॥
অমরের হাত ধরি টানি লয়ে যায়।
জোর করি তারে অশ্বপৃষ্ঠেতে চড়ায় ॥
অন্য দলপতিগণ উঠে অশ্বপরে।
চন্দাবৎ বলে সম্বোধিয়া তাঁহাদেরে ॥
বন্ধুগণ জেনো ইহা কর্ত্তব্য মোদের।
অপযশ নাহি যেন হয় অমরের ॥
প্রতাপের কাছে করিয়াছি অঙ্গীকার।
পাপ হৈতে তাঁর পুত্রে করিব উদ্ধার ॥
এতবলি চন্দাবৎ অশ্ব ছুটাইল।
রাজপুত বীরগণ পশ্চাতে চলিল ॥
প্রথমে অমর বড় ক্রোধান্বিত হয়।
ক্রমে তার হৃদয়ে হইল জ্ঞানোদয় ॥
চন্দাবতে রাণা তবে বলিল বচন।
বড়ই বিপদ মোর কৈলে নিবারণ ॥
দেবীরের যুদ্ধক্ষেত্রে হয় ঘোর রণ।
মোগলে হারায়ে জয়ী হয় হিন্দুগণ ॥
পুনরায় বহু সৈন্য পাঠায় মোগল।
রণপুর এইবার হইল রণস্থল ॥

এবারেও মোগলের হয় পরাজয়।
মোগলের প্রায় সব সৈন্য ধ্বংস হয়॥
যুদ্ধে জয়ী যদিও হইল হিন্দুগণ।
বহু শ্রেষ্ঠ হিন্দুবীর লভিল মরণ॥
দেওগড় অধিপতি দুদো সঙ্গাবৎ।
অসিকর্ণ হরিদাস রাঠোর ভূপৎ॥
নারায়ণ দাস কেশোদাস পূর্ণমল।
কহিরদাস মুকুন্দদাস আর সূর্য্যমল॥
আর আর বহুবীর কত করি নাম।
শিশোদীয় কচ্ছতয়া রাঠোর চৌহাণ॥
দুইবার হারে যদি মোগল সেনানী।
রাজপুত করে বহু আনন্দ মেলানী॥
একে একে বহু দুর্গ অধিকার করে।
কোন দুর্গ বিনা যুদ্ধে আনে অধিকারে॥
ওণ্টালা নামেতে দুর্গ উচ্চ ভূমি পরে।
সেনা লয়ে চলে রাণা তাহা লইবারে॥
চন্দাবৎ শক্তাবৎ উভয় দলেতে।
কিছুদিন হতে দ্বন্দ্ব হয় হেন মতে॥
যুদ্ধে সর্ব্ব অগ্রে কেবা করিবে গমন।
ইহা হয় উভয়ের বিবাদ-কারণ॥
উভে চাহে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী স্থান।
এতকাল চন্দাবৎ পায় এ সম্মান॥

কিন্তু বহুবার যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ পরাক্রম।
দেখাইল শক্তবংশ সাহস অসম ॥
এই হেতু বলে তারা করহ বিচার।
যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে মোদের অধিকার ॥
চন্দ্রাবৎ বলে বহু পুরুষ ধরিয়া।
এই অধিকার মোরা এসেছি ভুঞ্জিয়া ॥
বিবাদের সমাধান করিবার তরে।
বহু চিন্তি উপায় অমর স্থির করে ॥
যে দল সর্ব্বাগ্রে করে ওণ্টালা প্রবেশ।
এই অধিকার তার জানহ বিশেষ ॥
অমর কহিল যাহা শুনিল উভয়ে।
দুর্গ লইবার তরে উপায় চিন্তয়ে ॥
সবে মিলি পরামর্শ করিয়া বিস্তর।
নিশি শেষে দুইদল হয় অগ্রসর ॥
আজ যুদ্ধে অগ্রে জয়া হবে যেই দল।
চিরকাল তারা বংশ করিবে উজ্জ্বল ॥
আত্মীয় স্বজনবর্গ প্রশংসা করিবে।
চারণের গীতে কীর্ত্তি ধ্বনিত হইবে ॥
জীবনের শ্রেষ্ঠক্ষণ হয় উপনীত।
অতুল উৎসাহে মাতে সকলের চিত ॥
শক্তাবৎ শীঘ্রগতি চলে দুর্গদ্বারে।
অসম সাহসে তাহা আক্রমণ করে ॥

চন্দাবৎ পথ নাহি ভাল মত জানে।
জলাভূমি হেতু হয় বিলম্ব গমনে ॥
অবশেষে মেষপাল পথ দেখাইল।
তখন তাহারা দুর্গ দেখিতে পাইল ॥
রজ্জুর সোপান ছিল তাহাদের সাথে।
তাহা দিয়া উঠে সবে প্রাচীরের মাথে ॥
দলপতি উঠে যায় সকলের আগে।
হেনকালে গোলা আসি তার গায়ে লাগে ॥
প্রাণহীন দেহ তার পড়িল বাহিরে।
ইহা দেখি তার দল হাহাকার করে ॥
হেথা শক্ত দলপতি চলে হস্তিশিরে।
দুর্গের দরজা হস্তী আক্রমণ করে ॥
দ্বার ভাঙ্গি প্রবেশ করিব দুর্গ মাঝে।
এই আশে শক্তাবৎ চালাইল গজে।
লৌহের শলাকা ছিল দ্বারের উপর।
বিদ্ধ হয় শিরে নাহি চলে করিবর ॥
অস্ত্রবরিষণ শত্রু করে নিরন্তর।
চারিদিকে রাজপুত পড়িল বিস্তর ॥
চন্দাবৎ দল হৈতে উঠে জয়ধ্বনি।
তাহারা দুর্গেতে বুঝি প্রবেশে এখনি ॥
বিলম্বে সকলি ব্যর্থ ভাবে শক্তাবৎ।
কেমনে রাখিব বংশ-মর্য্যাদা মহৎ ॥

অবশেষে উপায় দেখিল বীরবর।
গজ ছাড়ি নামে শীঘ্র ভূমির উপর॥
নিজ দেহ রাখে লৌহ-শলাকা উপরে।
হস্তী চালাইতে হস্তিপকে আজ্ঞা করে॥
হস্তিপক ইতস্ততঃ করিছে দেখিয়া।
বলে শক্তাবৎ তারে অত্যন্ত রুষিয়া॥
"মাহুত, চালাও হস্তী যত পার জোরে॥
নহিলে এক্ষণে আমি বধিব তোমারে॥"
অগত্যা মাহুত ছুটাইল গজবর।
ভাঙ্গিল দুর্গের দ্বার করি মড় মড॥
ছুটে শক্তাবৎ দল বলি জয় জয়।
আগে মোরা যাই দুর্গে করিল নিশ্চয়॥
এই মতে দলপতি ত্যজিল পরাণ।
তবু হায় তার দল না পায় সম্মান॥
চন্দাবৎ দলপতি আহত হইয়া।
ত্যজিয়া পরাণ যবে পড়ে গড়াইয়া॥
পাগল ঠাকুর নামে হয় দলপতি।
অসম সাহস মাত্র নাহি অন্য মতি॥
পূর্ব্ব দলপতি দেহ পৃষ্ঠে তুলি লয়।
প্রাচীর উপরে উঠে নির্ভীক হৃদয়॥
বর্ষার আঘাতে তার পড়ে শত্রুদল।
প্রাচীর শিখর ক্রমে করিল দখল॥

মৃতদেহ দুর্গ মাঝে ছুড়িয়া ফেলিল।
আগে ঢুকে চন্দাবৎ চীৎকার করিল ॥
চন্দাবৎ দল উঠে আনন্দে নাচিয়া।
ক্ষণমাঝে লহে তারা প্রাচীর লইয়া ॥
সেইক্ষণে শক্তাবৎ ভগ্ন করি দ্বার।
প্রবেশ করিল দুর্গে করিয়া চীৎকার ॥
শক্তাবৎ চন্দাবৎ হইল মিলিত।
উভয়ের আক্রমণে শত্রু পরাজিত ॥
মেবারের ধ্বজা উড়ে দুর্গের প্রাচীরে।
চন্দাবৎ পূর্ব্ব অধিকার রক্ষা করে ॥
বার বার হারিয়া চিন্তিত জাহাঙ্গীর।
হবে জয় কেমনে করিতে নারে স্থির ॥
অনেক চিন্তিয়া গৃহ-বিবাদের তরে।
প্রতাপের ভ্রাতাকে চিতোরে রাজা করে ॥
শুগ্র নাম ছিল তার কিছুদিন তরে।
রাজা হয় পরিত্যক্ত চিতোর নগরে ॥
কিন্তু বেশী দিন সেথা রহিতে না পারে।
আত্মগ্লানি হৈল তার অন্তর মাঝারে ॥
সর্ব্বদা হইত মনে দুর্গের প্রাচীর।
প্রতি গৃহ প্রতি দেবালয় উচ্চশির ॥
প্রস্তরের প্রতিখণ্ড নগর মাঝারে।
নীরব ভাষায় তাকে অপমান করে ॥

মেবার মহিমা

অমরে ডাকিয়া শুগ্র অর্পিল চিতোর।
আপনি চলিয়া গেল নির্জ্জন কন্দর ॥
পুনরায় জাহাঙ্গীর সেনা পাঠাইল।
স্বমনের গিরিবর্ত্মে ঘোর রণ হৈল ॥
হারিয়া মোগল সৈন্য পলায়ন করে।
আনন্দের রোল উঠে সমগ্র মেবারে ॥
আবার মোগল সেনা অগ্রসর হয়।
সেনাপতি হয় নিজে সম্রাট তনয় ॥
এবারও মোগল সেনা হৈল পরাজিত।
সম্রাটের পুত্র যুদ্ধে হইল নিহত ॥
সপ্তদশ বার রাণা যুদ্ধে জয়ী হয়।
জয়ী হয় কিন্তু বড় হৈল বলক্ষয় ॥
বিশাল মোগল রাজ্য সেনা অগণন।
পুনঃ হারে পুনঃ সৈন্য করে আগমন ॥
হেন অবস্থায় যুদ্ধ কতকাল হয়।
বুঝিল অমর আর বেশী দিন নয় ॥
জাহাঙ্গীর করে এবে মহা আয়োজন।
আসিয়া আজমীরে করে সৈন্যের চালন ॥
খুরম নামেতে পুত্র হয় সেনাপতি।
যিনি পরে হন সাজাহান দিল্লীপতি ॥
বিশাল মোগল সেনা হয় অগ্রসর
যুদ্ধ তরে আয়োজন করিল অমর ॥

কিন্তু বেশী সেনা সেথা পাইবে কোথায়।
বার বার যুদ্ধে সব বীর মারা যায়॥
বড় হয়ে উঠিবে যে তাদের তনয়।
যে সময় প্রয়োজন তাহা নাহি হয়॥
মোগলের দূত আসি বলিল বচন।
"সমগ্র রহিবে তব সব রাজ্য ধন॥
একটি মোগল তব দেশে নাহি রবে।
দিল্লী অধীশ্বরে শুধু মানিতে হইবে॥
এই মাত্র সর্ত্তে যদি রাণা রাজী হয়।
যুদ্ধে প্রয়োজন নাই জানিবে নিশ্চয়॥
তথাপি যুঝিল রাণা অতুল বিক্রমে।
এবার পরাস্ত হয় অসম সংগ্রামে॥
পূর্ব্ব কথামত সন্ধি করিল উভয়।
মেবারের উচ্চ ধ্বজা নামাইতে হয়॥
এ সংবাদে বড় ফুল্ল হয় দিল্লীশ্বর।
আনন্দ উৎসব আদি করিল বিস্তর॥
রাণা নিজে আসিল না সম্রাট সভায়।
তার পুত্র কর্ণসিংহে পাঠান তথায়॥
সম্রাট সম্মান বহু কর্ণে দেখাইল।
বহু মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিল॥
সম্রাট উল্লাসী হয়, রাণা ম্রিয়মাণ।
রাজত্ব করিতে নাহি চাহে তাঁর প্রাণ॥

পুত্র কর্ণসিংহে করি রাজত্ব অর্পণ।
নির্জ্জন পর্ব্বত শিরে করেন গমন ॥
মনোদুঃখে আর নাহি বাহিরে আসিল।
এইরূপে তাঁর বাকী জীবন কাটিল ॥
প্রতাপের যোগ্য পুত্র আছিল অমর।
সাহসী, প্রজার প্রিয়, আর বীরবর ॥
অমর মরিল যবে রাণা হয় কর্ণ।
বংশোচিত সব গুণে আছিল সে পূর্ণ ॥
বীর কর্ণসিংহ যবে লভিল মরণ।
তনয় জগৎসিংহ পান সিংহাসন ॥
মন্দির প্রাসাদ বহু রচে চমৎকার।
চিতোরের ভগ্ন দুর্গ করে সংস্কার ॥
জগৎসিংহের পুত্র রাজসিংহ নামে।
সিংহাসন পাইলেন তিনি যথাক্রমে ॥
রাজ্যাভিষেকের তার সাত বর্ষ পরে।
দারুণ দুর্ভিক্ষ হয় সমগ্র মেবারে ॥
বর্ষাকালে কিছু মাত্র না হইল বৃষ্টি।
সকলে ভাবিল বুঝি ধ্বংস হবে সৃষ্টি ॥
আহার অভাবে পশু পক্ষী মারা যায়।
অন্নহীন দরিদ্রেরা করে হায় হায় ॥
হ্রদ নদী সরোবর সব শুখাইল।
তৃণ গুল্ম তরু লতা সব মারা গেল ॥

অন্নহীন প্রজাদের জীবিকার তরে।
উপায় ভাবেন রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
পরামর্শ করি রাণা সহ মন্ত্রিগণ।
বৃহৎ দীর্ঘিকা এক করেন খনন॥
বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভূপতি।
রচিলেন সে দীর্ঘিকা মনোরম অতি॥
ছয় ক্রোশ ব্যাসেতে বৃহৎ সরোবর।
রাজ সমুদ্র নাম তার দেন নৃপবর॥
দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা হইল যখন।
ঔরঙ্গজেব সাথে যুদ্ধ হয় আরম্ভণ॥
ঔরঙ্গজেব আছিলেন দিল্লী অধিপতি।
হিন্দুর সহিত তাঁর না ছিল সম্প্রীতি॥
যশোবন্তসিংহ ছিল মাড়বারপতি।
রণ-বিশারদ ছিল আর ধীরমতি॥
বাদশা সেনানী সহ পাঠায় তাহারে।
কাবুলে যাইয়া যশোবন্ত যুদ্ধ করে॥
মোগলের পক্ষ হৈয়া যুদ্ধ করে ধীর।
তাঁর শৌর্য্যে মোগলের জয় হয় স্থির॥
শৌর্য্য দেখি বাদশার হয় হেন ভয়।
যশোবন্ত যদি কভু বিদ্রোহ করয়॥
বাদশাহ লুকাইয়া বিষ দেয় তারে।
বিষের জ্বালাতে যশোবন্তসিংহ মরে॥

জয়পুর রাজা জয়সিংহ নাম তার।
লইয়া মোগল পক্ষ যুঝে বহুবার ॥
তাহারও বীরত্বে বাদশাহ ভীত হন।
কেমনে মারিব তারে করেন চিন্তন ॥
দাক্ষিণাত্যে যায় জয় যুদ্ধ করিবারে।
সেথা বিষ দিয়া বাদশাহ তারে মারে ॥
এরূপে বধিল দুই বীরের জীবন।
তথাপি সন্তুষ্ট নহে বাদশার মন ॥
যশোবন্তের পত্নী পুত্র কন্যাগণে।
আটক করিতে চাহে আপন ভবনে ॥
রাঠোরের সেনাপতি দুর্গাদাস বীর।
বহুমতে ভাবিয়া উপায় করে স্থির ॥
প্রভু-পরিবার যাহে পাইবে নিষ্কৃতি।
দুর্গাদাস কীর্ত্তিকথা চমৎকার অতি ॥
সার্দ্ধ দুই শত ছিল রাঠোর সৈনিক।
মোগল সেনানী পঞ্চ সহস্র অধিক ॥
রাজপুত করে রণ অতুল সাহসে।
পলায় প্রভুর গণ সেই অবকাশে।
মাড়বার রাণী ছিল মেবার দুহিতা।
অতুল সাহস আর ছিল তেজস্বিতা ॥
শিশু পুত্র অজিতে লইয়া বীরাঙ্গনা।
চলিলেন ছিল যথা মেবারের রাণা ॥

নাবালক তরে রাণী মাগিল আশ্রয়।
দয়ার্দ্র হৃদয়ে রাণা দিলেন অভয়॥
"প্রাণ দিয়া তব পুত্রে করিব রক্ষণ।
বলিয়া শিশুরে ক্রোড়ে করিল গ্রহণ॥"
তনয়ে রাখিয়া রাণী অতি হৃষ্ট মন।
নিজ মাড়বার রাজ্যে করেন গমন॥
মোগলের সনে যুদ্ধ করিবার তরে।
সংগ্রহ করিতে সৈন্য রাজ্যময় ঘুরে॥
গিরি নদী অতিক্রমি যান প্রতি গ্রাম।
মুহূর্ত্তের তরে নাহি চাহেন বিশ্রাম॥
ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যখন শুনিল।
যশোবন্ত পুত্রে রাণা গৃহেতে রাখিল॥
বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয় রাণার উপর।
প্রতিফল দিবে চিন্তা করে নিরন্তর॥
ঔরঙ্গজেব স্থাপে কর জিজিয়া নামেতে।
নাহি দিবে যবন হিন্দুকে হবে দিতে॥
হিন্দু প্রজাগণ হয় রুষ্ট অতিশয়।
প্রতিকার হয় কিসে সকলে ভাবয়॥
মেবারের রাণা হন হিন্দুকুলপতি।
পত্র লিখিলেন তিনি বাদশাহ প্রতি॥
তব পিতৃ-পিতামহ আদি পূর্ব্বগণ।
আকবর জাহাঙ্গীর আর সাজাহান॥

তারা সবে ছিল অতি প্রজা প্রিয়প্রাণ।
সকল প্রজার কাছে পাইত সম্মান ॥
কিন্তু তুমি কর ভেদ হিন্দু মুসলমানে।
হিন্দু কর নাহি দিবে, দিবে মুসলমানে ॥
রাজার উচিত নহে হেন অবিচার।
জানিহ ইহাতে প্রীতি না হবে আল্লার ॥
ঈশ্বর দেখেন তুল্য হিন্দু মুসলমান।
উভয়েই সমভাবে তাঁহার সন্তান ॥
নমাজেতে মুসলমান ডাকেন যাঁহারে।
ঘণ্টাধ্বনি করি হিন্দু তাঁরি পূজা করে ॥
পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে প্রচলিত।
জানিও সকলি হয় ঈশ্বর রচিত ॥
কোন ধর্ম্ম নিন্দা যদি কর হে রাজন্।
ঈশ্বর তাহাতে কভু প্রীত নাহি হন ॥
অনুরোধ করি আমি বিনীত হইয়া।
অন্যায় জিজিয়া কর দাও উঠাইয়া ॥
এই পত্র বাদশাহ যখন পাইল।
পূর্ব্বকার রোষ তার দ্বিগুণ হইল ॥
বাদশাহ অবসর করেন প্রতীক্ষা।
রাণাকে দিবেন কবে উপযুক্ত শিক্ষা ॥
হেনকালে বাদশাহ পান অবসর।
সেই কথা বলি তবে শুন অতঃপর ॥

*   *   *

আছিল নৃপতি এক রাজপুতনাতে।
রাজধানী তার রূপনগর নামেতে ॥
তাঁহার আছিল কন্যা সুন্দরী অতীব।
ঔরঙ্গজেব ভাবে তারে বিবাহ করিব ॥
বাদশার দূত যায় রূপনগরেতে।
সেনানী সহস্র দুই চলে তার সাথে ॥
কন্যা নাহি রাজি হয় এই প্রস্তাবেতে।
পিতা কিন্তু ভয় পায় দূত ফিরাইতে ॥
কন্যা জানে মেবারের রাণা অতি বীর।
তাহারে পাঠাবে পত্র করে ইহা স্থির ॥
পুরোহিত ডাকি কন্যা করিল বিদিত।
আমি পত্র নিয়া যাব বলে পুরোহিত ॥
পত্র লিখি তার হাতে দেয় রাজকন্যা।
"হে রাণা উদ্ধার করি কর মোরে ধন্যা ॥
তুমি না আসিলে মোর কি গতি হইবে।
বক কি আসিয়া রাজহংসী বিবাহিবে ॥
শুদ্ধ রাজপুত রক্ত মোর ধমনীতে।
কেমনে যবনে পারি বিবাহ করিতে ॥
তুমি বিনা রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কাতর হৃদয়ে আমি ডাকিতেছি তাই ॥

ইহা পড়ি যদি তব দয়া নাহি হয়।
মরণ তাহলে আমি লভিব নিশ্চয়॥
খাইব গরল কিম্বা অনলে পশিব।
যেমন করিয়া পারি পরাণ ত্যজিব॥"
পাইয়া এ লিপি রাণা দ্বিধা নাহি করে।
লইয়া সেনানী চলে সে রূপনগরে॥
কাটিয়া মোগল সেনা কন্যা লয়ে আনে।
যত রাজপুত সবে ধন্য করি মানে॥
সম্রাটের রোষ আছিল ধুমায়িত।
পাইয়া এ দুঃসংবাদ হয় প্রজ্জ্বলিত॥
ঔরঙ্গজেব আদেশ করিল সেইক্ষণ।
মেবার জয়ের তরে কর আয়োজন॥
বাদশার পুত্রগণ ছিল নানা স্থলে।
কেহ বাঙ্গলাতে ছিল কেহ বা কাবুলে॥
কেহ ছিল দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিবারে।
সবে আজ্ঞা পায় শীঘ্র দিল্লী আসিবারে॥
বিপুল সেনানী লয়ে চলিল সম্রাট।
পুত্রগণ সবে চলে লয়ে সৈন্য ঠাট॥
মেবার ত তুচ্ছ কথা নাহি হেন দেশ।
এ বেগ রোধিতে পারে ভাবে ভারতেশ॥
অবাধে চলিল তবে মোগল সেনানী।
চিতোর মণ্ডলগড় অনায়াসে জিনি॥

উদয়পুরের কাছে হয় উপনীত।
ছিল যাহা চারিধারে পর্ব্বতে বেষ্টিত ॥
বাদশাহ পর্ব্বতের বাহিরে রহিল।
শাহজাদা আকবর মধ্যে প্রবেশিল ॥
শাহজাদা সাথে চলে অর্দ্ধ লক্ষ সেনা।
রাজধানী লইবে, আনিবে ধরি রাণা ॥
এই ভাবি মহোল্লাসে হয় অগ্রসর।
শত্রু সৈন্য কোথা রহে ভাবে আকবর ॥
দেখিতে পাইল বহু প্রাসাদ সুন্দর।
হ্রদ দ্বীপ দেখে কিন্তু নাহি দেখে নর ॥
সেনাগণ বসি করে আমোদ আহ্লাদ।
হেনকালে তূর্য্যধ্বনি শুনে অকস্মাৎ ॥
রাণার প্রথম পুত্র জয়সিংহ নাম।
রণদক্ষ সাহসী অশেষ গুণধাম ॥
পর্ব্বতে লুকায়ে ছিল লয়ে সৈন্যগণ।
সুযোগ পাইয়া এবে করে আক্রমণ ॥
মোগল সেনানী কাটি করে খান খান।
সৈন্য লয়ে আকবর পলাইতে যান ॥
দুই পাশে উচ্চ গিরি মধ্যে সরু পথ।
চলে তাহে আকবর ব্যর্থ মনোরথ ॥
হেনকালে কি বিপদ! পর্ব্বত হইতে।
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়ে আচম্বিতে ॥

মারা যায় বহু সৈন্য অবশিষ্টগণ।
ছুটিল সম্মুখ দিকে করি প্রাণপণ ॥
অগ্রে গিয়া দেখে বন্ধ সম্মুখের পথ।
ভীল সৈন্য বহু সেথা হায় কি বিপদ ॥
পশ্চাতের পথ জয়সিংহ বন্ধ করে।
সৈন্য লৈয়া আকবর আজি বুঝি মরে।
বিপন্ন শত্রুরে কর দয়া প্রদর্শন।
জয়সিংহ শাস্ত্রবাক্য করিল স্মরণ ॥
আর না করিব যুদ্ধ মোগল বলিল।
দয়া করি জয়সিংহ তাদিকে ছাড়িল ॥
দিলীর খাঁ নামেতে মোগল বীরবর।
লয়ে অন্য সেনাদল হয় অগ্রসর ॥
পর্ব্বত মাঝারে যবে করেন গমন ॥
অকস্মাৎ হিন্দুসেনা করে আক্রমণ ॥
বিক্রম সোলাঙ্কি রূপনগরাধিপতি।
গোপীনাথ রাঠোর উভয়ে সেনাপতি ॥
রাজপুত সেনা তারা করেন চালন।
ধ্বংস করে শত্রু সৈন্য করি ঘোর রণ ॥
ঔরঙ্গজেব সাথে যে সেনাদল ছিল।
প্রবল বেগেতে রাণা তারে আক্রমিল ॥
মেবার সেনার সাথে মাড়বার সেনা।
মিলিয়া করিল যুদ্ধ না হয় বর্ণনা ॥

মোগল সেনানী নাহি পারে যুঝিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে পলায়ন করে ॥
সম্রাটের ধ্বজা পড়ে হিন্দুসৈন্য হাতে।
বহু হস্তী অস্ত্র হিন্দু পায় তার সাথে ॥
মোগল এরূপে যবে পরাস্ত হইল।
চিতোরের কাছে সবে যাইয়া মিলিল ॥
জয়মল বংশধর নাম সাউল দাস।
তাহার বিক্রমে ঔরঙ্গজেব পায় ত্রাস ॥
চিতোর ছাড়িয়া তবে যায় আজমীর।
সেথা রহি যুঝিব করিল ইহা স্থির ॥
মণ্ডলের কাছে পুনরায় হয় রণ।
এবারেও হিন্দু কাছে হারিল যবন ॥
ভীমসিংহ নামে খ্যাতি রাণার তনয়।
সসৈন্যে গুর্জ্জর দেশ করিল বিজয় ॥
দয়াল সা নামে এক অমাত্য রাণার।
মালব প্রদেশ তবে করে ছারখার ॥
ঔরঙ্গজেবের এক ছিল বড় দোষ।
মন্দির দেখিলে তার হৈত বড় রোষ ॥
কাশীতে ও মথুরাতে বহু দেবালয়।
ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে মসজিদ রচয় ॥
জোর করি বহু প্রজা করে মুসলমান।
হিন্দু এবে শোধ লয় সেই অপমান ॥

মসজিদ ভাজিয়া কোরাণ পুড়াইল।
জোর করি কাজিদের দাড়ি মুড়াইল ॥
হিন্দুদের এই কার্য্য উচিত না হয়।
যেন কার্য্য ঈশ্বরের প্রীতি না করয় ॥
অন্যে মন্দ হউক করুক অনুচিত।
মন্দ না হইও তুমি, হবে তব হিত ॥
ভাল যিনি তাঁর অনুকরণ উচিত।
মন্দের দৃষ্টান্তে গেলে হয় বিপরীত ॥
সংগ্রামেও ধর্ম্মপথ ছাড়িবে না কদা।
এই শাস্ত্র বাক্য হিন্দু পালিত সর্ব্বদা ॥
জয়গর্ব্বে সৈন্য আজি ধর্ম্ম তেয়াগিল।
হিন্দু ইতিহাসে গাঢ় কলঙ্ক লেপিল ॥
রাজপুত কৃত দোষ করি প্রদর্শন।
পরবর্ত্তী ঘটনা করিব বিবরণ ॥
যুবরাজ সাথে মন্ত্রী হইয়া মিলিত।
শাহজাদা আজিমকে করে পরাজিত ॥
আজিম সেনানী সহ করে পলায়ন।
রিনথুমবুরে করে আশ্রয় গ্রহণ ॥
মোগল মেবার হতে পলায় যখন।
মাড়বার দেশে রাণা করেন গমন ॥
নাবালক অজয় নৃপতি মাড়বার।
ভার হৈয়া করে রাণা সংগ্রাম দুর্ব্বার ॥

অজিতের মাতা যুদ্ধ করি বার বার।
রাজ্যের অনেক অংশ করিল উদ্ধার ॥
ভীমসিংহ আসে এবে সাহায্যে তাহার।
মোগলের সেনাপতি আকবর তাইবার ॥
যুদ্ধ হয় মোগল হারিল পুনর্ব্বার।
হিন্দুর শিবিরে হয় জয় জয়কার ॥
হিন্দুরাজগণ হেন করিল মন্ত্রণা।
"ঔরঙ্গজেব অত্যাচার করিতেছে নানা ॥
তাহারে সরায়ে তার পুত্র আকবরে।
বসাইব ভারতের সিংহাসন পরে ॥"
আকবর রাজী হয় প্রফুল্ল অন্তরে।
সৈন্য লৈয়া হিন্দু সাথে যোগদান করে ॥
এ সময় সম্রাট আছিল আজমীরে।
অল্প মাত্র সৈন্য তার সাথে বাস করে ॥
শীঘ্র আকবর সনে যদি যুদ্ধ হয়।
সম্রাটের নিঃসন্দেহ হয় পরাজয় ॥
সদয় হইল দৈব সম্রাটের প্রতি।
চাতুরী করিয়া রক্ষা পাইল সম্প্রতি ॥
আকবরে হেন মতে লিখে এক লিপি।
"সিদ্ধ হয় আমাদের কৌশল যদ্যপি ॥
সমূলে হইবে ধ্বংস রাজপুতগণ।
তোমাকে প্রচুর অর্থ করিব অর্পণ ॥

হিন্দুগণ সহ মোর হবে যবে রণ।
সে সময় হিন্দুরে করিও আক্রমণ ॥
সম্মুখে আমার সেনা পশ্চাতে তোমার।
দুই সেনা মাঝে হিন্দু হইবে সংহার ॥”
ঔরঙ্গজেব এই লিপি দূত হাতে দিল।
রাঠোর শিবিরে ইহা ফেলিতে বলিল ॥
যথাকালে এই লিপি রাজপুত পায়।
তাহাদের মনেতে সন্দেহ উপজায় ॥
তবে বুঝি আকবর এ চক্রান্ত করে।
রাজপুত সৈন্য সব ধ্বংস করিবারে ॥
রাজপুত সৈন্যগণ ত্যজে আকবরে।
আকবর পিতৃভয়ে পলায়ন করে ॥
এইরূপে দীর্ঘকাল হয় মহারণ।
হেনকালে রাজসিংহ ত্যজেন জীবন ॥
বহু অস্ত্রক্ষতে দেহ আছিল কাতর।
তদুপরি যুদ্ধ হেতু চিন্তা নিরন্তর ॥
উদার মহান তাঁর চরিত্র নির্ম্মল।
মেবারের রাজকুল করিল উজ্জ্বল ॥
রাজসিংহ নৃপতির দুই পুত্র ছিল।
জ্যেষ্ঠ জয়সিংহ ভীম কনিষ্ঠ আছিল ॥
কয় ঘণ্টা ব্যবধানে জন্মে দুইজন।
আশঙ্কা রাণার মনে হয় একারণ ॥

মেবার মহিমা

রাজত্বের তরে পাছে মারামারি হয়।
এত ভাবি ভীমসিংহে বচন বলয়॥
"জ্যেষ্ঠ সাথে যুদ্ধ করা যদি তব মন।
কাট এবে তার শির দেরী কি কারণ॥
এত বলি ভীমেরে দিল তলবার।
উত্তর করেন ভীম চরিত্র উদার॥
দোবারির* মাঝে যদি জল পান করি।
নহি আমি তব পুত্র এ শপথ করি॥
এত বলি রাজ্য ছাড়ি চলে বীরবর॥
বহু দূর আসি বসে শ্রান্ত কলেবর॥
নিকটে আছিল ক্ষুদ্র স্রোত মনোহর
শীতল পানীয় আনি ধরে অনুচর॥
তুলি ধরে পাত্র জল পান করিবার।
হেনকালে মনে পড়ে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ঢালিয়া ফেলিয়া জল মাটির উপর।
অশ্ব চড়ি দেশ ছাড়ি চলে বীরবর॥
আর না মেবারে আসে রাখে তার পণ।
বিদেশেই চিরকাল কাটায় জীবন॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ জয়সিংহ যবে রাণা হন।
মোগলের সাথে তবে চলিতেছে রণ॥

*মেবারের প্রদেশ বিশেষের নাম "দোবারি"।

মেবার মহিমা

বার বার যুদ্ধে যবে হারিল যবন।
রাজপুত সাথে সন্ধি করিল স্থাপন॥
মাড়বার মেবারের যত ভূমি ছিল।
মোগলেরা সেই সব ভূমি ছাড়ি দিল॥
সৈন্য আদি সব লৈয়া চলিল যবন।
রাজপুত সাথে আর না করিবে রণ॥
নির্ম্মাইল জয়সিংহ করি বহু ব্যয়।
জয় সমুদ্র নামে এক দিব্য জলাশয়॥
পঞ্চদশ ক্রোশ ব্যাস সেই সরোবর।
জলে পরিপূর্ণ তাহা রহে নিরন্তর॥
রাণার আছিল রাণী কমলা নামেতে।
রাণা তারে ভালবাসে অন্য রাণী হৈতে॥
রাজা রাজকার্য্যে মনোযোগ নাহি দিত।
পুত্র সাথে বার বার বিবাদ হইত॥
জয়সিংহ মারা গেল তাহার তনয়।
দ্বিতীয় অমরসিংহ এবে রাণা হয়॥
তাঁহার রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেব মরে।
বাহাদুর বসে দিল্লী সিংহাসন পরে॥
ক্রমে মোগলের শক্তি হইল দুর্ব্বল।
নানা স্থানে নবরাজ্য হইল প্রবল॥
মাড়বার জয়পুর মেবার মিলিল।
হিন্দুত্ব রক্ষার তরে এক সন্ধি কৈল॥

মোগলের সাথে যুদ্ধ করি বহুবার।
শমন আহ্বানে রাণা যান ভবপার॥
দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ তাঁহার তনয়।
যথাকালে তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হয়॥
মিতব্যয়ী জ্ঞানী আর প্রজা হিতব্রত।
দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ আছিল নিয়ত॥
মেবারের শেষ বড় রাণা তিনি হন।
তারপর দেখা দেয় মহারাষ্ট্রগণ॥
লুণ্ঠন করিল দেশ মহারাষ্ট্র সেনা।
প্রজাগণ অত্যাচার সহে এবে নানা॥
দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ যবে মারা গেল।
দ্বিতীয় জগৎসিংহ তবে রাণা হৈল॥
বিলাসী ও সুখান্বেষী হয় সেই রাণা।
বংশোচিত গুণাবলি তাঁহার ছিল না॥
রাজপুত পরস্পরে করিল বিবাদ।
মহারাষ্ট্রগণ আসি ঘটাল প্রমাদ॥
বিবাদেতে রাজপুত দুর্ব্বল হইল।
মহারাষ্ট্র কর দিয়া নিষ্কৃতি পাইল॥
দ্বিতীয় জগৎ যবে লভিল মরণ।
দ্বিতীয় প্রতাপ তবে পায় সিংহাসন॥
তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তনয়।
দ্বিতীয় সে রাজসিংহ এবে রাণা হয়॥

অল্পদিন রাজ্য ভার করে দুই রাণা।
নাহি ঘটে এবে কোন বিশেষ ঘটনা॥
বার বার আক্রমিল মহারাষ্ট্র সেনা।
ক্রমে হ'ল হীনবল মেবারের রাণা॥
রাজসিংহ মরে যবে পিতৃব্য তাঁহার।
অরিসিংহ রাণা হয়ে ভুঞ্জিল মেবার॥
অরিসিংহ করে যবে মেবার পালন।
রাজ্যে বহু বিশৃঙ্খলা দিলেক দর্শন॥
বিদ্রোহ, বিগ্রহ, যুদ্ধ হয় বারম্বার।
মহারাষ্ট্রগণ করে দেশ অধিকার॥
ঘাতকের অস্ত্রে অরি ত্যজিল জীবন।
বালক হামীর রাণা হইল তখন॥
প্রভুভক্ত মন্ত্রী এক অমর নামেতে।
করিল অনেক চেষ্টা রাজত্ব রক্ষিতে॥
কিন্তু রাণী মাতা তার কথা না শুনিল।
নিজ দুর্বুদ্ধিতে রাণী দেশ ডুবাইল॥
হামীরের মৃত্যু হৈলে অনুজ তাঁহার।
ভীমসিংহ নামে রাণা হইল এবার॥
মেবারে বিদ্রোহ হয় মারাঠারা আসে।
দেশের দুর্ভাগ্য বহু হইল বিশেষে॥
রাণার দুহিতা কৃষ্ণকুমারী নামেতে।
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা নারী রাজপুতানাতে॥

জয়পুর মাড়বার উভয় রাজন।
বিবাহ করিতে তারে করে আকিঞ্চন॥
দুর্ব্বল মেবার রাণা ভেবে নাহি পায়।
মেবার রক্ষার কিবা করিবে উপায়॥
এক রাজে বঞ্চিয়া অপরে যদি দিবে।
যেই রাজা নাহি পাবে মেবার ধ্বংসিবে॥
মাড়বার পাঠাইল দূত একজন।
আমীর খাঁ নাম তার অতীব দুর্জ্জন॥
রাণারে আমীর তবে বলিল বচন।
কন্যা দাও নয় তার ঘুচাও জীবন॥
কন্যা নাহি দিলে দেশ ধ্বংশ হৈয়া যায়।
তাই স্থির করে রাণা বধিবে তাহায়॥
দৌলৎসিং নামে জ্ঞাতি রাণা বলে তারে।
"বধ মম কন্যা দেশ রক্ষা করিবারে॥"
ক্রোধ করি দৌলৎসিং বলিল রাণারে।
"ধিক তারে যেবা হেন আজ্ঞা দেয় মোরে॥
এ হেন নিষ্ঠুর আজ্ঞা অমান্য করিয়া।
রাজভক্তি দিব আমি জলে ভাসাইয়া" ॥
অসম্মত দৌলত দেখিয়া তবে রাণা।
বলিল জোয়ান দাসে যুক্তি করি নানা॥
জোয়ান সম্মত হয় দৃঢ় করি মন।
তাহার নিকটে কৃষ্ণা আসিল তখন॥

অতুলন রূপ তার ষোড়শী বয়সে।
প্রফুল্ল লতিকা তুল্য ধীরে কাছে আসে ॥
দেখি সে কোমল মূর্ত্তি লাবণ্য ভরা।
জোয়ানের হাত হৈতে খসি পড়ে ছোরা ॥
ছুটিয়া জোয়ান দাস যায় পলাইয়া।
"পারিব না আমি" বলে রাণারে কান্দিয়া ॥
রাণাও কান্দিল শেষে পাঠাইল দাসী।
সেই দাসী বিষ দিল কৃষ্ণা কাছে আসি ॥
"তব পিতা দিল বিষ পান কর মাতা।"
বহু কষ্টে দাসী তারে বলে এই কথা ॥
"সুখী হোন পিতা মম চিন্তা যাক দূরে।"
এত বলি কৃষ্ণা সেই বিষ পান করে।
কৃষ্ণার জননী কান্দে করিয়া চীৎকার।
"ফাটি যায় বুক মম নাহি পারি আর ॥"
মাতারে বুঝায় কৃষ্ণা প্রবোধ বচনে।
একবিন্দু অশ্রু নাহি তাহার নয়নে ॥
"কেন গো জননী তুমি কাঁদ অকারণ।
জান ত মা দুঃখময় নারীর জীবন ॥
দুঃখের জীবন শীঘ্র শেষ হয় যাহে।
তার তরে রোদন ত সমুচিত নহে ॥
স্থির হও ত মাতা আমি দুহিতা তোমার।
সত্য কহি মোর ভয় নাই মরিবার ॥"

মাতৃপাশে বসি কৃষ্ণা বলিছে বচন।
ভুক্ত বিষ উঠে যায় হইয়া বমন॥
নির্দ্দোষী বালিকা কোমলতার আধার।
অনিষ্ট করিতে বিষ করে অস্বীকার॥
কৃষ্ণা পুনরায় বিষ করিল ভক্ষণ।
পুনরায় উঠে তাহা হইয়া বমন॥
বার বার তিনবার বিষ পান করে।
আশ্চর্য্য শুনিতে কৃষ্ণা তবু নাহি মরে॥
পাঠান বংশীয় সেই পিশাচ আমীর।
কৃষ্ণা নাহি মরিলে রহিতে নারে স্থির॥
কসুম্বাকুসুমে অহিফেন মিলাইয়া।
নিদারুণ বিষ পুনঃ দিলেক আনিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণা তাহা পান করে।
ঘুমাইয়া পড়ে বালা চিরকাল তরে॥
বেশী দিন নাহি বাঁচে দুখিনী জননী।
অন্ন ত্যজি নিশিদিন কান্দে অভাগিনী॥
তনয়ার মরণের কয়দিন পরে।
তার মৃতদেহ উঠে চিতার উপরে॥
শক্তাবৎ বংশধর সংগ্রাম নামেতে।
এ সময়ে নাহি ছিল উদয়পুরেতে॥
রাজধানী আসি তবে শুনিল সকল।
হৃদয়ে তাহার ক্রোধ হইল প্রবল॥

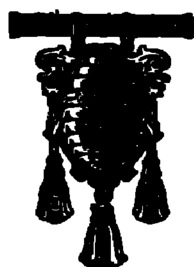
রাণারে বলিল ধীরে, ক্রোধে কাঁপে স্বর।
"শত ধিক্! বাপ্পার অযোগ্য বংশধর॥
শতেক পুরুষ ধরি বহে যে শোণিত। *
তব কার্য্যে আজি তাহা হয় কলঙ্কিত॥
শিশোদীয় বংশজাত আর কোনও বীর।
না পারিবে উচ্চ করি ধরিবারে শির॥
অপরাধহীন সেই কোমল বালিকা।
যেন শরতের প্রাতে শুভ্র শেফালিকা॥
নিষ্ঠুর! করিতে নষ্ট তাহার জীবন।
দেখাইলে কেন এ ব্যগ্রতা অশোভন॥
শত্রু কি করিয়াছিল পুরী অধিকার?
ভাঙ্গিয়া কি ছিল তারা অন্তঃপুর দ্বার?
সত্যই যদি বা তারা এ পুরী লইত।
অন্তঃপুর দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া ফেলিত॥
দেখাইল যেই পথ পূর্ব্ব পিতৃগণ।
সেই পথে কেন নাহি ত্যজিলে জীবন॥
করিয়া কি এই মত বীর আচরণ।
রাখিল অতুল কীর্ত্তি তব পিতৃগণ?
কেমনে আজিকে সবে হৈলে বিস্মরণ।
করিল যে কীর্ত্তি আমাদের পিতৃগণ॥
এই মত আচরণ কভু কি করিল।
বাদশার বিপক্ষে যখন দাঁড়াইল॥

মেবার মহিমা

ভুলিলে কি চিতোরের ধ্বংস বারম্বার।
ভুলিলে কি হলদিঘাটে প্রতাপ রাণার ॥
কিন্তু আমি কারে আজি করি সম্বোধন।
রাজপুত নাহি হও তোমরা একজন ॥
বিলম্ব হইত যদি রমণীর মান।
তাদিকে অনলে যদি করিতে প্রদান ॥
ছুটিতে লইয়া অসি মথি শত্রুদলে।
রাখিতে পারিতে কীর্ত্তি তোমরা সকলে ॥
তবে ত হইয়া পরিতুষ্ট ভগবান।
বাপ্পাবংশ বীজ করিতেন পরিত্রাণ ॥
করিলে যে পাপ কার্য্য মারিয়া কৃষ্ণারে।
তার যোগ্য দণ্ড নাহি পাই দেখিবারে ॥
শত্রু হস্তে পরিত্রাণ পাইবার তরে।
করিলে তোমরা হত্যা নিরপরাধীরে ॥
কিন্তু হেন পাপে রক্ষা কভু নাহি হয়।
বাপ্পা বংশ লোপ হবে জানিও নিশ্চয় ॥
এত বলি বীরবর হইল নীরব।
লাজে হেঁটমাথা রহে সভাসদ সব ॥
মারাঠা পীড়নে রাণা জর্জ্জরিত হন।
অবশেষে ইংরাজের লয়েন শরণ ॥
ইংরাজের সাথে সন্ধি হইল স্থাপন।
আর না করিল কেহ রাণাকে পীড়ন ॥

করদ রাজার মধ্যে হইয়া গণন।
নিরুদ্বেগে করে রাণা প্রজার পালন ॥

সমাপ্ত





Printer and Publisher—Surendranath Bera
LEKHA PRESS
146, Haris Mukherjee Road, Bhawanipur.
CALCUTTA



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	২২	পারে ॥	পারে।
৬২	১৫	চণ্ড, "বলি	চণ্ড", বলি
৬৪	৬	বাঁধিয়া	মারিয়া
৬৫	১	নিক্রমের	নিক্রয়ের
৬৬	৯	যাবে	ঝাপে
৭২	১৬	ভূমি ॥	ভূমি ॥"
৭৩	১৭	নির্ব্বাসিত	নির্ব্বাসিত,
৭৪	২১	করিছে	করিত
৮১	প্রথম দুই পংক্তি বাদ দিবেন।		
৮৬	১২	কেন	এবে
৮৬	১৬	রাখি	"রাখি" *Foot note যিনি এই ভাবে রাখি পাঠাইবেন তাঁহাকে "রাখি ভগিনী" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।
৮৯	৫	হৈল	হৈল,
৯০	১০	শাহজীর	সাহজীর
৯৩	১৩	ভয়ে	ভয়
৯৪	৩৪	গোড়াতে ও শেষে Quotation চিহ্ন " " হইবে।	
৯৫	১১—১২	Ditto	Ditto
৯৬	১	লয়ে	পরি
	২	করে	করি
১০০	১১—১২	গোড়ায় ও শেষে Quotation চিহ্ন হইবে	
১০১	৪	সুখ	সুখ,
	৫	রাজধানী	রাজধানী,
১০২	৬	নিশী	নিশি
	১৮	তাদিগে	তাদিকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	২১	পরিপুর্ণ	পরিপূর্ণ
১০৪	১১	তারে কেন	তারে, "কেন
	১৮	নিশ্চয় ॥	নিশ্চয় ॥"
১০৬	২	মা'নে	মানে
১০৭	৬	পুনঃ	যুদ্ধে
১০৮	৫	নানা	রাণা
১১৭	এই পৃষ্ঠার নীচে সমাপ্তির রেখা "—" ভুল করিয়া ছাপা হইয়াছে		
১১৮	৩	ফেন	ফেণ
১০	১২	লিপি	এ লিপি
১২৩	২০	আমাহতে	আমাইট
১২৫	৭	পুত্র	পুত্ত
১২৬	"রাণা প্রতাপ কর্ত্তৃক মেবার উদ্ধার" এই headline গুলি ভুল করিয়া এখানে ছাপা হইয়াছে		
১৩৭	১২	করে	করেন
১৩৮	১৭	ধীর	বীর
১৪০	৩—৪	তৃতীয় পংক্তির শেষে Quotation	
১৪১	৪	শুদ্ধ পাঠ "হিন্দু কর দিবে, নাহি দিবে মুসলমান"	
১৪৩	৯	আছিল	বহ্নি ছিল
১৪৭	২১	অজয়	অজিত
১৫২	২০	মহারাষ্ট্র	মহারাষ্ট্রে
১৫৩	১	রাজ্য তার	তরে রাজ্য
১৫৪	১১	ধ্বংশ	ধ্বংস
১৫৫	৩	লাবণ্য	লাবণ্যেতে
	২১	হও ত	হও
১৫৭	১	ধীরে	বীর
১৫৮	২	হলদিঘাটে	হলদিঘাট
	৪	তোমরা	কেহ
	৫	বিলম্ব	বিপন্ন